ওঁ

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(সচিত্র)

কলিকাতা—৩৩নং ম্যাক্‌লাউড ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম সংস্করণ।)

(পরিবর্দ্ধিত)

সন ১৩৩৮ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

ওঁ

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

(সচিত্র)

কলিকাতা- ৩৩নং ম্যাকলাউড ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

(পঞ্চম সংস্করণ।)

(পরিবর্দ্ধিত)

সন ১৩৩৮ সাল।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

মুখবন্ধ।

—:*○*:—

প্রথম সংস্করণ।

যাঁহারা দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা পরমার্থ প্রাপ্তির কামনা করেন, যাঁহারা সত্যে শ্রদ্ধা করেন, এ গ্রন্থখানি তাঁহাদের বিশেষরূপে উপাদেয় ও আনন্দপ্রদ হইবে—এই বিবেচনায় ইহা প্রকাশিত হইল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

পূজ্যপাদ পরমহংস স্বামিজীর ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার মুখে শুনিয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকে যখন প্রথমে লিপিবদ্ধ করেন, তখন তিনি বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না। লেখকগণেরও হিন্দি ভাষায় তাদৃক্ অধিকার ছিল না। একারণ গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কতিপয় স্থলে ভ্রমাশ্রিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সেই ভ্রমের পরিহার ও কয়েকটী আধুনিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাঁহাদের আনুকূল্যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল তাঁহাদের প্রকাশ্যে ধন্যবাদ গ্রহণে অসম্মতি—সম্পাদকের এই এক ক্ষোভ রহিল।

শ্রীপঞ্চমী—১৮২১ শকাব্দাঃ।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা
উপক্রমণিকা	✓

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞোপবীত ত্যাগ	৫
বাঙলায় বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী	৬
রামপুর বোয়ালিয়ার দেবীদাস বাবু	৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশীর রাজা	৯
রামনগরের সন্ন্যাসী মোহান্ত	১২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চৌগাই	১৬
ডুমরাওন্	১৮
নেপাল, হরিদ্বার, কাশ্মীর	১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর	১৯
অমরনাথ যাত্রা	২০
গর্ভযোনি	২২
অমরলিঙ্গ দর্শন	২২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারমুলার মুদির দোকান	২৪
পেশোয়ার	২৫
অমৃতসহর	২৭
শুখাতালাও	২৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোধপুরের রাজবাটী	২৯
অবু ও গ্রীনাড়ি পাহাড়	৩০

বিষয়				পৃষ্ঠা
	সপ্তম পরিচ্ছেদ।			
দ্বারকা	...	...	...	৩৪
নারায়ণ সরোবর	...	...	...	৩৬
	অষ্টম পরিচ্ছেদ।			
হিংলাজ তীর্থ	...	...	...	৩৭
মূলতান	...	...	...	৩৭
	নবম পরিচ্ছেদ।			
শ্রীবৈষ্ণব সাধু	...	...	...	৩৯
	দশম পরিচ্ছেদ।			
মুশৌরী পাহাড়	...	...	...	৪২
	একাদশ পরিচ্ছেদ।			
জ্বালামুখী তীর্থ	...	...	...	৪৬
পুষ্করতীর্থ	...	...	...	৪৮
আজমেড়	...	...	...	৪৯
	দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।			
বালকেশ্বর বোম্বাই	...	...	...	৫০
প্রথম প্রশ্ন	...	...	...	৫২
	ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।			
দ্বিতীয় প্রশ্ন	...	...	...	৫৪
	চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।			
তৃতীয় প্রশ্ন	...	...	...	৫৭
চতুর্থ প্রশ্ন	...	...	...	৫৮
	পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।			
পঞ্চম প্রশ্ন	...	...	...	৬২
	ষোড়শ পরিচ্ছেদ।			
ষষ্ঠ প্রশ্ন	...	...	...	৬৪
সপ্তম প্রশ্ন	...	...	...	৬৫
	সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।			
গোদাবরী	...	...	...	৬৭
	অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।			
ঠগ সন্ন্যাসী				৭৩

বিষয়। পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরমার্থের নামে প্রবঞ্চনা ৭৪
মন্ত্রকে তুষ্ট করা ৭৬
অদ্ভুত বাতি ... ... ঐ
স্বর্ণ সিদ্ধি ... ... ঐ

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শূন্যস্থ কালী ৭৭
গতিশীল শিবলিঙ্গ ৭৮
ঈশ্বরের হস্তলিপি ... ... ঐ
ভস্মীভূত ছাগলের আর্ত্তনাদ ৭৯
দেবীর ঘটে আবির্ভাব ৮০

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূতের ভয়ে প্রতারিত ৮১
মোজাফরপুরের নিরাহারী মহাত্মা ৮৫
ভবানীপুরের মহাত্মা ৮৫
সশরীরের ভৈরব দর্শন ৮৭

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিঠল ভগবান ৯০
নিজামী হায়দ্রাবাদ ৯০
বালাজী ও রঙ্গজী তীর্থ ৯২

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাদ্রাজ ৯৩
রামেশ্বর ৯৩

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মৌনীবাবা ৯৫
সেতুবন্ধ ৯৭

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

দ্রাবীড় ও তৈলঙ্গ ৯৯
তাঞ্জোর ১০০

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

জগন্নাথ ক্ষেত্র ১০২

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রথে বামন ১০৫
নদীগ্রাম ১০৯

বিষয়।　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৃষ্ঠা

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

তারকেশ্বর … … … ১১১
বৰ্দ্ধমান … … … ১১৬

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিপুর … … … ১১৭
ত্রিবেণী … … … ১২০

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দক্ষিণেশ্বর … … … ১২২

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালীঘাট … … … ১২৮

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সিংহুর … … … ১২৮
অযোধ্যা … … … ১২৯

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা ও মোকামা … … … ১৩৩

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কামরূপ … … … ১৩৪
বশিষ্ঠ আশ্রম … … … ১৩৬
মুক্তিনাথ … … … ১৩৭

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গয়াধাম … … … ১৩৮
মথুরা বৃন্দাবন … … … ১৪০
উপসংহার … … … ১৪১
গাঁদাগাছ … … … ১৪১
বিনাভোজে জাতিলাভ … … … ১৪৬
দাণ্ডার শাস্ত্র বিচার … … … ১৪৬
সাধু মহাত্মা … … … ১৪৭
বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিচার … … … ১৪৯
রাজার সহিত বার্ত্তা … … … ১৫০

ওঁ

শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

উপক্রমণিকা।

শিবনারায়ণ পশ্চিম দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ব্যাসদেব ও মাতা গঙ্গাদেবী। তাঁহারা চারি সহোদর ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উৎপত্তিবিষয়ক অপর কোন বিবরণ জানা যায় নাই।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার মনে সর্ব্বদা এই ভাব উঠিত যে, "আমি কে,—আমার স্বরূপ কি? শুনিতে পাই পূর্ণপরব্রহ্ম আছেন; তিনি কে? তাঁহার উপাসনায় কি ফল? আমি এত দিন কোথায় ছিলাম, আমাকে কোথায় যাইতে হইবে? আমার কি কর্ত্তব্য?" তিনি আরও ভাবিতেন যে, "আমার এই ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত শরীর কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন? পিতা মাতা,—না—আমি স্বয়ং? যদি আমি স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া থাকি, তবে কেন আমার মনে নাই, এবং কেনই বা আমি ইহাকে মনে করিলে নষ্ট করিতে না পারি? আর আমার কেনই বা সন্দেহ জন্মে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শিশু শিবনারায়ণ একদিন মাতার নিকট সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি আমার এই হস্তপদ-ইন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট শরীর গড়িয়া উদরে রাখিয়াছেন, কি অপর কোন ব্যক্তি ইহা গড়িয়াছেন? অন্য ব্যক্তি হইলে, তিনি কোথায়?" জননী শুনিয়া আক্ষেপ করিলেন, "হায়, এত অল্প বয়সে আমার পুত্র পাগল হইল!" এবং মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে বলিলেন, "তোমার পিতাকে ডাক, তিনি আসিয়া পুত্রের অবস্থা দেখুন।"

দেখিয়া শুনিয়া পিতা কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। শিবনারায়ণকে ধমকাইয়া বলিলেন, "এখন হইতে তুমি পাগলামি আরম্ভ করিয়াছ? আজ হইতে প্রত্যহ পাঠশালায় পড়িতে যাও।" ইহা ছাড়া তিনি শিবনারায়ণকে কয়েকটী পারমার্থিক ক্রিয়া করিতে বলিলেন। তিনিও পিতার আজ্ঞামত চলিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে তাঁহার যেরূপ প্রীতি, পড়াশুনায় সেরূপ ছিল না। ফলে তাঁহার অন্তরে ক্রমশঃ তেজঃ জ্ঞান ও আনন্দ উদিত হইতে লাগিল ও সর্ব্বদা শিক্ষকের নিকট দণ্ডিত হইতে লাগিলেন।

শিক্ষকের কঠোরতায় শিবনারায়ণ ভাবিতেন, বিদ্যাশিক্ষার ফল ত প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। ইনি আমার মনের ভাব না বুঝিয়া আমাকে দণ্ড দিতেছেন। বিদ্বান ও অবিদ্বান উভয়েই আহারাদি করিতেছেন ও প্রাণত্যাগ করিতেছেন। বিশেষ এই যে,—বিদ্বান সৎ অসৎ বিচার করিয়া ব্যবহার কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারেন; অবিদ্বান তাহা পারেন না। নতুবা কেবল অর্থোপার্জ্জন ও লৌকিক সম্মানের জন্য বিদ্যাভ্যাস করিয়া কি লাভ? জন্মের পূর্ব্বাবস্থা ও মৃত্যুর পরের অবস্থা উভয়েই জানেন না। সুষুপ্তির সময় পণ্ডিতও জানেন না যে আমি পণ্ডিত এবং মূর্খও জানে না যে আমি মূর্খ।"

আট নয় বৎসর বয়সের সময় শিবনারায়ণের উপনয়ন হয়। তাহাতে তিনি ভাবিলেন, "পিতা মাতা কেন আমার গলায় সূতা দিয়া আমাকে পশুর মত বাঁধিলেন? যজ্ঞোপবীত পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তাহা হইলে তিনি হস্তপদাদির ন্যায় যজ্ঞোপবীতেরও সৃষ্টি করিতেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি কখনই এ ভ্রমে পড়িবেন না যে, যজ্ঞোপবীত পরমেশ্বরের দত্ত। ইহা সামাজিক চিহ্ন মাত্র,—যেমন সাধুদিগের ভেখ। এই সকল বাহিরের চিহ্ন ছাড়িয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলে সকলই এক দাঁড়ায়।" অপরের মনে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি কোন কথা প্রকাশ করিলেন না; ভাবিলেন, এখন যজ্ঞোপবীত থাকুক, পরে যাহা হয় হইবে। এবং পরমার্থবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ সযত্নে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

লোকের মুখে সাধু, সন্ন্যাসী ও মহাত্মার প্রশংসা শুনিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপাদি করিতে তাঁহার আগ্রহ জন্মিয়াছিল এবং যথার্থ পক্ষে সাধু ইত্যাদি কি পদার্থ, জানিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেন। একজন

বড় মহাত্মা সাধু আসিয়াছেন শুনিয়া একদিন তিনি তাঁহার নিকটে গিয়া একান্তে, নম্রভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মা, সাধু, সন্ন্যাসী কাহাকে বলে,—তাঁহার স্বরূপ কি? অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ সাধুদের, গৃহস্থদেরও ত সেইরূপ। ইন্দ্রিয়াদিও সাধু এবং গৃহস্থের সমান। তবে সাধুর বিশেষত্ব কি? বাক্যের নাম সাধু হইলে তাহা সাধু ও গৃহস্থ উভয়েরই আছে। ছাই মাখিলে যদি সাধু হয়, তাহা হইলে শূকর, মহিষও সাধু হইতে পারে। জটা ধারণ করিলে যদি সাধু হয়, তবে বটগাছ কেন সাধু না হয়? লোকে যাহাকে সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা বলে, তাহা লাল, কাল না সাদা? কৃপা করিয়া আপনি আমার এই সংশয় দূর করুন। লোকে আপনাকে সন্ন্যাসী মহাত্মা বলে। কিন্তু কেন বলে? সন্ন্যাসী মহাত্মা কি বস্তু?" শুনিয়াই মহাত্মা লাঠি লইয়া মারিতে উঠিলেন এবং ক্রোধে গালি ও দুই একটা চড় দিয়া বলিলেন, "তুই তিন দিনের বালক ও গৃহস্থ হইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতেছিস্।" শিবনারায়ণ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। মহাত্মা শুনিলেন না; কিল চড় মারিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন। এবং পরে শিবনারায়ণের পিতার নিকট আসিয়া অভিযোগ করিলেন। পিতাও প্রহার অন্তে শিবনারায়ণকে বলিলেন, "এমন মহাত্মার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করা অপেক্ষা তোমার মরণ ভাল, তুমি দূর হইয়া যাও।" অনেক মহাত্মাই এইরূপ অবস্থাপন্ন। তাঁহাদিগকে মনের সংশয় জানাইয়া শিবনারায়ণ কেবল দুর্ব্বাক্য ও প্রহার লাভ করিতেন।

একদিন, গম্ভীর, শান্ত, সত্যনিষ্ঠ, ভক্তিমান, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং মিষ্টভাষী যথার্থ এক মহাত্মার দেখা পাইয়া শিবনারায়ণ তাঁহাকে মনের সংশয় জানাইলেন। শুনিয়া মহাত্মা বলিলেন, "আগে বল, এরূপ প্রশ্ন করিতে তোমায় কে শিখাইয়াছে? তাহা হইলে আমি সকল কথা বুঝাইয়া দিব।" শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, "আমার অন্তর হইতে উদয় হইতেছে, কেহ শিখাইয়া দেয় নাই। কে যে উদয় করিতেছেন তাহাও জানি না।" তখন সেই মহাত্মা শিবনারায়ণ ও তাঁহার বংশকে ধন্যবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, "যখন আপনা হইতে প্রশ্ন উঠিতেছে, তখন আমি বুঝাইতে পারিব না। আপনা হইতে বুঝিতে পারিবে।" শিবনারায়ণ মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

কয়েক বৎসর পরে শিবনারায়ণ একদিন পিতামাতাকে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে বলিলেন, “আপনাদের চারি পুত্র। তাহাদের মধ্যে জানুন একজন যে আমি মরিয়া গিয়াছি। পূর্ণপরব্রহ্ম গুরু মাতাপিতার আদেশে চরাচর রাজা প্রজার এই দারুণ দুঃখ মোচন করিতে হইবে। যাহাতে সকলে সুখে থাকে এই আমার কার্য্য। আপনারাও আমাকে এই কার্য্যে অনুমতি দিন।” তাঁহারা বলিলেন, “তুমি একটী ক্ষুদ্র বালক, তোমার দ্বারা কি প্রকারে সৃষ্টির ভার উদ্ধার হইবে? তুমি আমাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া যাইতে পার।” শিবনারায়ণ বলিলেন, “সত্য বটে। আমার কি ক্ষমতা আছে যে, পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিতে পারি। আমি নিমিত্ত মাত্র। পরমাত্মা আমার অন্তর হইতে প্রেরণা করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবেন। আমার প্রতি আপনারা আর স্নেহ করিবেন না। আমাকে পরিত্যাগ করুন।” তাঁহারা বলিলেন, “পিতা মাতা এত কষ্টে, এত যত্নে পুত্রকে লালন-পালন করিয়া কি প্রকারে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আরও দেখ, তুমি ভাল করিয়া বিদ্যাভ্যাস কর নাই, মূর্খ রহিয়াছ। কি প্রকারে তোমার দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহ হইবে?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “অন্তর্য্যামীরূপ বিদ্যা আমার অন্তরে বাস করিতেছেন। সেই বিদ্যাতেই আমার প্রয়োজন, বাহিরের বিদ্যায় আমার প্রয়োজন নাই।” তাঁহারা কিছুতেই সম্মত হইলেন না দেখিয়া শিবনারায়ণ ভাবিলেন, “এ মাতাপিতা ত আজ্ঞা দিবেন না; কিন্তু পরব্রহ্ম পিতামাতার আজ্ঞা আছে। সেই আজ্ঞায় বাহির হইয়া যাইব। তাহা হইলে উভয়েরই আজ্ঞা পালন হইবে!” এবং মনের ভাব প্রকাশ না করিয়া প্রণামান্তে পিতামাতার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন।

দুই চারি দিবস পরে গভীর রাত্রে শিবনারায়ণ গৃহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বার কি তের বৎসর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যজ্ঞোপবীত ত্যাগ।

দ্বাদশ বৎসরের বালক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ভাবিতেন, "প্রথমে কোন্ দিকে যাই?—কোন্ দেশে, কি অভাবে রাজা প্রজা কষ্ট পাইতেছে—কি করিলে তাহাদের কষ্ট মোচন হয়?—সকলের প্রতি সকলের সমদৃষ্টি ও দয়া কিসে জন্মে? যাহাতে রাজা প্রজা, পণ্ডিত মূর্খ, গৃহস্থ সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া আনন্দে থাকিতে পারে, যাহাতে সকলের হিত হয়, তাহাই আমার কার্য্য।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শিবনারায়ণ দেশে বিদেশে ভ্রমণকালে পূর্ণপরব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার নিকট সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে অন্তর্য্যামী গুরু! এই মূর্খ অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগকে জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে সকল বিষয় বুঝিয়া ইহারা সর্ব্বদা আনন্দে থাকিতে পারে,—যাহাতে কাহারও প্রতি কাহারও দ্বেষ, হিংসা ও বৈরভাব না থাকে।

সে সময় তাঁহাকে দেখিলে লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "তুমি গৃহস্থ না সাধু—তোমার জাতি কি?—তুমি লেখা পড়া জান?—বেদ পড়িয়াছ"? শিবনারায়ণ বলিতেন, "লেখা পড়া জানি না, বেদও পড়ি নাই। গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে, তাহাও জানি না। তবে এই মাত্র দেখিতেছি যে, তোমরাও মনুষ্য, আমিও মনুষ্য। তোমাদেরও হাত পা আছে, আমারও আছে। আমার কোন্ জাতি জানি না,—শরীরের মধ্যে খুজিতেছি;—যদি হাড়, চামড়া ও মাংসের মধ্যে জাতি পাই, তোমাদিগকে বলিব।" একজন বলিয়াছিল, "তোমার গলায় যজ্ঞসূত্র আছে, আর তুমি তোমার জাতি বলিতে পার না?" শিবনারায়ণ উত্তরে বলিয়াছিলেন, "তুমিও সূতার কাপড় পরিয়া আছ, আমি না হয় গলায় সূতা দিয়াছি; তাহাতে কি হইল? সূতার নাম কি জাতি?"

পরে যখন তিনি আপনার অন্তরে, সূক্ষ্ম শরীরে ত্রিগুণময় আত্মা—বিষ্ণু মহেশব্রহ্মা-জ্যোতিঃস্বরূপ-যজ্ঞোপবীত পাইলেন,—নাসিকা দ্বারে প্রাণস্বরূপে, কর্ণদ্বারে আকাশরূপে, নেত্রদ্বারে তেজোরূপে—এবং দেহের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বরূপী পঞ্চ গ্রন্থী পাইলেন, তখন সূতার যজ্ঞোপবীতকে গলা হইতে খুলিয়া গাছে টাঙ্গাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালায় বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী।

ভ্রমণ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়া শিবনারায়ণ একদিন বাবু হরনাথ চক্রবর্ত্তী নামক একজন ভদ্রলোকের নিকট প্রাণধারণার্থে কিঞ্চিৎ আহার যাচ্ঞা করায় তিনি বলিলেন, "তোমার শরীর ত হৃষ্টপুষ্ট, তুমি চাকুরী করিতে পার না? ভিক্ষা করিতে লজ্জা হওয়া উচিত।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা ঠিক। পরিশ্রম করিয়া আহার উপার্জ্জন করা জ্ঞানবান লোকের কার্য্য। কিন্তু আমি একজনের চাকুরী করিতেছি—যাঁহার এই জগত। আপনি কাজ দিলে আপনারও চাকুরী করিতে পারি।" বাবু বলিলেন, "তুই যদি ঈশ্বরের চাকুরী করিতেছিস্ তবে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় কেন? তিনি কি আহার দিতে পারেন না?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "সত্য, তাঁহার উপর নিষ্ঠা থাকিলে অপর কাহারও নিকট যাইতে হয় না।" বাবু বলিলেন, "খোরাক পোষাক ও দুই টাকা মাহিনা পাইবি, দেউড়িতে পড়িয়া থাক্; না হয় চলিয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "টাকা দিতে হইবে না। খাইতে পরিতে দিলেই হইবে। আমি থাকিব।"

বাবু বলিলেন, "টাকা লইবি না; তোর কি বাড়ীতে মা বাপ নাই?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "থাকুক আর নাই থাকুক, যাইবার সময় যাহা বিচারে হয় করিবেন। এখন ত থাকি।"

শিবনারায়ণ হরনাথ বাবুর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাবুর ইঙ্গিত মাত্র তিনি উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট সকল প্রকার কার্য্যই বিনা ওজরে সম্পন্ন করিতেন। পুরাতন চাকরেরাও সেরূপ পারিত না। বাবুও বিনা বেতনে মনের মত চাকর পাইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন।

রামপুর বোয়ালিয়ার দেবীদাস বাবু।

হরনাথ বাবুর চাকুরী দুই তিন মাস করিয়া একদিন শিবনারায়ণ

গোপনে রামপুর বোয়ালিয়া চলিয়া গেলেন। সেখানে এক মহাজনের কুঠীতে পূর্ব্বের ন্যায় চাকর নিযুক্ত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। মহাজনের নাম দেবীদাস। মহাজন দেখিলেন যে,- শিবনারায়ণ কাহারও সহিত কথা কহেন না, চুপ করিয়া থাকেন, মাল রওনা করাইতে অপরের অপেক্ষা কম খরচ করেন এবং হিসাব ঠিক দেন। তাহাতে মহাজন বলিলেন—"এটা বোকা, কিছু জানে না। কিন্তু গুণ এই,—যেখানে বসে, সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর কাজ করিতে ওজর করে না। বোধ হয় কোন ভাল লোকের ছেলে।"

দেবীদাস বাবু সকলকে শালা প্রভৃতি বলিয়া গালি দিতেন। একদিন একজন চাকরকে বিশেষ কটু কথা বলিয়া গালি দেওয়ায় শিবনারায়ণ যোড়-হাতে, প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি মনিব, পিতার তুল্য। আমার কথায় রাগ করিবেন না, ক্ষমা করিবেন। দয়া করিয়া আমার দু'চারিটি কথা শুনুন। আপনি মনিব উহারা চাকর; বিপদে পড়িয়া আপনার আশ্রয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করে; কিন্তু উহারাও ভদ্র-সন্তান। মিষ্ট কথায় উহাদিগকে কার্য্য করাইতে হয়। তুচ্ছ কথার উপলক্ষে উহাদিগকে গালাগালি করিলে উহাদের মনে কষ্ট হয়। ভাবিয়া দেখুন, যদি আপনি নির্ধন হইতেন আর উহারা ধনী হইয়া আপনার প্রতি কটূক্তি করিত, তাহাতে আপনার কত কষ্ট হইত! ধন চিরস্থায়ী নহে। কখন না কখনও সকলেরই বিপদ পড়ে, ধন কাহারও সঙ্গে আসে নাই এবং সঙ্গে যাইবেও না।" শুনিয়া দেবীদাস বাবুর জ্ঞান হওয়া দূরে থাকুক, তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন, "বেটা, তুই চাকর হইয়া আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিতেছিস্। দূর হ আমার সম্মুখ থেকে।" শিবনারায়ণ ভাবিলেন,—"ইঁহার কি দোষ? ইনি স্ববশে নাই। যেমন মাতাল মদিরার উত্তেজনায় যাহা তাহা বলে তাহার কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকে না, তেমনই অবোধ লোক ধন ও প্রভুত্বের নেশাতে জ্ঞানহারা হন; কাহারও প্রতি দয়া থাকে না, এবং একেবারে বিচারশক্তি হারায়। কিন্তু বিদ্যা ধন ও রাজ্য সত্ত্বেও জ্ঞানবান সর্ব্বদা শান্ত, গম্ভীর, ধীর ও সন্তুষ্টভাবে পূর্ণপরব্রহ্মে নিষ্ঠা রাখিয়া পরোপকারে রত থাকেন।"

ইহার পর দুই একদিন মহাজনের কুঠীতে থাকিয়া শিবনারায়ণ সেখান হইতে পদ্মানদীর ধারে আসিয়া বসিলেন এবং জল মাত্র পান করিয়া প্রাণ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েকদিন পরে এই সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। শুনিয়া দেবীদাস বাবু ও কয়েকজন পণ্ডিত আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "অন্নত্যাগ করিয়া এমন কঠোর তপস্যার প্রয়োজন কি? শাস্ত্রে ত এমন কিছু লেখা নাই। এরূপ করিলে তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে। আমাদের বাটী চল নতুবা আমরা এখানে খাদ্য আনিয়া দিতেছি।" তিনি সম্মত হইলেন না।

ইহার অল্প দিন পরে দেবীদাস বাবুর মৃত্যু হওয়ায় সকলে মনে করিল শিবনারায়ণ অভিশাপ দিয়া তাঁহাকে মারিয়াছেন। তাহাতে শিবনারায়ণ সে স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়ঃ বিবেচনায় উঠিয়া গেলেন। ভাবিলেন, গ্রামে গ্রামে সামান্য লোকের নিকট বেড়াইলে বহু লোকের উপকার অসম্ভব। কোন ক্ষমতাশালী রাজা বা পণ্ডিতকে সদুপদেশ দিলে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে কিন্তু আধুনিক রাজা, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের মনের গতি একই রূপ হইয়াছে। সত্য কথা বলিয়া সৎপথ দেখাইলে তাহাদের অসৎ বিবেচনা হয়। যাহা হউক, যখন অন্তর্য্যামী আমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, তখন কাশীর রাজার নিকট একবার যাইতে হইবে। তাঁহার অধীনে অনেক পণ্ডিত আছে।"

রামপুর বোয়ালিয়ার একটী ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। সহরে ভারতী নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের একটী ঠাকুরবাড়ী আছে। শিবনারায়ণ একদিন দেখিলেন যে, ঠাকুর ঘরে বসিয়া দুইজন পণ্ডিত শাস্ত্রীয় বিচার করিতেছেন। একজন কাশীর পণ্ডিত, অপর জন গাজীপুরের। বিচার প্রসঙ্গে কাশীর পণ্ডিত বিপক্ষকে বলিলেন, "তোমার বাক্য অশুদ্ধ।" বিপক্ষ বলিলেন, "পঁচিশ টাকা বাজী রাখিয়া কাশীর পণ্ডিত মণ্ডলীকা মধ্যস্থ মান আমার বাক্য শুদ্ধ কি অশুদ্ধ।" কাশীর পণ্ডিত পাঁচ টাকার অধিক বাজী রাখিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে ক্রমে গালাগালি, হাতাহাতি আরম্ভ হইল। গাজীপুরের পণ্ডিত কুস্তিতে কৃতবিদ্য। সুযোগক্রমে কাশীর পণ্ডিতের বুকের উপর বসিয়া গলা টিপিতে টিপিতে বলিতে লাগিলেন, "এখন বল,

অশুদ্ধ কি শুদ্ধ।" এদিকে তাঁহার পদাঘাতে সিংহাসন উল্টাইয়া ঠাকুর সকল ঘরের মধ্যে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। পূজারি মহাশয় লাঠি হাতে উভয়কে সম্বোধন করিলেন, "ব্যাটারা, তোরা করছিস্ বিচার। আমার ঠাকুরের কি দোষ যে, তাঁহাদের এ দশা করিলি?"

এইরূপ বলবান যুক্তি খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া কাশীর পণ্ডিত স্বীকার করিলেন যে, বিপক্ষের বাক্য শুদ্ধ। বিপক্ষ মুখের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া লিখাইয়া লইলেন।

বিচার সমাপ্তির পর শিবনারায়ণ উভয়কে বুঝাইলেন যে, বস্তুবিচার না করিয়া শব্দের আলোচনার এই ফল। জল বস্তু বুঝাইবার প্রয়োজন হইলে শুদ্ধ অশুদ্ধ যে কোন শব্দের দ্বারা জল পদার্থের প্রতি দৃষ্টি পড়িলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। আর সহস্র শুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ সত্ত্বেও জল পদার্থের প্রতি দৃষ্টি না পড়িলে সকলই বৃথা। এইরূপ বুঝিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য।

শুনিয়া পণ্ডিতদ্বয় লজ্জিতভাবে সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাশীর রাজা।

প্রাতঃকাল। শিবনারায়ণ রামনগরের রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত। তাঁহার গায়ে একখানা ছেঁড়া চাদর, অন্যান্য বিষয়ে কতকটা পাগলের মত বেশ। দ্বারবানকে তিনি বলিলেন, "রাজাকে খবর দাও, একজন মানুষ তাঁহার সহিত পরমেশ্বর সম্বন্ধে কথা-বার্ত্তা কহিতে চাহেন। তাঁহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিবে, তিনি যেন এ ভয় না করেন।"

দ্বারবান বলিল, "তোর মত কত কাঙ্গাল আসিতেছে, যাইতেছে। কত লোকের খবর লইয়া যাইব? তা'ছাড়া যাহার কাজ খবর লইয়া যাওয়া, সে ব্যক্তি এখানে নাই। সে আসিলে খবর দিতে পারে।"

তিন প্রহর বেলা পর্য্যন্ত শিবনারায়ণ দ্বারে বসিয়া রহিলেন; কেহ কোন খবর লইল না। পরে একজন খানসামা আসিলে তিনি তাহাকেও কাশীর রাজার নিকট খবর দিয়া রাজার অভিপ্রায় জানাইতে বলিলেন। রাজার আদেশ মত খানসামা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় দ্বারবানকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাকেও তাহাই বলিলেন। খানসামা চলিয়া গেল। কিছু পরে রাজার একজন পণ্ডিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন?

শিবনারায়ণ। ধর্ম্ম কাহাকে বলে? পৃথিবীতে কয়টা ধর্ম্ম আছে?

পণ্ডিত। গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী, এই চারি ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিবনারায়ণ। চারি ধর্ম্মের কথা ত আপনি মুখস্থ বলিয়া দিলেন। আমিও একথা মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মপালন করি কি না কিরূপে জানিবেন? আমার গায়ে ত ধর্ম্মের কোন চিহ্ন লেখা নাই। যদি হাড় চামড়া বা ইন্দ্রিয়াদির নাম সন্ন্যাসী বলি, তাহা ত সকলেরই রহিয়াছে। তবে সন্ন্যাসী কাহাকে বলে?

পণ্ডিত। শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের দ্বারা সন্ন্যাসী মহাত্মাদিগকে চেনা যায়।

শিবনারায়ণ। শাস্ত্রানুসারে বহির্ম্মুখে যদি কেহ ধর্ম্মের লক্ষণ দেখায় তাহার অন্তরের ভাব আপনি কিসে চিনিবেন?

পণ্ডিত। কোন না কোন প্রকারে ভাব বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, আপনি কি সংস্কৃত জানেন, কোন শাস্ত্র পড়িয়াছেন কি?

শিবনারায়ণ। সংস্কৃত বা শাস্ত্র অতি অল্পই জানি।

পণ্ডিত। আপনার চক্ষে কি শীত লাগে?

শিবনারায়ণ। (স্বগতঃ) পণ্ডিতজী আমার পরীক্ষা করিতেছেন। (প্রকাশ্যে) স্থূল ইন্দ্রিয়ে শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ বোধ হয়। কিন্তু তাহার অন্তরে সূক্ষ্ম তেজোরূপে বর্ত্তমান জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার ওরূপ ভোগ হয় না।

পণ্ডিত। আপনি কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবদেবীকে মানেন?

শিবনারায়ণ। এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ কি? আমি সকলকেই মানি অথচ নাও মানি। বিচার করিয়া দেখিতে হয়, দেবদেবী কাহাকে বলে ও

তাঁহারা কোথায় আছেন। যদি নিরাকার হন, তবে সেই নিরাকার রূপ-বিহীন পরব্রহ্মকে দেখা যাইবে না। প্রত্যক্ষ পঞ্চতত্ত্ব, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ—ইহাঁরাই সাকার ব্রহ্ম; এ ভিন্ন কেহ হন নাই, হইতে পারেন না। আমি সাকার নিরাকার পূর্ণব্রহ্মকে মানি। আপনার দেবদেবী ইহাঁ হইতে ভিন্ন হইলে যে কি, তাহা বুঝাইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিউন, মানিব।

পণ্ডিত। বিষ্ণু ভগবান বৈকুণ্ঠে আছেন, ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে, শিব, দুর্গা ও কালী কৈলাসে ও কাশীতে আছেন,—কি প্রকারে তাঁহাদের দেখাইব?

শিবনারায়ণ। যদি তাঁহারা আপন আপন বাটীতে থাকেন, তবে এ সৃষ্টি চরাচরের কাজ কিরূপে চলিতেছে? যদি আপনার ভিতরে তিনি না থাকেন, তবে আপনার পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ বুঝিয়া কে সর্ব্বদুঃখের মোচন করিবে?

পণ্ডিত। তিনি আমাদের ভিতরে গুপ্তভাবে আছেন। কিন্তু কাশীতে প্রত্যক্ষ বিরাজমান।

শিবনারায়ণ। কাশী বস্তুটা কি? তাহাতে শিব কিরূপে আছেন, মানুষরূপে কি মাটী, কাঠ ও পাথররূপে? যদি মানুষরূপে থাকেন, আমাকে দেখাইয়া দিউন। যদি মাটী, কাঠ ও পাথররূপে থাকেন, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছেন; কেন না ঐ সকল দ্রব্য না আছে এমন স্থানই নাই। আবার ঐ সকল দ্রব্য অগ্নিসংযোগে ভস্ম হইতেছে, তাহাতে শিবেরও কি নাশ হইতেছে? যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি তত্ত্বরূপে কিম্বা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ স্বরূপ জ্যোতিঃরূপে দেবদেবী থাকেন, তবে তাঁহাদের দর্শন করিবার জন্য এদিক ওদিক ঘুরিয়া কষ্ট পাইবার আবশ্যক কি? হে পণ্ডিত, বিচার করিয়া—আপনার ইষ্ট পরমাত্মা অন্তর্য্যামী—যিনি ত্রিগুণাত্মা, সাকার ও ব্রহ্মজ্যোতিঃস্বরূপ—যাঁহার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত হইয়াছে,—তাঁহাকে চিনুন। তিনি সকল ভ্রম ও কষ্ট মোচন করিয়া আপনাদিগকে পরমানন্দে রাখিবেন। আর ভ্রমে পড়িবেন না ও অপরকে ভ্রমে ফেলিবেন না।

পণ্ডিত চলিয়া গেলেন। তিনি যে রাজাকে কি বলিলেন, প্রকাশ নাই। তবে লোকে শিবনারায়ণের কথা গ্রহণ করিলে, পণ্ডিতদিগের

অন্ন যাইবার সম্ভাবনা, এরূপ আশঙ্কা তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, লক্ষণের দ্বারা এইরূপ বোধ হয়। একজন দ্বারবান অবিলম্বে আসিয়া শিবনারায়ণকে উঠিয়া যাইতে বলিল। তিনি সে রাত্রি তথায় বিশ্রাম করিবার অনুমতি চাহিলেন। দ্বারবান বলিল, না উঠিলে পুলিসে দিবে। শিবনারায়ণের দুই দিন আহার হয় নাই। রাজা, রাজকর্ম্মচারী বা পণ্ডিত কেহই দেখিলেন না যে, শিবনারায়ণ পিপাসায় জল পর্য্যন্ত পাইলেন কিনা। রাজা, প্রজা ও পণ্ডিতের যেরূপ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার উঠিয়া যাওয়াই ভাল। পণ্ডিতের বুদ্ধি ভাল হইলে রাজার বুদ্ধি ভাল হয় এবং রাজার হইলে প্রজার হয়।

এদিকে যাইবার সময় শিবনারায়ণ শুনিলেন, দ্বারবানেরা বলাবলি করিতেছে,—মহারাজ একদিন আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, কাশীরাজ্যে এমন কেহ মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ জন্মাইলেন না, যিনি রাজা প্রজার দুঃখ মোচন করেন।

রামনগরের সন্ন্যাসী মোহান্ত।

রামনগরের যেখানে রামলীলা হয়, সেই পুষ্করিণীর ঘাটে শিবনারায়ণ আসিয়া বসিলেন। নিকটে সশিষ্য একজন মোহান্ত। রাজা সম্মানপূর্ব্বক প্রতিদিন ইহাঁদের সেবা করিতেন। শিবনারায়ণ ইহাঁর কাছে উপস্থিত হইলেন। নিকটে দাঁড়াইবা মাত্র একজন চেলা বলিলেন, "তুই কে, এখানে কেন আসিয়াছিস্?

শিবনারায়ণ। আমি মানুষ। আপনাদিগকে মানুষ দেখিয়া আসিয়াছি।

চেলা। মানুষ তা'ত দেখাই যাচ্চে। সাধু না গৃহস্থ?

শিবনারায়ণ। গৃহস্থ ও সাধু কথা শুনিতে পাই, কাহাকে বলে জানি না।

মোহান্ত। এখানে ধরে নিয়ে আয়, সাধু গৃহস্থ দেখাইতেছি।

চেলা শিবনারায়ণকে ধরিয়া গুরুর নিকট আনিল। তিনি মোহান্তের নিকট বসিলেন। মোহান্ত বলিলেন, "তুই গৃহস্থ আর সাধু মহাত্মা কি তা' জানিস্ না? এত মহাত্মা সাধু পুরুষ বসিয়া আছেন, দেখিতেছিস্ না? আমরা শৃঙ্গারী মঠের সন্ন্যাসী, দণ্ডী—দশনামী। আমাদের মধ্যে গিরি, পুরী, ভারতী আছে; আরও মড়াই, মঠ, চুলা, চাকী আছে। তাহা ছাড়া, শ্রীবৈষ্ণব,

রামায়ৎ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী প্রভৃতি অনেক আছে। তুই কিছুই জানিস্ না?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "গৃহস্থ ধর্ম্মেই ত জাতি, কুল, গোত্র প্রভৃতি লেজ ছিল। আপনি সন্ন্যাসী মহাত্মা হইয়াও সন্ন্যাসী, মঠ, মড়াই ইত্যাদি অভিধেয় এত বড় লেজ রাখিয়াছেন? আপনাদের গুরু, গুরু-ভাই লইয়া বিপুল পরিবার! ইহা অপেক্ষা ত গৃহস্থ ধর্ম্ম ভাল।" মোহান্ত বলিলেন, "বেটা, গৃহস্থ কেমন করিয়া ভাল? গার্হস্থ্য অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য্য ভাল। পর পর বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস ও পরমহংস পদ শ্রেষ্ঠ। আমি এখন সেই পরমহংস পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। গৃহস্থ অপেক্ষা আমি কত গুণে শ্রেষ্ঠ!"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "মহাত্মা, রাগ করিবেন না। গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখুন যে, আপনি যখন গৃহস্থ ধর্ম্মে ছিলেন, তখন আপনার এই স্থুল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি যাহা ছিল, এখন তাহাই আছে। তখনও এই পৃথিবীর উপর চলিতেন, এখনও পৃথিবীর উপর চলিতেছেন। আপনি যেখানে যাইতেছেন, সেখানেই ত পঞ্চতত্ত্ব আপনার শরীরে লগ্ন রহিয়াছে। তবে গৃহস্থ ধর্ম্মের কোন্ বস্তু আপনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন এবং উত্তর উত্তর কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করিয়া পরমহংস হইয়াছেন? পরমহংস কি বস্তু? সে বস্তুটা কি কেবল মনের ভ্রম মাত্র? কেবল নানা নাম মাত্র কি আপনি ত্যাগ ও গ্রহণ করিয়াছেন? গৃহস্থ-ধর্ম্মে প্রবৃত্তি-মার্গে ছিলেন, এখন নিবৃত্তি মার্গ গ্রহণ করিয়াছেন—যদি নিবৃত্ত হইতে পারেন। স্বরূপে, গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিবৃত্তি প্রবৃত্তি উভয়ে সমভাবে থাকেন, তিনিই বীরপুরুষ। কাপুরুষ ব্যক্তি প্রবৃত্তি দেখিয়া পলায়ন করে, প্রবৃত্তি সহ্য করিতে পারে না। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে কেবল অবস্থা, গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হয়। পুরুষ সকল অবস্থাতে একই থাকেন, তাঁহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদ্যপি আমি আপনাকে ইহার মধ্যে কোন অন্যায় বা অযথা বাক্য বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বুঝাইয়া দিউন।"

মোহান্ত বলিলেন, "তুই অনেক ভুল কথা বলিয়াছিস্। বুঝাইয়া দিব। বড় বড় মহাপণ্ডিত ও বড় বড় রাজা আমার চেলা"। শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে মহাত্মা পুরুষ, গুরু এবং চেলা কাহাকে বলে"? মোহান্ত বলিলেন,

"বেটা তুই আমাকে চিনিতে পারিতেছিস্ না? আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতেছিস্? তোকে আমি ভস্ম করিয়া ফেলিব।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনাকে ত জানিতে পারিতেছি; আপনি কি না করিতে পারেন? কিন্তু আমি আমার গাত্রের একটা লোম আপনাকে উৎপাটন করিয়া দিতেছি অগ্রে তাহাকে ভস্ম করুন, পরে আমায় ভস্ম করিবেন। আপনি এতদিন পর্য্যন্ত কয়জনকে ভস্ম করিয়াছেন? হে মহাত্মা, ভস্ম হইবার বা করিবার পুরুষ কি কেহ আছেন? শাস্ত্রপাঠের অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মার শরণাগন্ন হউন, তাহাতে অহঙ্কার নিবৃত্তি হইবে, সদা আনন্দরূপ থাকিবেন। সৎপথে যাইলে সকল ভ্রম ও কষ্টের নিবারণ হয়।"

মোহান্ত বলিলেন, "মহাশয়, আপনি যে এত জ্ঞানের কথা কহিলেন, আপনি কে? আপনি সাধু, না পরমহংস? আপনার ত' কোন চিহ্নই দেখিতেছি না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি কে এবং তুমি যে কে তাহা আমি কি বলিব? আমি যাহা আছি তাহাই। তবে এই মাত্র জানি যে, আমিও মনুষ্য, তুমিও মনুষ্য।" মোহান্ত বলিলেন, আপনাকে চিনিতে না পারিয়া অনেক কটু-কাটব্য বলিয়াছি। নিজগুণে সকল অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে, "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিতেছি।"

এইরূপ সব ঘটনায় শিবনারায়ণ ভাবিলেন, রাজা, প্রজা, সাধু ও পণ্ডিতের মতিগতি একইরূপ হইয়াছে; পরমার্থ প্রাপ্তির প্রবৃত্তি কাহারও নাই। পণ্ডিতের নিকট যাইলেই প্রশ্ন এই যে,—"তুমি শাস্ত্রার্থ করিতে পার কিনা।" 'পারি' বলিলেই তর্ক করিয়া হারাইবার চেষ্টা। 'পারি না' বলিলে মূর্খ বলিয়া দূরীকরণ। সাধুরা নিজের সম্প্রদায়বর্ত্তী বা যাদু ও কি মায়া-বিদ্যা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে তাড়াইয়া দেন। রাজারা বলেন, যদি সিদ্ধ হইয়া থাক, আশীর্ব্বাদ কর,—যেন ধনপুত্র-রাজ্যলাভ হয়। যদি বলি,—"আগে কি অসিদ্ধ ছিলাম যে, এখন সিদ্ধ হইব? আমার সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে প্রয়োজন নাই;—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দূর করিয়া দেন। প্রজাদের নিকট দাঁড়াইলে তাহারা ঔষধ, ধন বা পুত্র প্রার্থনা করে। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাকে কেহই চাহে না। জগতের এখন এই রীতি হইয়াছে।"

বারান্তরে শিবনারায়ণ কাশীতে শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ আগরওয়ালার গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তখন মহাবারুণী যোগ। যোগের দিন বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ভদ্রলোক তাঁহার নিকট সদুপদেশ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হন। যাইবার সময় তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ আজ যোগের সময় আমরা গঙ্গাস্নান করিতে যাইব। আপনি সঙ্গে গেলে আমাদের বিশেষ পরিতোষের বিষয়।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "ইহা অতি উত্তম কথা। কিন্তু বিচারপূর্ব্বক দেখা উচিত, গঙ্গা কি বস্তু ও তাহাতে স্নানের কি ফল।" একজন পণ্ডিত বলিলেন, "মহাবারুণীতে গঙ্গাস্নান করিলে গঙ্গামাতা সর্ব্বপ্রকার পাপ ধুইয়া লইবেন।"

শিবনারায়ণ সহাস্যে বলিলেন, "গঙ্গাকে তোমরা মাতা বল। সুসন্তানের পক্ষে মাতাকে পাপরূপ মল দেওয়া কি উচিত? উত্তম দ্রব্য যে পুণ্য, তাহাই ত মাতাকে দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তিনি সর্ব্বপাপ ও দুঃখ মোচন করিবেন। আরও দেখ, গঙ্গা কি বস্তু? যদি নিরাকার হন, তবে মনোবাণীর অতীত ইন্দ্রিয়ের অগোচর; যদি সাকার হন, তবে প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটরূপে বিরাজমান। ইহা ছাড়া কিছু নাই ও হইবে না। যদি বিরাট ভগবানের অঙ্গবিশেষ জলকে গঙ্গা বল, তাহা হইলে জল ত সর্ব্বত্রই আছে। জলকে ত নারায়ণ বলেই।" পণ্ডিতগণ বলিল, "মহারাজ আপনাকে গঙ্গাস্নান করিতে হইবে না। বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া চলিয়া আসিবেন।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "বিশ্বনাথ দর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন লোকের অন্য কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু শাস্ত্র-প্রমাণেই দেখ, যিনি বিশ্বনাথ, তিনি চরাচরকে লইয়া বিরাটরূপে পূর্ণভাবে সকলেরই ভিতরে বাহিরে বিরাজমান; তিনি জ্যোতিঃসূত্রে চরাচরকে গাঁথিয়া প্রেরণার দ্বারা জগতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার অধিষ্ঠানের কি একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে যেখানে যাইয়া তাঁহার দর্শন করিতে হইবে? সর্ব্বশাস্ত্রানুসারে যখন তিনি পূর্ণ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান, তখন আপনার ভিতরে তাঁহার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিয়া দর্শনের জন্য স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন কি? যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। যদি শাস্ত্রে শ্রদ্ধা না

থাকে, তাহা হইলে বিশ্বনাথই নাই,—কাহার দর্শন করিবে? আর যদি কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি তোমাদের কল্পিত বিশ্বনাথ হন, তবে তাঁহাকে দর্শন করায় আমার প্রয়োজন নাই।"

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত থাকিয়া একজন বলিল, "মহারাজ আপনার কথা যথার্থ; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ আমাদের ধারণা হয় না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "পূর্ণব্রহ্ম মাতা পিতা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা রাখ। তিনিই সহজে অন্তর হইতে সমস্ত বুঝাইয়া দিবেন।"

শুনিয়া উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

——:*:-

চৌগাঁই।

শিবনারায়ণ ডুঁমরাওনের নিকটস্থ চৌগাঁই গ্রামের বাবুর নিকট গেলেন। সেই দিবস বাবুর কন্যার বিবাহ। বর পশ্চিম হইতে ধুম্‌ধামে হাতী ঘোড়া লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছে। এক বাগানে বর-যাত্রীদিগের বাসা। বাগানের দ্বারের বাহিরে বাবুরা দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা বিবাহের জন্য ব্যস্ত আছেন এ নিমিত্ত সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কথা হইল না। আমি বাগানের অমুক স্থানে থাকিব, আপনারা অবকাশমত সাক্ষাৎ করিবেন। আমি শীঘ্রই চলিয়া যাইব।"

চৌগাঁইয়ের বাবু বলিলেন, "বেটা যাব কি না যাব, জানি না। তুই যা। তোর মত পাগল এখানে অনেক আছে।"

শিবনারায়ণ বাগানে বর-যাত্রীদিগকে দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বরের পিতার নিকট দুই চারিজন মহাত্মা বসিয়াছিলেন। একজন শিবনারায়ণকে বেড়াইতে দেখিয়া বর-কর্ত্তা-বাবুকে বলিলেন—"ও বেটা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, ও চোর। সোণা রূপার গহনা কিম্বা আর কিছু দামী জিনিষ লইয়া পলাইবে। উহাকে বাহির করিয়া দেওয়া উচিত।"

মহাত্মার কথামত বাবু শিবনারায়ণকে ধরিয়া আনিতে হুকুম দিলেন। দুইজন দ্বারবান দুই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বাবুর নিকট লইয়া গেল। বাবু বলিলেন, "তুই কে"? শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য"। বাবু বলিলেন, "বেটা, তুই সত্য কথা বল্ নতুবা তোর হাড় চূর্ণ করিব।" এবং সত্য কথা না বলিলে, তরবারির দ্বারা শিবনারায়ণের হাত পা কাটিয়া দিতে দ্বারবানকে হুকুম দিলেন। একজন মহাত্মা বলিলেন, "বাবু, চোরকে আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? বেটাকে দুই চারি থাবড়া মারিয়া বাহির করিয়া দিন।" শুনিয়া বাবুও সেইরূপ হুকুম দিলেন। দ্বারবানগণ শিব-নারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে আধ ক্রোশ দূরে তাড়াইয়া দিল।

এমনিই ঈশ্বরের ঘটনা যে, তৎকালে একটা ভয়ানক ঝড় উঠিয়া সেই বাগানের ঝাড়লণ্ঠন ও খাদ্য-সামগ্রী প্রভৃতি যাহা প্রস্তুত হইতেছিল, সে সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল এবং গাছের ডালপালা ভাঙ্গিয়া পড়িল। বর-কর্ত্তা এবং কন্যা-কর্ত্তা অত্যন্ত ব্যস্ত-সমস্ত হইলেন।

শিবনারায়ণ সেখান হইতে এক ক্রোশ দূরে এক আমগাছের নীচে বসিলেন। ঝড়ে অনেক ভাঙ্গা ডালপালা ও আম পড়িয়াছিল। গ্রামের লোক আম কুড়াইতে সেখানে আসিল। অবোধ গ্রাম্য লোক পাছে তাঁহাকে দেখিয়া চোর বা ভূত বলিয়া ভয় পায়, এজন্য তাহাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি মনুষ্য, ভয় করিও না।" তাহারা দ্বিগুণ ভয়ে কেহ ভূত, কেহ চোর বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। শুনিয়া গ্রামের লোক—"মার বেটাকে, মার বেটাকে!"—বলিতে বলিতে লাঠি লইয়া আসিল। তাহাদিগকে পশুতুল্য অবোধ দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা ভয় করিও না, আমি সাধু।" শুনিয়া তাহারা শিবনারায়ণের নিকট আসিল এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া সন্তুষ্টচিত্তে প্রণাম করিয়া আম কুড়াইতে গেল।

কিন্তু ৮।৯ বৎসর বয়স্ক একজন গৃহী গোস্বামীর পুত্র শিবনারায়ণের নিকট হাতযোড় করিয়া তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন এবং তাঁহার আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। আহার হয় নাই শুনিয়া আপন বাটীতে তাঁহাকে আহার করাইবার জন্য আগ্রহে অনুরোধ করিল। শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি রাত্রিতে কোন গ্রামে যাই না, বাবা, তুমি যাও।

দিবস হইলে আমি কোন স্থানে গিয়া আহার করিব। তুমি কোন চিন্তা করিও না।”

বালক নিঃশব্দে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বালক এবং তাহার মাতা ও ভগিনী দুগ্ধ ও কলা লইয়া শিবনারায়ণের নিকট আসিলেন। তাহাদের বাটী প্রায় এক ক্রোশ দূরে। একে গ্রাম্য পথ, তাহাতে জল, ঝড়, অন্ধকার। আসিতে অনেক কষ্ট হইয়াছিল। তাহা মনেও না করিয়া সেই স্ত্রীলোক অতি যত্নসহকারে তাঁহাকে সেই দুগ্ধ ও ফল আহার করাইলেন। পরে ধূলায় শুইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে বলিয়া যোড়হাতে আপনার বাটী লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, “তুমি বাড়ী যাও, আমি গ্রামের মধ্যে যাইব না। আমার পক্ষে এই স্থানই ভাল। মা, তুমি কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে নিষ্ঠা রাখ, তিনি তোমার সকল কষ্ট দুঃখ নিবারণ করিবেন।” প্রণাম করিয়া মাতা কন্যা পুত্রসহ বিদায় লইলেন।

ডুমরাওন।

শিবনারায়ণ পরদিন সকালে ডুমরাওনের রাজার দ্বারে উপনীত হন। কিছু পরে রাজপুত্র পাল্‌কি চড়িয়া বাগানে হাওয়া খাইতে বাহির হইলেন; পরে রাজাও বাহির হইলেন। তখন শিবনারায়ণ রাজাকে বলিলেন, “হে মহারাজ, গম্ভীরভাবে আমার একটি কথা শ্রবণ করুন।” রাজা সিপাহীদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “অবোধ কাঙ্গালদিগকে সম্মুখ হইতে সরাইয়া দিতে পার নাই?”

হুকুমমত শিবনারায়ণকে গলাধাক্কা দিতে দিতে সিপাহীর মাথার পাগড়ী খুলিয়া পড়িয়া গেল। তাহাতে সিপাহী আরও ক্রুদ্ধ হইয়া শিবনারায়ণকে লাথি কিল মারিতে লাগিল। রাজা সিপাহীর তৎপরতায় সন্তুষ্ট হইলেন।

শিবনারায়ণ ভাবিলেন, “এ রাজা বেচারাদিগের কি দোষ? ইহাঁদের ইষ্টগুরু জড় পাথর কাঠ—ইহাঁদের বুদ্ধি ও তেজ সেইরূপ হওয়া ত চাই। যদ্যপি ইহাঁদিগের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা থাকিত, তাহা হইলে জড়বুদ্ধি হইত না, তেজ ও জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আমাকে অথবা

আপনাকে চিনিতে পারিত। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু হইতে এইরূপ বিমুখ হইয়া ক্ষত্রিয় নিক্ষত্রিয় হইয়াছে।

নেপাল—হরিদ্বার—কাশ্মীর।

সেখান হইতে শিবনারায়ণ শেমরাবলায় 'পাশ' লইয়া অন্তর্য্যামীর কৃপায় ক্রমে নেপালের রাজধানীতে পৌঁছিয়া রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং একজন রাজপুত্রকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আমার একটি প্রার্থনা আছে, আপনি গম্ভীরভাবে শুনুন।" তিনি কর্ম্ম-চারীকে হুকুম দিলেন, "উপস্থিত দরিদ্রকে তুই চারিটি পয়সা দিয়া তাড়াইয়া দাও"। শিবনারায়ণের কথা শুনিলেন না, চলিয়া গেলেন। সকল রাজারই এরূপ ভ্রান্তি দেখিয়া শিবনারায়ণ পশ্চিম মুখে একদণ্ডা ও শিসাগড়ি হইয়া পাহাড়ে পাহাড়ে হরিদ্বারে গিয়া পৌঁছিলেন। এবং ক্রমশঃ জ্বালামুখী হইয়া কাশ্মীর দেশের জম্বুনগর প্রাপ্ত হইলেন। রাজা সেখানে নাই, কাশ্মীরে গিয়াছেন, শুনিয়া তিনি আবার পাহাড়ে পাহাড়ে মটনগ্রাম হইয়া শ্রীনগর গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীনগর।

শ্রীনগর রাজবাটীর যে স্থানে কাঙ্গালী এবং সাধুদিগকে অমরনাথ তীর্থে যাইবার জন্য খরচা দেওয়া হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া শিবনারায়ণ দেখিলেন, ছোট দেওয়ান উপস্থিত প্রার্থীদিগকে খরচা দিয়া বিদায় করিতেছেন। দেওয়ানের অবকাশ হইলে শিবনারায়ণ তাঁহাকে বলিলেন, "দেওয়ানজী মহাশয়, আপনি রাজার সহিত কি একবার অল্প সময়ের জন্য আমার দেখা করাইয়া দিতে পারিবেন?"

দেওয়ান জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে—সাধু সন্ন্যাসী—না—পণ্ডিত,—যে রাজা তোমার সহিত দেখা করিবেন? যদ্যপি তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইতে, তাহা হইলে তোমার গেরুয়া কাপড ও রুদ্রাক্ষের মালা থাকিত। তোমার

ত কোন লক্ষণই নাই। যত্তপি তুমি পণ্ডিত হও, কোনও শাস্ত্র পড়িয়া থাক তবে সেই শাস্ত্রের দুই একটা শ্লোক বল। সংস্কৃত না পড়িলে কি রাজার সহিত দেখা হইতে পারে? তোমার মত অনেক দরিদ্র কাঙ্গালী সাধু আসিতেছে, যাইতেছে। যত্তপি অমরনাথ তীর্থদর্শন করিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অপরের মত তোমাকেও দুই টাকা ও চাউল ডাউল দিয়া বিদায় করিব।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি সাধু কি অসাধু, বিদ্বান্ কি অবিদ্বান্ এখন পরিচয় দিবার প্রয়োজন কি? রাজার সহিত দেখা করিবার প্রয়োজন,—কেবল তাঁহাকে সৃষ্টি চরাচরের কষ্ট জানান এবং পরমেশ্বর সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া। রাজা ও পণ্ডিতগণ আমার সহিত দেখা করিলে বা না করিলে আমার কোন লাভ বা হানি নাই।" দেওয়ান বলিলেন, "তুমি এখন যাও। দুই চারি দিবস পরে আসিও, দেখা করাইয়া দিব।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি দুই চারি দিবসের পূর্ব্বেই চলিয়া যাইব।" দেওয়ান বলিলেন, "চলিয়া যা'বে যাও—তোমার খুসি।"

অমরনাথ যাত্রা।

শিবনারায়ণ গ্রামের বাহিরে গিয়া বসিলেন। তাঁহার সম্মুখ দিয়া সাধু ও গৃহস্থগণ অমরনাথ দর্শন করিতে যাইতেছে। ইহাও পরব্রহ্ম মাতা পিতার লীলা বুঝিয়া, শিবনারায়ণও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন। মটনগ্রামে আসিয়া যাত্রীরা বাসা লইল এবং সেখানে আবশ্যক মত খাদ্য-সামাগ্রী সংগ্রহ করিয়া অমরনাথের রাস্তা ধরিয়া চলিল। পথে যেখানে রাত্রি হইত, সেইখানে বিশ্রামের জন্য জঙ্গলের মধ্যে আড্ডা করিত। সঙ্গের পাণ্ডারা অগ্রে যাইয়া স্থানে স্থানে জলের ঝরণার নিকট একটা কুণ্ড খুঁড়িয়া ফুল দিয়া সাজাইয়া রাখিত এবং যাত্রীদিগকে বলিত যে, সেই কুণ্ডে আড়াই আনা হইতে পাচ-সিকা পর্য্যন্ত পূজা দিলে ফলের সীমা থাকিবে না,—শীঘ্রই ইচ্ছামত কৈলাস বা বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে। এইরূপে যাত্রীদিগকে পশু বানাইয়া, পাণ্ডারা পয়সা উপায় করিত।

এক স্থানে পাহাড়ে যাইয়া পাণ্ডারা একটা পাথর তুলিয়া অন্য একটা

পাথরের উপর চাপাইয়া বলিল যে, সেইরূপ পাথর চাপাইয়া পয়সা টাকা দিলে যে ফল, অন্য কোন স্থানে দান করিলে সে ফল হয় না। ফল কামনায় দুই হাজার, আড়াই হাজার গৃহস্থ এবং সাধু যাত্রী তদনুসারে দান করিয়া আপনাদের পশুত্ব সপ্রমাণ ও পাণ্ডাদিগের আয় বৃদ্ধি করিল।

কৌতুহলবশতঃ দুই চারিজন অশ্বারোহী ইংরেজ ও কতকগুলি মুসলমানও যাত্রীদিগের সঙ্গে যাইতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া তাহারা হাসিত ও পরস্পর বলাবলি করিত যে, হিন্দুর ন্যায় অবোধ আর কোন দেশে নাই।

ক্রমে যাত্রীরা একটা পাহাড়ের উপরে আসিল; সেইখানে চারিদিকে পাহাড়, মধ্যে জল। সেই জলে অনেক সাপ; দুই একটা নজরেও পড়ে। পাণ্ডারা যাত্রীদিগকে বলিল যে, "এখানে শিব আছেন, শীঘ্র টাকা পয়সা দিয়া দর্শন কর; এরূপ ফল আর কোথাও নাই। শিব সাপের রূপ ধরিয়া মাথা ডুবাইয়া লইবেন।" যাত্রীরা সাপ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "হে সাপরূপী শিব ভগবান, আমাদিগকে রক্ষা করুন!" এবং পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা দান করিতে লাগিল।

অমরনাথ হইতে তিন ক্রোশ দূরে পাহাড়ের নিকট ভৈরোঁগড্ডির নীচে যাত্রীরা আড্ডা করিল। সেখানে সকল দ্রব্যাদি রাখিয়া অমরনাথ দর্শনে যাইতে হয়। রাত্রে ভৈরোঁগড্ডির পাহাড়ে উঠিয়া সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অমর লিঙ্গ দর্শনের সময়, নতুবা দিবসের তেজে বরফের অমরলিঙ্গ গলিয়া জল হইয়া যায়। রাত্রে ভৈরোঁগড্ডির পাহাড়ে উঠিতে উঠিতে পাঁচ সাতজন বরফের ভিতরে ডুবিয়া গেল এবং দুই চারিজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। প্রভাতে পাহাড়ে উঠা শেষ হইল। ঐ পাহাড়ের উপর আন্দাজ ৪।৫ হাত একটা পাথরের টুকরা দাঁড় করান আছে। পাণ্ডারা সেই পাথরকে ভৈরোঁজি বলিয়া দর্শন করায়, এবং দান করিয়া যাত্রীরা ধর্ম্ম ও সেই সঙ্গে পাণ্ডারা অর্থলাভ করে। পথে পাণ্ডারা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "দেখ, দেখ! অমরনাথ গুহা হইতে দুইটা পায়রা উড়িয়া যাইতেছে। পুণ্যবান উহা দেখিতে পাইবে, পাপী পাইবে না।" শুনিয়া গৃহস্থ এবং সাধু সকলেই—"আমি দর্শন

পাইয়াছি'—বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; এবং পায়রার কি বর্ণ, সে বিষয়ে নানা তর্ক উঠিল। সকলেরই মনের ইচ্ছা—কেহ তাহাকে পাপী না বলে। এই সুযোগে পাণ্ডারা পুনরায় অর্থলাভ করিল এবং সকলে পাহাড় তে নীচে নামিতে লাগিল।

গর্ভযোনি।

অমরনাথের কিছু দূরে এক পাহাড়ের প্রাচীর শেষ হইয়াছে। তাহার মধ্য দিয়া একজন মনুষ্য আসিতে যাইতে পারে এরূপ পথ আছে। পাণ্ডারা তাহার নাম রাখিয়াছে—গর্ভযোনি। দান পুণ্য করিয়া গর্ভযোনি পার হইলে আর জন্ম মৃত্যু হয় না—এই বিশ্বাসে যথাবিধি যাত্রীরা গর্ভযোনি পার হইল। গর্ভযোনির দুই পারে দুই মুসলমান আছে। তাহাদিগকে এক একটি পয়সা দিয়া গর্ভযোনি পার হইতে হয়; নতুবা তাহারা তাড়াইয়া দেয়। শিবনারায়ণের কাছে একটিও পয়সা ছিল না; তিনি অন্য রাস্তা দিয়া গেলেন। এইরূপে তিনি কেবল পরমাত্মার লীলা এবং সৃষ্টির কষ্ট দেখিয়া বেড়াইলেন।

অমরলিঙ্গ দর্শন।

যাত্রীরা ক্রমে অমরনাথ গুহার নিকট উপস্থিত হইল। গুহার নিকটে পাহাড়ের উপর হইতে বরফ গলিয়া জল পড়িতেছে। তাহাকে পাণ্ডারা বলে—অমরগঙ্গা। গুহার চারিদিকে কতকগুলি মুসলমান গর্ত্ত করিয়া বাস করে। স্ত্রী ও পুরুষ যাত্রীগণ পাণ্ডাদের কথামতে উলঙ্গ হইয়া অমরগঙ্গায় স্নান করিয়া সেই মুসলানদিগের নিকট বিভূতি কিনিয়া মাখিল, এবং পুনরায় দান পুণ্য করিয়া গুহাতে অমরলিঙ্গ দর্শন করিতে চলিল। ঐ দানের টাকার চারি অংশ করিয়া দুই অংশ মুসলমানেরা পায়; এক অংশ হইতে অমরনাথের পথ পরিষ্কার হয়; আর এক অংশ পাণ্ডারা পায়। দুই একজন স্ত্রীলোক উলঙ্গ হইতে না পারিয়া, লজ্জা নিবারণার্থ এক একটা ভূর্জপত্র কোমরে বাঁধিল। সাধু ও গৃহস্থ যাত্রীদের চক্ষে তাঁহারা পাপী। ইংরেজ ও মুসলমান দর্শকগণ দেখিয়া হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

পাহাড়ের উপর বার মাস বরফ জমিয়া থাকে। অমরনাথ গুহার উপর কয়েক স্থানে পাহাড় ফাটা; বরফগলা জল সেই ফাটা দিয়া গুহার মধ্যে পড়িয়া জমিয়া যায়। পাণ্ডারা দুইটী বরফস্তূপ প্রয়োজনমত পালিস করিয়া অমরলিঙ্গ এবং পার্ব্বতী বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখায়। তাহারা তাহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, এবং দেবতার চরণধূলি লইতেছে, এইরূপ ভাব দেখায়। পরে পাণ্ডাদিগকে ধন্যবাদ ও দর্শনী টাকা পয়সা দিয়া বাহিরে আসে।

শিবনারায়ণ অমরগঙ্গায় স্নান করেন নাই, বিভূতি মাখেন নাই, অমরনাথকে প্রণামও করেন নাই; দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সকলে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল।

যাত্রীরা বস্ত্রাদি লইবার জন্য ভৈরোঁগড্ডিতে সেই রাত্রি যাপন করিল। শিবনারায়ণ একজন সাধুকে বলিলেন, "তীর্থস্থানে কেহ মিথ্যা বলিলে কোন জন্মে উদ্ধার হয় না, চিরকাল নরকে থাকিতে হয়। কিন্তু সত্য বলিলে দশ যুগের পাপ বিমুক্ত হইয়া সদানন্দ, মুক্তস্বরূপ থাকেন।" "আমি অমরনাথের পায়রা দেখিতে পাই নাই।" শুনিয়া একে একে সকলেই বলিয়া উঠিল, "আমরাও দেখিতে পাই নাই।"

ক্রমে মটন গ্রামে আসিয়া যাত্রীরা এক রাত্রি বিশ্রাম করিল। চটীর নিকট এক ব্যক্তি এক কলসী দুগ্ধ বিক্রয় করিতে আসিলে একজন শ্রীবৈষ্ণব সাধু পাঁচসিকা দাম ঠিক করিয়া বলিল, "আমার বাসাতে দুগ্ধ লইয়া চল।" সেই সময় একজন সন্ন্যাসী মহাত্মা গোয়ালাকে বলিলেন, "দুগ্ধের কত দাম হইবে?" গোয়ালা বলিল, "আড়াই টাকা"। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার বাসাতে লইয়া চল, আড়াই টাকাই দিব।" শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন, "আমি পাঁচসিকা দাম স্থির করিয়াছি, তোমাকে দিতে দিব না।" সন্ন্যাসী বলিলেন, "চুপ কর্, নতুবা ভাঙ্গের মতন ঘুঁটিয়া তোকে খাইয়া ফেলিব।" শ্রীবৈষ্ণব বলিলেন, "কখনও কাহাকে ঘুঁটিয়া খাইয়াছিস্?"

এই কথা বলিয়া দুইজনে কলসী ধরিয়া টানাটানি করাতে কলসী ভাঙ্গিয়া দুগ্ধ নষ্ট হইয়া গেল। সন্ন্যাসী হাতের লাঠি দ্বারা শ্রীবৈষ্ণবকে ২।৩ ঘা মারিলেন। ক্রমে উভয় দলে বহুসংখ্যক লোক জুটিয়া মারামারি হইতে লাগিল। কাহারও হাত, কাহারও পা ভাঙ্গিয়া গেল। শেষে মুসলমানেরা মটন্ গ্রাম

হইতে আসিয়া উভয় দলকে গলাধাক্কা দিয়া দুই দিকে সরাইয়া দিল, এবং গালি দিয়া বলিল, "তোরা মাথা মুড়াইয়া সাধু হইয়া পরস্পরে এইরূপ ঝগড়া মারামারি করিস্,—শান্ত গম্ভীরভাবে থাকিতে পারিস্ না? তোদের অপেক্ষা গৃহস্থেরা ভাল। তাহারা নিজ পরিশ্রম দ্বারা সংসার প্রতিপালন করে, অভ্যাগতকে যথাশক্তি দান করে ও ঈশ্বরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে।" শিবনারায়ণ যাত্রীদিগকে বলিলেন, "অমরনাথ দর্শনের ফল অতি শীঘ্র ফলিয়াছে। আহত সাধুরা পড়িয়া পড়িয়া কৈলাস বৈকুণ্ঠ ভোগ করিতেছেন। যথার্থ অমরনাথকে তোমরা সাধু গৃহস্থ কেহই চেন না। জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের নাম অমরনাথ। তিনি হ্রাসবৃদ্ধিহীন, সর্ব্বজ্ঞ, পরিপূর্ণ। তাঁহাকে দর্শন করিলে জীব অমর হয়, সদা আনন্দরূপ থাকে। তাঁহা হইতে দুইটি পায়রা অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ—চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ—আকাশে বিরাজমান আছেন। ইহাঁকে পুণ্যাত্মা ব্যক্তি চিনিতে পারে; পরমাত্মা হইতে বিমুখ পাপী ব্যক্তি চিনিতে পারে না। আশা, তৃষ্ণা, লোভ ও মোহরূপ গর্ভযোনি উত্তীর্ণ হইয়া সাধক জ্ঞানগঙ্গায় স্নানে উলঙ্গ অর্থাৎ আত্মা ও পরমাত্মাতে অভিন্ন হইয়া যান। আপনি বা পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু ভাসে না। এই সার ভাব না বুঝিয়া দেশে দেশে তোমরা ঘুরিতেছ। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হও; তিনি সকল দুঃখ মোচন করিবেন।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বারমুলার মুদির দোকান।

শ্রীনগর হইয়া বারমুলার ছাউনি দিয়া শিবনারায়ণ পঞ্জাব যাত্রা করিলেন। ছাউনির প্রায় এক ক্রোশ দূরে এক মুদির দোকানে দুইজন ব্রাহ্মণ এক খাটে শুইয়া বিশ্রাম করিতেছিল। দুইজন মুসলমান আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিল ও তাহাদিগকে খাট হইতে উঠিতে বলিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিবামাত্র দুই দিক হইতে ঘোড়ার চাবুকের আঘাত। তাহার যন্ত্রণার

চীৎকার করিয়া ক্ষমা চাহিল। মুসলমানদ্বয়ের দয়া হইল না। আরও মারিতে লাগিল এবং বলিল, "তোরা নীচ কাফের হিন্দু অর্থাৎ হীন; আমাদিগকে দেখিয়া না দাঁড়াইয়া শুইয়া আছিস্?" মার খাইয়া ব্রাহ্মণযুগল অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তখন মুদি যোড়হাত করিয়া ক্ষমা চাহিল। তাহাকেও মারিয়া অচেতন করিল।

শিবনারায়ণ প্রীতিপূর্ব্বক তাহাদিগকে বলিলেন, "কেন বৃথা বিবাদ করিতেছ? বিচারপূর্ব্বক শান্তভাবে বুঝিয়া দেখ, মুসলমান বস্তুটা কি? যে বস্তু মুসলমানে আছে, সেই বস্তু হিন্দুতেও আছে। ত্বকচ্ছেদের নাম যদি মুসলমান হয়, তবে তোমরাও জন্মিয়াছ হিন্দু। তোমাদের আদি বীজ হিন্দু। তবে কেন তাহাদিগকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হও? দেখ, এই কয় ব্যক্তিকে বিনা দোষে মারিয়া কত কষ্ট দিলে! বলবান হইলে উহারাও তোমাদিগকে মারিত, তাহাতে কত কষ্ট পাইতে। সকলই খোদার স্বরূপ। মারপিট করিতে নাই। বিচারপূর্ব্বক শান্তভাবে চলিতে হয়।"

মুসলমান দুইজন বলিলেন, "আপনার কথা সত্য। কিন্তু আমাদিগকে মৌলবীদের কথামত চলিতে হয়। আমরা শুনি, হকের নাম মুসলমান; কিন্তু কত মুসলমান মিথ্যা বলিতেছে।"

পেশোয়ার।

সিন্ধুনদ পার হইয়া পেশোয়ারের কেল্লার সম্মুখে এক কূপের নিকট শিবনারায়ণ বসিলেন। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল। অদূরস্থ কুণ্ডের ধারে একজন ব্রহ্মচারী থাকিতেন। তিনি শিবনারায়ণকে সহরে যাইয়া রাত্রিযাপন করিতে বলিলেন। সহরে দিবসে ইংরেজ পাহারা; রাত্রে ফটক বন্ধ থাকে। মুসলমানেরা রাত্রে কাহাকেও ফটকের বাহিরে পাইলে কাটিয়া ফেলে। হিন্দুকে পাইলে ত্বক্‌চ্ছেদ করিয়া ও আপনাদের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া জাতি নষ্ট করে। শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কাহাকেও ভয় নাই। আমার জাতি সর্ব্বাপেক্ষা নীচ। এজন্য নদীমাত্রেরই সমুদ্র প্রবেশের ন্যায় সর্ব্বজাতি আমাতে প্রবেশ করে।"

পরদিন কাবুলমুখে যাত্রা করিয়া কয়েক দিবস পরে ফিরিয়া আসিলেন। পেশোয়ার হইতে পঞ্জাবের পথে এক গ্রামে এক নিদারুণ নিষ্ঠুরতা দেখিলেন।

গ্রামে দুই তিন ঘর হিন্দু অপর সকলই মুসলমান। গ্রামান্তর হইতে কতকগুলি মুসলমান আসিয়া এক হিন্দুর কন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। কন্যার চীৎকার শুনিয়া তাহার পিতা মাতা কান্দিতে কান্দিতে কন্যার মুক্তি যাচ্ঞা করিল। তাহা শুনিল না, মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

এক হিন্দু মুদির দোকানে গিয়া শিবনারায়ণ ইহার তথ্য জিজ্ঞাসায় শুনিলেন যে, সে দেশে হিন্দুর দুর্দ্দশার শেষ নাই। হিন্দুর ঘরে রূপবতী কন্যা হইলে প্রায়ই বলপূর্ব্বক মুসলমানেরা বিবাহ করে। মুসলমানই রাজা, নালিশ-করিলে কোন কথা শুনে না, তাড়াইয়া দেয়। বলে, এরূপ বিবাহে কোন দোষ নাই; কেন না, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান শ্রেষ্ঠ। পথে ঘাটে কোন বিবাহিতা হিন্দু রমণীকে দেখিলে ধরিয়া লইয়া যায় ও টাকা দিলে তবে ছাড়িয়া দেয়। টাকা দিলেও গহনাপত্র কাড়িয়া রাখে। যে গ্রামে অপেক্ষাকৃত অধিক হিন্দুর বাস দুই এক বৎসর অন্তর মুসলমানেরা সেই গ্রাম লুঠ করে ও স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। হিন্দুস্থানের ইংরেজ রাজাকে মুদি শত শত ধন্যবাদ দিল। শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এত কষ্টেও তাহারা হিন্দুস্থানে চলিয়া যায় না কেন।

মুদি কাঁদিয়া বলিল, "আমরা এই কয়জন আছি মাত্র। কোথায় যাইব? আগে এদেশে সকলেই হিন্দু ছিলাম—একজনও মুসলমান ছিল না। একজন বাদসাহ বলপূর্ব্বক গো-মাংস খাওয়াইয়া গ্রামের অনেক লোককে মুসলমান করিয়া দেন। তখন আমাদের হিন্দু নাম ছিল না, আর্য্য নাম ছিল। আর্য্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ জানিয়া বাদসাহ ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আর্য্য নাম ত্যাগ করিয়া হিন্দু নাম লইতে হইবে। আমাদের মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদিতে হইলে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে হইবে, যেরূপ মহরমে করে। আর ইষ্টদেবের নাম ছাড়িয়া খোদার নাম জপিতে হইবে। অন্যথা করিলে প্রাণদণ্ড। হিন্দুস্থানে কেহ হিন্দু রাজা নাই। হিন্দুরা বলহীন মুখসর্ব্বস্ব। হিন্দু জাতিকে ধিক্।

শিবনারায়ণ পঞ্জাবের অপর কোন গ্রামে আর এক কথা শুনিলেন। দুই জন ব্রাহ্মণ সন্তান পেশোয়ার যাইতেছিল। মুসলমানেরা যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে গো-মাংস খাওয়াইয়া দেয়। তাহারা গ্রামে আসিয়া

পিতা মাতাকে সকল কথা বলাতে পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করা হয়। পণ্ডিতেরা প্রত্যেককে দুই শত টাকা আনিতে বলিলেন; নতুবা শুদ্ধ হইবার অন্য উপায় নাই। ব্রাহ্মণেরা গরীব ভিক্ষাজীবী, দুই শত টাকা কোথায় পাইবে? অগত্যা সন্তান দুইটিকে ঘরে না লইয়া তাড়াইয়া দিল। তাহারা যাইয়া মুসলমানের দলপুষ্টি করিল। শিবনারায়ণ ব্যবস্থা কর্ত্তাকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন, "টাকা কি কখন জীবকে শুদ্ধ বা অশুদ্ধ করিতে পারে? কেবল মনের ভ্রম ও সমাজের শাসন মাত্র। এই দুর্দ্দশার দৃষ্টান্ত পার্শী অর্থাৎ শিউলিদের মধ্যে আছে। কেহ অখাদ্য খাইলে বা অন্য কোন অপরাধ করিলে জাতভাইদিগের প্রত্যেককে আধ সের করিয়া তাড়ি দিতে হয়; নতুবা অশুদ্ধই থাকিয়া যায়।"

অমৃতসহর।

অমৃতসহরের পুকুরের মধ্যে যে নানকজির মন্দির অছে, সেখানে যাইয়া শিবনারায়ণ দেখিলেন, গ্রন্থ সাহেবকে অর্থাৎ কাগজ কালির পুস্তককে সকলে প্রণাম করিতেছে, এবং টাকা কড়ি পয়সা দিতেছে। সেই পুষ্করিণীর চারি ধারে মোহান্তদিগের স্থান আছে। তথায় সাধুদিগের নিয়মিত সেবা হয়। শিবনারায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে আহারের সময় মোহান্তের বাসায় গিয়াছিলেন। রঙ্গিন কাপড়, জটা ইত্যাদি ভেকের চিহ্নধারী সাধু দেখিয়া মোহান্তগণ যত্নপূর্ব্বক সেবা করিলেন। কিন্তু শিবনারায়ণের ভেকের চিহ্ন ছিল না। তাঁহার জীর্ণ চাদর ও গায়ে ধূলা দেখিয়া মোহান্তেরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন।

শুখাতালাও।

পরে শিবনারায়ণ অমৃতসহর হইতে এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে শুখাতালাও নামক পুষ্করিণীর ধারে ১০।১৫ দিন অবস্থান করিলেন। নিকটস্থ দুইজন সাধু প্রীতিপূর্ব্বক শিবনারায়ণের সহিত ঈশ্বর সম্বন্ধে অনেক অলাপ করিত। শুনিয়া গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত এবং উত্তমরূপে তাঁহার সেবা করিত। ক্রমে ক্রমে অমৃতসহরের মোহান্তেরা পূর্ব্ব ব্যবহারের জন্য লজ্জিতভাবে শিবনারায়ণের কাছে আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

রাজারাম নামে সেই সহরের একজন ক্ষত্রিয় শিবনারায়ণকে প্রীতিপূর্ব্বক সেবা করিতেন। প্রথম দিন আসিয়াই তিনি একটা বিছাইবার কম্বল, গায়ে দিবার জন্য লুই এবং একটা জলপাত্র রাখিয়া গেলেন। দুই এক দিবস পরে শিবনারায়ণ জঙ্গলের মধ্যে খালের ধারে বেড়াইতে গিয়াছেন, এমন সময় একজন সাধু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিয়া সুযোগক্রমে সেই সকল সামগ্রী চুরি করিয়া এক দোকানদারের কাছে সাত দিনের কড়ারে বন্ধক দিয়া পাঁচ টাকা লইয়া গেল; এবং আফিং গাঁজা ও নানাবিধ মিষ্টান্নে তাহা ব্যয় করিল। রাজারাম সে সকল সামগ্রী না দেখিয়া শিবনারায়ণকে তাহার তথ্য জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "যিনি দিয়াছেন, তিনিই লইয়াছেন।" রাজারাম বলিলেন, "মহারাজ, বোধ হয় কেহ চুরি করিয়াছে। আপনার কষ্ট হইবে, পুনরায় আমি আনিয়া দিতেছি।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, আমার এক চাদরই যথেষ্ট।" রাজারাম না শুনিয়া পুনরায় সেইরূপ দ্রব্যাদি আনিয়া দিল।

এদিকে সেই সাধু চোর বন্ধকদাতার দোকানে যাইয়া আরও অর্থ চাহিল। দোকানী রাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধক উদ্ধার করিতে বলিয়া সমস্ত সামগ্রী সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাজারামের চাকর সেখানে বসিয়াছিল। জিনিস চিনিয়া সে তখন চুপি চুপি মনিবকে খবর দিল। রাজারাম আসিয়া দ্রব্যাদির সহিত সাধুকে ধরিলেন। উপস্থিত অপরেরা সাধুকে মারিয়া পুলিসে দিতে বলিলেন। রাজারাম অসম্মত হইয়া বলিলেন, "শিবনারায়ণ স্বামী আমার পুলিশ, তাঁহার কাছে লইয়া চল।"

সমস্ত ঘটনা অবগত হইয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "রাজারাম, তুমি এ সকল দ্রব্য আমাকে সুখভোগের জন্য দিয়াছিলে। কিন্তু এ ব্যক্তি আপনার সুখভোগের জন্য চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। কি করিবে? ইহার অপরাধ মাপ করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দাও। সত্য, দুষ্টকে দণ্ড না দিলে তাহাদের দমন হয় না এবং শিষ্টের কষ্ট হয়। কিন্তু আমার কাছে যখন ইহাকে আনিয়াছ, তখন ইহাকে ছাড়িয়া দাও।" রাজারাম জ্ঞানবান এবং ধার্ম্মিক। চোরকে ছাড়িয়া দিলেন এবং মুদিকে পাঁচ টাকা দিয়া জিনিস ছাড়াইয়া লইলেন। পরে শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি অন্যত্র

যাইতেছি। এই সকল সামগ্রী তুমি আপন বাটীতে লইয়া রাখিয়া দাও। প্রয়োজনমত কোন সাধু মহাত্মাকে দিও।" রাজারাম তাঁহার গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত রেলভাড়া দিতে চাহিলেন, এবং বারান্তরে আসিয়া দর্শন দিতে অনুনয় করিলেন। শিবনারায়ণ দেশের অবস্থা দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবেন বলিয়া বলিলেন, রেলভাড়া নিষ্প্রয়োজন। তথাপি রাজারাম সিন্ধু-দেশস্থ রোঢ়িশঙ্কর পর্য্যন্ত টিকিট কিনিয়া দিলেন এবং যাইবার সময় কাগজে মোড়া দুই থান মোহর তাঁহাকে দিয়া বলিলেন, "অন্য সাধুর ন্যায় আপনার কোন ভেক নাই, আপনাকে কেহ চিনিতে পারে না। হাতে ইহা থাকিলে প্রয়োজন মত ভাঙ্গাইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "সাধু মহাত্মার টাকার প্রয়োজন কি? পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইবে না। বিনা অর্থে গৃহস্থের কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। এজন্য সঞ্চয় করা চাই। সাধুর পক্ষে টাকা লওয়া ও গৃহস্থের পক্ষে সাধুকে টাকা দেওয়া অনুচিত। পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তর্য্যামীই সাধু মহাত্মার ধন, এ মিথ্যা ধনে তাঁহার প্রয়োজন নাই। প্রয়োজন—শরীর রক্ষার জন্য এক মুষ্টি অন্ন এবং লজ্জা রক্ষার জন্য এক খণ্ড বস্ত্র। ঘরে ঘরে অন্ন-বস্ত্র প্রস্তুত আছে। যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তখনই স্বয়ং অন্তর্য্যামী তাহা মনুষ্যের দ্বারা পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাতে নিষ্ঠা থাকিলে প্রয়োজন মত টাকাও মিলিবে। তুমি মোহর লইয়া যাও। ইহার দ্বারা পরিবার ও অভ্যাগত ক্ষুধার্ত্তদিগকে প্রতিপালন কর।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

যোধপুর রাজবাটী।

সিন্ধুদেশ হইতে শিবনারায়ণ পাতিয়ালা ও নাভা হইয়া দিল্লী গেলেন। পরে ভরতপুর, কেরোলী ও জয়পুর অতিক্রম করিয়া যোধপুরের রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। সেদিন চারিদিকে সমারোহ। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য একজন জমীদারের বাটী তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জমীদার সপরিবারে জঙ্গলে পলাতক। এ নিমিত্ত রাজা সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

রাজা কাঙ্গালের মত ছিন্নবেশে শিবনারায়ণকে সম্মুখে দেখিয়া ক্রোধে চাকরদিগকে তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। আজ্ঞাবহ ভৃত্যগণ হাত ধরিয়া গলাধাক্কা দিতে দিতে তাঁহাকে রাস্তায় উঠাইয়া দিল।

শিবনারায়ণ দেখিলেন, রাজারা সর্ব্বত্র সমান, কেহই মানুষ নহেন। সন্ধ্যা হওয়ায় পালিগ্রাম হইতে পাঁচ ক্রোশ আগে রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া রহিলেন। একজন রাজকর্ম্মচারী উষ্ট্রে চড়িয়া যোধপুর হইতে পালি যাইতেছিলেন। জনহীন মরুতুল্য স্থানে রাত্রিকালে শিবনারায়ণকে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, কোথায় যাইবে ?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য। পালি যাইব।" তাঁহার অনুনয়ে শিবনারায়ণ উষ্ট্রে চড়িয়া পালি গেলেন এবং সে রাত্রি তাঁহার বাসায় রহিলেন।

আবু ও গ্রীনাড়ি পাহাড়।

আবু পাহাড়ে যাইয়া শিবনারায়ণ শুনিলেন, তথায় বড় বড় ঋষি মহাত্মার বাস। কিন্তু উপরে, নীচে, গুহার ভিতরে—চারিদিকে খুঁজিয়া লৌকিক সাধু মাত্র দেখিতে পাইলেন। সকলেই তৃষ্ণাতুর; ধন, পুত্র ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া গৃহস্থের সেবা লইতেছে, এবং চতুর্ব্বর্গ বর দিয়া শিকড় বিভূতি বিলাইতেছে। বঞ্চিত গৃহস্থেরা প্রবঞ্চক সাধুদিগকে ভোজ্য, পেয় ও টাকা পয়সা দিয়া পূজা করে। উপরে এক বৃহৎ জলাশয়ের নিকট ইংরেজ কৈলাস রচনা করিয়া ভোগ-বিলাসে আছেন।

বরদা রাজ্য হইয়া শিবনারায়ণ গ্রীনাড়ি পাহাড়ে চলিলেন। এক শ্মশানের নিকট দিয়া পাহাড়ে উঠিবার পথ। সেখানে অনেকগুলি ঠাকুর লইয়া এক ব্রহ্মচারী ছিলেন। শিবনারায়ণ ব্রহ্মচারীর নিকট গিয়া বসিলেন। ঠাকুর বা ব্রহ্মচারীকে নমস্কার করিলেন না। ব্রহ্মচারী রাগ করিয়া বলিলেন, "বেটা, তুই কে যে আমার ঠাকুরকে প্রণাম করিলি না ?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "ঠাকুর কোথায় ? ওসব ত দেখিতেছি পাথর ও পিত্তলের পুতুল। উহাদিগকে প্রণাম করিতে গেলে থালা, ঘটি, বাটি ও পাহাড়কেও প্রণাম করিতে হয়।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "তুমি গৃহস্থ না

সাধু?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে জানি না।" ব্রহ্মচারী বলিলেন, "আপনি কোন শাস্ত্র পড়িয়াছেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি কোন শাস্ত্রই পড়ি নাই, অথচ সকল শাস্ত্র পড়িয়াছি। তোমাদের শাস্ত্রেই ত লেখা যে, সূর্য্যনারায়ণ সাকার বিরাট পরব্রহ্মের নেত্র এবং চন্দ্রমা মন। এই প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপকে ধ্যান প্রণামপূর্ব্বক পূজা কর সকল দুঃখ দূর হইবে।"

ব্রহ্মচারী প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্রে ঐরূপ লেখা আছে বটে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বুঝাও যায় না, সুতরাং তাহাতে বিশ্বাসও হয় না।"

পাহাড়ে উঠিবার পথের ধারে গুহার মধ্যে দুই চারিজন সাধু বাস করেন। যাত্রীরা যাইবার সময় তাঁহাদিগকে চাউল, ডাউল, পয়সা কড়ি দিয়া যায়। উপরে রামানন্দ স্বামীর ছত্র। সেখানকার মোহান্তের বিশেষ প্রতিপত্তি। শিবনারায়ণ নমস্কার না করিয়া মোহান্তের নিকট যাইয়া বসায় তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুমি কে? কোন সম্প্রদায়ের সাধু?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি তোমারই ন্যায় মনুষ্য। সম্প্রদায় কাহাকে বলে জানি না।" মোহান্ত বলিলেন, "দেখিতেছি ত তুই বেটা মনুষ্য। তোর হাত পা আছে। তুই কি জাতি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যখন আমার কথা শুনিয়া তুমি বুঝিবে, তখন ত যাহা ইচ্ছা বলিয়া তোমাকে ভুল বুঝাইতে পারি।" মোহান্ত রাগিয়া বলিলেন, "তুই দূর হ।"

গ্রীনাড়িতে অঘোরী ঋষি মহাত্মারা বাস করেন শুনিয়া শিবনারায়ণ চারিদিকে ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একজন আচারী ও একজন ব্রহ্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারাও মোহান্তের ন্যায় ব্যবহার করিলেন। পাহাড়ের উপর অম্বিকা ভবানী দেবীর মন্দির। একজন গৃহী সাধু বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছে; বিভূতিপূর্ণ কুণ্ড ও একটা সিন্দুর মাখান পাথর রহিয়াছে। তাহাকে দীপালোকে দর্শন করিয়া পূজা করে ও টাকা পয়সা দেয়। অনতিদূরে দত্তাত্রেয় ঋষির কমণ্ডলু নামক পুষ্করিণীর তীরে উলঙ্গ সাধু মহাত্মা নাগাদিগের বাস। যেদিন শিবনারায়ণ সেখানে উপস্থিত হন, সেদিন চারিজন সাধু মহাত্মাও সেখানে আসেন। তাঁহারা নিজ পরিচয় বলিতে ভুল করায় নাগারা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া

লইয়া তাড়াইয়া দিল। তাহাদের রীতি যে, কোন সাধু নির্ভুল পরিচয় বলিতে পারিলে একদিন মাত্র থাকিতে পায়; নতুবা এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। অনেক গৃহস্থ ও সাধুর উপর এ প্রকার অত্যাচারবশতঃ জুনাগড়ের নবাবের নিকট নালিশ হয়। গ্রীনাড়ি জুনাগড়ের অধীন। অনেকবার নালিশ হইয়াছিল, কিন্তু নবাব মিথ্যা বলিয়া শুনেন নাই। এবার সিপাহী পাঠাইয়া নাগাদিগকে ধরিয়া আনাইলেন। অনেক পীড়াপীড়িতে তাহারা সকল কথা স্বীকার করিয়া বলিল, তাহাদের দোষ নাই। পরম্পরাক্রমে তাহাদের পরমগুরুর ঐরূপ আজ্ঞা। নবাব শুনিয়া লুণ্ঠিত সামগ্রী মালিকদিগকে ফিরাইয়া দিয়া নাগাদিগকে গ্রীনাড়ি ছাড়িয়া যাইতে হুকুম দিলেন। নাগারা সে সমুদয় সামগ্রী ফিরাইয়া দিল; কিন্তু গ্রীনাড়ি ছাড়িয়া গেল না। নবাবও আর কোন খবর লইলেন না। শিবনারায়ণ পাহাড়ে গোরক্ষনাথের ছাতা ও কবীর দাসের স্থান দেখিয়া চারিদিক ঘুরিয়া শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুই একজন যথার্থ ভক্ত নিষ্ঠাবান পুরুষ এবং একজন অঘোরী ভক্ত পুরুষ দেখিতে পাইলেন।

সাধুরা গৃহস্থদিগকে ভয় দেখাইয়া বলে যে, কোন গৃহস্থ সেখানে রাত্রে থাকিলে অঘোরী সিদ্ধপুরুষেরা ধরিয়া খাইয়া ফেলেন। কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। সেখানে যে দুই একজন অঘোরী ছিলেন, তাঁহারা জ্ঞানী পুরুষ। প্রাণরক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই অঘোরীরা মরা মানুষ বা পশু খায়, কোন ঘৃণা করে না। কেহ কেহ সাধনের জন্যও খায়; কিন্তু জীবিত মনুষ্য খায় না। মহাত্মা খুঁজিবার সম্বন্ধে শিবনারায়ণ উপস্থিত একজন যাত্রীকে বলিলেন, "চরাচর স্ত্রীপুরুষ সকলের মধ্যেই পরমাত্মা বিরাজমান। স্বরূপে সকলেই মহাত্মা সিদ্ধপুরুষ। যাহার স্বরূপ বোধ নাই, সেই অবোধ। যাহার স্বরূপ বোধ হইয়াছে, যিনি আত্মা পরমাত্মা অভিন্ন দেখিতেছেন, যাঁহার নিকট চরাচর একই রূপ ভাসিতেছে, তিনিই সিদ্ধপুরুষ। সম্প্রদায় বহু, কিন্তু এরূপ সিদ্ধপুরুষ বড় বিরল।"

অল্প দূরে শরাওগী সম্প্রদায়ের কিল্লার মত বৃহৎ ঠাকুরবাড়ী। সেখান হইতে জুনাগড়ে নামিবার জন্য পাহাড়ের গাত্রে সিঁড়ি কাটা আছে। সিঁড়ির ১০।১২ হাত দূরে জঙ্গলের ভিতর এক গুহায় শিবনারায়ণ কিছুদিন

ছিলেন। সাধু গৃহস্থেরা, তিনি কে—জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন মনুষ্য। তাঁহার কোন ভেক না থাকায় সকলে ঘৃণা করিয়া চলিয়া যাইত। তিনি সঞ্জীবনী নামক গাছের পাতা খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। কেহই আহার দিত না।

অবোধ গৃহস্থ ও সাধু কত অল্পে প্রতারিত হয়, পরীক্ষা করিবার জন্য শিবনারায়ণ জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উত্তমরূপে লেপিয়া পুছিয়া রাখিলেন। পাঁচটা চক্‌চকে পাথর আনিয়া সেখানে বসাইয়া ইটের গুড়া দিয়া রং করিলেন। চারিদিকে চারিটী পাথরের নাম রাখিলেন,—মহাবীর, গণেশ, কালী, দুর্গা ও বিষ্ণু। মধ্যের পাথরের নাম হইল ভুবনেশ্বর এবং স্থানের নাম পঞ্চতীর্থ। বন্যপুষ্পের দ্বারা পাথর পাঁচটা সাজাইয়া তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সে পথ দিয়া যাইবার সময় যাত্রীরা পয়সা, আধলা, চাউল ও ময়দা উৎসর্গ করিয়া পাথর ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ ঠাকুরের, কেহ বা তীর্থের নাম জিজ্ঞাসা করিল। কেহ বা বলিল, "তীর্থটী পূর্ব্বে দেখি নাই; বোধ হয় নূতন"। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আট আনা তিন পয়সা ও আন্দাজ ২৫ সের চাউল, ডাউল, ময়দা ও আটা জমিল। পাহাড়ের উপর যে মুদি ছিল, সে সমুদয় তাহাকে দিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন যে, প্রয়োজন মত তাহার নিকট লইবেন। দুই এক দিবসের মধ্যে জুনাগড়ের বাবু ও মহাজনেরা শুনিলেন যে, পাহাড়ে একজন নিরাহারী ছিন্নবস্ত্র মহাত্মা আছেন। তাঁহারা মুটিয়া করিয়া নানা খাদ্যদ্রব্য শিবনারায়ণের নিকট পাঠাইলেন। তিনি মুটিয়াকে সমস্ত ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বলিলেন, যেহেতু তিনি শীঘ্রই চলিয়া যাইবেন। মুটিয়া শুনিল না। মনীবের রাগ করিবার ভয়ে সমস্ত রাখিয়া গেল। শিবনারায়ণ একজন সাধুকে ডাকিয়া সে সমস্ত দিলেন এবং জুনাগড়, সুদামপুরী হইয়া দ্বারকা চলিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

——:o:——

দ্বারকা।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পাথরের মূর্ত্তিবিশিষ্ট মন্দিরে যাইয়া শিবনারায়ণ প্রধান পাণ্ডার নিকট কৃষ্ণ ভগবানের দর্শন চাহিলেন। পাণ্ডার পায়ে রূপার খড়ম। তিনি দর্শনের জন্য ২৷৷০ টাকা প্রণামী চাহায় শিবনারায়ণ বলিলেন, "যাহার নাম কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি জগৎ চরাচরকে ভোগ্যবস্তু দিয়া পালন করিতেছেন। একটা ঘাস পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে আমাদের শক্তি নাই, তবে তাঁহাকে আমরা কি দিয়া প্রসন্ন করিব? আমরা অহঙ্কার প্রযুক্ত বলি যে, এই বস্তু আমার, ইহা আমি ঠাকুরকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে দিতেছি। আপনারা ত দিবারাত্র সেই ঠাকুরের কাছে থাকিয়া পূজা পাঠ করিতেছেন, তবে কেন অজ্ঞান লয় হওয়ার পরিবর্ত্তে আপনাদের ভোগ-তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইতেছে?"

পাণ্ডা রাগ করিয়া বলিল, "দর্শন করিতে আসিয়াছিস্, না, আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে আসিয়াছিস্? তুই কে যে আমাকে জ্ঞান দিবি? দর্শন করিস্ ত টাকা দে, না হয় চলিয়া যা।" জড়ের পূজা করিয়া পাণ্ডারা জড়বুদ্ধি সুতরাং সত্যভাব গ্রহণে অক্ষম দেখিয়া শিবনারায়ণ পাণ্ডাকে বলিলেন, "যাহার কাছে পয়সা নাই, সে কিরূপে দর্শন পাইবে? পাণ্ডা বলিল, "যাহার পয়সা নাই, সে দর্শন পাইবে না।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কাছে পয়সা নাই, আমি কি দর্শন পাইব না?" পাণ্ডা বলিল, "বিনা পয়সায় দর্শন পাইবি না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "এইখানে মন্দিরের মধ্যে যে কৃষ্ণ ভগবান আছেন, তাহা পাথরের, না কাষ্ঠের, না কোন ধাতুনির্ম্মিত, না মৃত্তিকার? যদ্যপি পাথর, কাষ্ঠ অথবা ধাতুনির্ম্মিত কিম্বা মৃত্তিকার হন, তাহা হইলে ত সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে উহা আছে—তোমাদের এখানে আসিয়া দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? এই কৃষ্ণ ভগবান কোন্ ধাতুর? তিনি নিরাকার না, সাকার ব্রহ্ম? যদ্যপি সাকার

ব্রহ্ম হন, তাহা হইলে ত এই সমস্ত সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ আছেন; যথা—পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা এবং সূর্য্যনারায়ণ। ইহাঁদের মধ্যে কোন্‌টা কৃষ্ণ ভগবান এবং কোন্‌টাই বা না, অথবা ইহার সমষ্টিই কি কৃষ্ণ ভগবান? যদ্যপি নিরাকার ব্রহ্মকে তোমরা কৃষ্ণ ভগবান বল, তবে তোমাদের নিরাকার ব্রহ্ম কৃষ্ণ ভগবান কোথায়, তাঁহার স্বরূপ কি? আমাকে দেখাইয়া দাও।"

তখন একজন পাণ্ডা অন্য একজন পাণ্ডাকে বলিল, "এ বেটাকে কোন উপায়ে এখান হইতে তাড়াইয়া দাও, নতুবা যাত্রীরা ইহার কথা শুনিয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।" তদনুসারে সেখান হইতে তাহারা শিবনারায়ণকে তাড়াইয়া দিল।

অদূরে যাত্রীদিগকে ছাপ দেয়। সেখানে সরকারী কর্ম্মচারী একজন উপস্থিত থাকিয়া যাত্রীদের সংখ্যা ও তাহাদের দেওয়া টাকার হিসাব প্রত্যহ সরকারে দাখিল করে; ঐ টাকার একাংশ সরকারে জমা হয়। অগ্নিতপ্ত তাম্র ও লৌহখণ্ড দ্বারা যাত্রীদের হাতে ছাপ দেয়। তাহা লাগাইবার সময় কেহ ভয়ে উঠিয়া যায়, কেহবা কষ্ট সহ্য করিয়া ছাপ লয়। ছাপ দেখিলে, দ্বারকায় আসা লোক জানিবে। শিবনারায়ণকে উপস্থিত দেখিয়া পাণ্ডারা পয়সা দিয়া ছাপ লইতে বলিল। তাঁহার কাছে পয়সা নাই শুনিয়া পাণ্ডারা দুই আনাতে ছাপ দিতে স্বীকার করিল এবং লোভ দেখাইল,—"মৃত্যুর পর তোর মুখাগ্নি করিতে হইবে না।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "এই স্থূল শরীর কি অপরাধ করিয়াছে যে, ইহাকে ছাপ দিবে? স্থূল শরীরে ছাপ দিলে বা না দিলে সূক্ষ্ম শরীরের কি ক্ষতিবৃদ্ধি? যদ্যপি স্থূল শরীরে ছাপ দিলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে ঘোড়া গরু প্রভৃতি কত পশুর ছাপ আছে, তাহারা কি সকলেই মুক্ত? কেন তোমরা বৃথা ভ্রমে পড়িতেছ ও অপরকে ভ্রমে ফেলিয়া কষ্ট দিতেছ? যথার্থ কৃষ্ণ ভগবান অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে যাঁহার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা আছে, তাঁহার স্থূল শরীরে ছাপ লইবার প্রয়োজন কি? জ্ঞানরূপ ছাপ অন্তরে বাহিরে লাগান আছে। যে ব্যক্তি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ হইতে বিমুখ হইবে, সেই ব্যক্তিই এই ছাপ লইতে ইচ্ছা করিবে।"

নারায়ণ-সরোবর।

সমুদ্র পার হইয়া কচ্ছভুজ দেশ। রাজধানী হইতে আন্দাজ ৩০।৪০ ক্রোশ দূরে। নারায়ণ সরোবর তীর্থে স্নান করিয়া যাত্রীরা বক্ষঃস্থলে ছাপ লয়। ইহার জন্য পাণ্ডারা মূল্য গ্রহণ করে। শিবনারায়ণ দেখিলেন, একজন পাণ্ডা কোন যাত্রীর কাছে অপর সকলের অপেক্ষা এক পয়সা বেশী পাইয়াছিল। অপরেরা তাহার ভাগ চাওয়াতে পাণ্ডা বলিল, "তোমরা যখন বেশী পাইবে আমাকে ভাগ দিও না। এক পয়সা এখন কি করিয়া ভাঙ্গাইব?" এ কথা গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা সেই পয়সার কড়ি লইয়া অংশ করিয়া দিতে বলিল। সে তাহাতে রাজি না হওয়ায় ঝগড়া বাধিল। গালাগালি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সকলে মিলিয়া তাহাকে মারিতে আরম্ভ করিল। মারের চোটে সে অজ্ঞান হইলে তাহার নিকট পয়সা-কড়ি যাহা কিছু ছিল কাঁড়িয়া লইল। দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা নারায়ণ-সরোবরে দিবারাত্র বাস করিতেছ এবং পূজা ও স্নান করিতেছ। তোমাদের এই অবস্থা যে এক কড়া কড়ির জন্য নরহত্যা করিতে প্রস্তুত! অতএব যাত্রীদের কি অবস্থা ঘটে, বলা বাহুল্য। জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরের নাম নারায়ণ-সরোবর। তাহাতে স্নান করিলে সদা মুক্তস্বরূপ থাকিবে; ছাপ লইবার প্রয়োজন নাই। বিরাট পরব্রহ্মের আকাশরূপী বক্ষে চন্দ্রমাসূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের ছাপ দিবা-রাত্র প্রকাশমান আছে। এই জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি ঈশ্বরের ছাপ রাজা-প্রজাগণ শ্রদ্ধাভক্তি পূর্ব্বক হৃদয়ে ধারণ করিলে সকল ভ্রম ও কষ্ট নিবারণ হইবে।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

——:*:——

হিংলাজ তীর্থ।

জাহাজে সমুদ্র পার হইয়া শিবনারায়ণ সিন্ধুদেশের করাচি বন্দর এবং সেখান হইতে নগর-ঠাট্টা নামক গ্রামে যাইলেন। এই গ্রামে জল ও পাথরের দ্রব্যাদি লইয়া 'সেথো'র সঙ্গে উষ্ট্রের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাত্রীরা হিংলাজ তীর্থে যায়। যাইতে এবং আসিতে ১২।১৪ দিন লাগে। পথে কেবল জঙ্গল ও বালুকাময় মরুভূমি যদিই বা কোন গ্রাম পাওয়া যায়, তাহাতে কেবল মুসলমানের বাস। জল ও খাদ্যাদি সঙ্গে না থাকিলে যাত্রীদিগের কষ্টের সীমা থাকে না।

তীর্থে একটা ছোট কুণ্ডের নিকটে এক মুসলমান বৃদ্ধা বসিয়া আছে। সম্মুখে প্রদীপ জলিতেছে। যাত্রী আসিবার সম্ভাবনা বুঝিয়া বৃদ্ধা দিবারাত্র প্রদীপ জালাইয়া রাখে। যাত্রীরা স্নানান্তে সেখানে বিভূতি মাখেন। স্নানের ব্যবস্থা অমরনাথের ন্যায়। পরে সেই প্রদীপের জ্যোতিঃ দর্শন, দানপুণ্য এবং আহারাদি করিয়া যাত্রীরা সিন্ধুদেশে ফিরিয়া আসেন। হিংলাজ তীর্থে যাহা আদায় হয়, তাহা নগর-ঠাট্টার মোহান্তের লাভ। কেবল সেথো ও মুসলমান বৃদ্ধাকে কিছু ভাগ দিতে হয়। শিবনারায়ণ একাকী গিয়াছিলেন।

ফিরিবার সময়ে তিনি হায়দ্রাবাদ হইয়া রোঢ়ী শক্কর সহরে যাইলেন। সেখানে সাতভেলা নামে নদীর মধ্যে একটী ছোট দ্বীপে কতকগুলি ভেকধারী সাধু ঘর বাঁধিয়া বাস করেন। তাঁহাদের ভেকের সহিত শিবনারায়ণের মিল না হওয়াতে মোহান্তের একজন চেলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। শিবনারায়ণ নদী পার হইয়া ক্রমে ক্রমে মুলতান সহরে চলিয়া গেলেন।

মুলতান

মুলতান সহরের কেল্লার মধ্যে মুসলমানদিগের একটা বড় মসজিদ ও কেল্লার নিকটে হিন্দুদিগের একটি মন্দির আছে। সেই মন্দির মধ্যে প্রহ্লাদ, সুদাম এবং শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত। সেই মন্দির পূর্ব্বে ছোট

ছিল। হিন্দুরা তাহাকে বড় করিয়া গড়িতে আরম্ভ করায় মুসলমানেরা তাহাতে আসিয়া বাধা দিয়া বলিল, "তোমরা বড় মন্দির তুলিও না। তোমাদের মন্দির বড় করিলে আমাদের মসজিদ ছোট দেখাইবে। তোমরা নিকৃষ্ট, আমরা উৎকৃষ্ট। তোমাদের পূজার স্থান ছোট এবং আমাদের বৃহৎ হওয়া চাই।"

হিন্দুরা বলিল, "যতদিন তোমাদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা ছিল, ততদিন রাজ্যভোগ করিয়াছিলে এবং বড় বড় মসজিদ তুলিতে। এখন পরমেশ্বর আমাদিগকে টাকা দিয়াছেন, আমরাও বড় মন্দির তুলিব।"

হিন্দুরা মন্দির তুলিতে লাগিল। একদিন মুসলমানেরা আসিয়া মন্দিরস্থ ঠাকুরের নিকটে গরু কাটিয়া ফেলিয়া দিল এবং উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ভয়ানক প্রহার করিয়া সেখানে যাহা কিছু ছিল লুটিয়া লইল। একজন স্ত্রীলোক সেই স্থানের মোহান্ত ছিলেন, তঁাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য মুসলমানেরা অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি একটা অন্ধকার ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে হিন্দুরা এ কথা শুনিয়া গ্রাম হইতে দৌড়িয়া আসিল এবং মুসলমানেরাও অধিক পরিমাণে জুটিয়া আবার উভয় দলে মারামারি হইতে লাগিল। কিন্তু সেই দেশে হিন্দুর ভাগ অতি অল্প এবং হিন্দুরা অতি ধীর-প্রকৃতি। এজন্য মুসলমানেরা তাহাদিগকে অত্যন্ত প্রহার করিল। হিন্দু-দিগের মধ্যে হাহাকার রব উঠিল। পরে কোম্পানির পল্টনের মধ্যে খবর হওয়াতে অনেক হিন্দুস্থানী এবং পাঞ্জাবী সিপাই আসিয়া মুসলমানদিগকে মারধর করিয়া তাড়াইয়া দিল। হিন্দুরা রক্ষা পাইলেন। তখন উভয় পক্ষে আদালতে ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিতে লাগিল।

ভাওলপুরের মুসলমান নবাব একথা শুনিয়া আপনার রাজ্যমধ্যে—গ্রামে, সহরে—হিন্দু প্রজাদিগকে নানাপ্রকারে কষ্ট দিতে লাগিলেন এবং গরু কাটিয়া হিন্দুদিগের দোকানে দোকানে টাঙ্গাইয়া দিতে আজ্ঞা দিলেন। নবাবের হিন্দু চাকরদিগের বাসাতেও গোমাংস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল। তাহাতে হিন্দু চাকরেরা চাকুরী ছাড়িয়া দেশে দেশে পলাইতে লাগিল। এ সকল কথা সাহেব হাকিমদিগের কাণে আসায় তাঁহারা নবাবকে তিরস্কার

করিয়া বলিলেন যে, এইরূপ দৌরাত্ম্য করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোরে লইয়া কয়েদ রাখিবেন। পরে যে কি কি ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শিবনারায়ণ জানেন না। এই পর্য্যন্ত দেখিয়া তিনি চলিয়া যান।

নবম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৈষ্ণব সাধু।

মুলতানের পথে একজন শ্রীবৈষ্ণব সাধু শিবনারায়ণের সহিত মিলিত হন। তাঁহার স্কন্ধে আন্দাজ ৩০।৩৫ সের ওজনের বহুসংখ্যক ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত বিগ্রহ এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রয়োজনীয় বাসন ও বস্ত্র ইত্যাদি ছিল। এই ভারি লইয়া তিনি দেশে দেশে ঘুরিতেছেন। তাঁহার দুঃখ দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে মহাত্মন্, তুমি গম্ভীর ও শান্তভাবে বিচার করিয়া দেখ, তুমি যে ভেখ লইয়াছ, সেটা বোঝা ফেলিবার জন্য না বোঝা বাড়াইবার জন্য?" সাধু বলিলেন, "বোঝা ফেলিবার জন্য"। শিবনারায়ণ বলিলেন, "তবে তুমি অত বোঝা বহিয়া কষ্ট পাইতেছ কেন? যাহা কিছু নিতান্ত দরকারী, তাহাই কেন রাখ না?" সাধু বলিলেন, 'মহারাজ, আমার ব্যবহার্য্য থাল, গেলাস, বাটী, লোটা, কাপড় ইত্যাদি ইহাতে আছে। আর গুরু আমাকে যে সকল ঠাকুর দিয়াছেন তাহা, এবং তীর্থে তীর্থে যে সকল ভাল ভাল ঠাকুর পাইয়াছি, তাহাও ইহাতে আছে। গুরুদ্বারে যাইয়া এই সকল ঠাকুর তাঁহাকে দিব।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "গুরুকে সকল তীর্থের ঠাকুর দিবে, ইহা ভাল কথা। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, ঠাকুর কি বস্তু এবং তুমি কি বস্তু। আর তুমি কি বস্তু হইয়া কোন্ বস্তু-ঠাকুরকে পূজা করিতেছ? এই আকাশের মধ্যে এবং তোমার ভিতরে বাহিরে তোমা হইতে কোন্ বস্তু শ্রেষ্ঠ আছেন? আপনা হইতে যে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহাকে সংগ্রহ করিয়া পূজা করিতে হয়। তিনি জ্ঞান দিলে তুমি মুক্তস্বরূপ হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। আর

এই যে বস্তু তুমি ঘাড়ে করিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছ, ইহা ত পিতল, তামা এবং পাথর। ইহাকে ঈশ্বর কেবল তোমাদের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্যই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমা অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ, না, তুমি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ? তুমি চেতন, সৎ অসৎ সকল বস্তুর বিচার করিতেছ। অতএব তুমি সৎকে ধারণ কর এবং ভক্তি, প্রীতি কর তাহা হইলে তুমি জ্ঞান পাইয়া মুক্ত-স্বরূপ থাকিবে।

সাধু বলিলেন, "মহারাজ, আমি এই ধাতু পাথরে ভগবানকে কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছি।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "সাধু, যখন তুমি এই জড়পদার্থে ভগবানকে কল্পনা করিয়া পূজা করিতেছ, তখন তুমি বিচার করিয়া দেখ যে, তুমি প্রত্যক্ষ চেতন ষোলকলায় পূর্ণ হইয়াও আপনার অন্তরে তাঁহাকে না বিশ্বাস করিয়া উল্টা ধাতুতে বিশ্বাস করিতেছ! যখন ধাতু ও জড়পদার্থে তিনি আছেন, তখন তোমাতে কেন তিনি নাই ? আপনার মধ্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি, প্রীতি কর।"

সাধু বলিলেন, "আমি যেন ঈশ্বরের স্বরূপ, জড়পদার্থও তেমনই তাঁহার স্বরূপ ? তবে তাহাকে পূজা করিলে কি দোষ ?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা বটে, যত বস্তু দৃশ্যমান আছে, সকলই ত তাঁহার স্বরূপ এবং তুমিও তাঁহারই স্বরূপ। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যদিও গঙ্গাজল ও নর্দ্দামার জল স্বরূপে একই পদার্থ, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি তোমাকে সেই নর্দ্দামার জল খাইতে বলিব ? নর্দ্দামার জলে নানা প্রকার রোগ ইত্যাদি জন্মিবে, আর গঙ্গাজলে পিপাসা নিবৃত্তি করিয়া তোমার শরীর মন সুস্থ রাখিবে। মাটি, অন্ন ও বিষ্ঠা একই পদার্থ; তাহা বলিয়া কি তোমাকে আমি মাটি ও বিষ্ঠা আহার করিতে বলিব, না, অন্ন আহার করিতে বলিব ? মূর্খ, চোর, ডাকাইত ও পণ্ডিত-মহাত্মা স্বরূপে একই; কিন্তু তাই বলিয়া মূর্খ, চোর ও ডাকাইতের মত দুর্ব্বুদ্ধি, না, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও মহাত্মাদিগের ন্যায় সৎবুদ্ধি প্রার্থনীয় ? আরও বিচার করিয়া দেখ, তোমাদের শাস্ত্র বেদ অনুসারে সাকার বিরাট ব্রহ্ম অনাদি প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। বেদে ইহাও লিখা আছে যে, সূর্য্যনারায়ণ বিরাট ভগবানের নেত্র, চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ মন, আকাশ হৃদয়, বায়ু প্রাণ, জল নাড়ী, এবং পৃথিবী চরণ। এখন

ভাবিয়া দেখ যখন তোমার প্রত্যক্ষ সাকার ব্রহ্ম আছেন, তখন তুমি ইহাঁকে পূজা না করিয়া কাহাকে ভাবনা করিতেছ? সকল শাস্ত্রে ধ্যান-ধারণার স্থানে এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিতে বলিয়াছে। অতএব এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে তুমি প্রেম, ভক্তি দ্বারা ধ্যান-ধারণা কর। ঐ তেজোময় জ্যোতিঃ ভাবিতে ভাবিতে যখন তুমি একস্বরূপ হইয়া যাইবে, তখন সহজে পূর্ণপরব্রহ্মে লয় পাইয়া আনন্দস্বরূপ থাকিবে। এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের আত্মা, গুরু, মাতা ও পিতা। ইহাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি না করিয়া অনর্থক তোমরা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, মিথ্যা পদার্থে আসক্ত হইয়া বলহীন হইয়াছ। যে নামেই উপাসনা করনা কেন, এই তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে ধারণা করিয়া উপাসনা কর। আপনার স্বরূপ এবং আপনার ইষ্টগুরু অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু একরূপ ভাবিয়া পিতাপুত্র ভাবে ধ্যান-ধারণা কর। যেরূপ পিতা হইতে পুত্র জন্মে এবং উভয়েই স্বরূপে এক, তথাপি মাতাপিতাকে ভক্তিপ্রেম করা ও তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করা সুপাত্র পুত্রকন্যার ধর্ম্ম।"

শ্রীবৈষ্ণব সাধু বলিলেন, ঠিক বলিতেছেন, মহারাজ! আর একজন পরমহংসও এরূপ বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় নাই। এক্ষণে আপনার বলাতে আমার স্থির বিশ্বাস হইয়াছে যে, এই আকাশের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ ছাড়া আর ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ইহাঁকে না বিশ্বাস করিয়া বৃথা ভ্রমে জড়িত হইয়া বেড়াই। অতএব আপনি আমাকে কৃপা করিয়া কিছুদিন সঙ্গে রাখুন, তাহাতে আমার অজ্ঞান দূর হইবে। এতদিন এই যে-সব পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত ঠাকুর লইয়া বেড়াইতেছি, ইহা আমি আর কি করিব? অনর্থক এত দিন আমি বোঝা বহিয়া বহিয়া কষ্ট পাইতেছি।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "অন্তর্য্যামী তোমার অন্তরে প্রেরণ করিয়া যাহা তোমাকে বিশ্বাস করান, তাহাই তুমি কর।" সাধু বলিলেন, "মহারাজ, আমার ত এই বিশ্বাস ও বিচার আঁসিতেছে যে, ইহার মধ্যে ভাল ভাল পাথরের ঠাকুর যাহা আছে, তাহা রাখিয়া অপর সকল এই পুকুরে ফেলিয়া দি।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "যাহা তোমার মনে আইসে, তাহাই কর।" সাধু এই কথায় কয়েকটী মূর্ত্তি রাখিয়া অন্যগুলি পুকুরে ফেলিয়া দিলেন; এবং সাকার বিরাটব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হইয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সাধু বলিলেন, "এই কয়েকটা পাথর লইয়া বেড়াইতেছি—বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছে। যখন আমার প্রত্যক্ষ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর আছেন, তখন অনর্থক আমি কেন এই গুলি বহিয়া মরি? কাপড়ে বাঁধিয়া এ সকল গাছে ঝুলাইয়া দি, যাহার ইচ্ছা হয় লইয়া যাইবে।"

সাধু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ মাত্র রাখিয়া থাল, ঘটী, কাপড় প্রভৃতি অন্য যে সকল বোঝা ছিল, তাহাও ক্রমে ক্রমে বিতরণ করিতে লাগিলেন। পরে শিবনারায়ণকে করযোড়ে বলিলেন যে, "আপনাকে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি। আপনি এই মহাজাল হইতে আমাকে বাহির করিয়াছেন। এখন এই আশীর্ব্বাদ করুন, সর্ব্বদা যেন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতাতে ভক্তি প্রেম থাকে, এবং উনি ভিন্ন অপর পদার্থ আমার হৃদয়ে না ভাসে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ইহা হইতে অধিক সৌভাগ্য আর কি আছে?

দশম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

মুশৌরী পাহাড়।

শিবনারায়ণ লাহোর হইতে মুশৌরী পাহাড়ে যাইলেন। সেখানে এক গাছের নীচে বসিয়া আছেন; বৃষ্টি পড়িতেছে। একজন শিখ তাঁহাকে জলে ভিজিতে দেখিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি কে, কেন এখানে বসিয়া ভিজিতেছেন? গ্রামের মধ্যে যাইয়া কোন ঘরের মধ্যে বসুন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বন্য জন্তু, আমাকে গ্রাম্য জন্তুরা স্থান দিবে না; দেখিলেই বিরোধ ঘটিবে।" শিখ বলিল, "মহারাজ, আপনি আমার সহিত আসুন। একজন উদাসীন মহাত্মার আস্তানা আছে; সেখানে

আপনাকে রাখিয়া দিব, সুখে স্বচ্ছন্দে রাত্রিযাপন করিবেন।" শিবনারায়ণ তাঁহার সহিত বাজারের মধ্যে সেই সাধুর স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাধুদিগকে বলিয়া দেওয়ায় তাঁহারা শিবনারায়ণকে থাকিবার জন্য স্থান দেখাইয়া দিলেন। শিবনারায়ণ কিছুকাল বসিয়া থাকিয়া পা' ছড়াইয়া শয়ন করিলেন। তাহাতে সেই স্থানের একজন সাধু মহাত্মা শিবনারায়ণকে গালি দিয়া বলিলেন, "বেটা, ওদিকে মহাত্মার সমাধি (অর্থাৎ কব্বর) আছে।" শিবনারায়ণ সেদিক হইতে পা' ফিরাইয়া অপর দিকে রাখিলেন। সেই মহাত্মা পুনরায় বলিলেন, "বেটা দেখিতে পাইতেছিস্ না, ওদিকে যে গ্রন্থ-সাহেব আছেন।" নানককৃত ধর্ম্মোপদেশ পুস্তকের নাম 'গ্রন্থ-সাহেব'। শিবনারায়ণ অন্য দিকে পা' ছড়াইয়া শুইলেন। সাধু বলিলেন, "ওদিকে মোহন্ত সাহেবের বসিবার সিংহাসন আছে। তুই বেটা কোথাকার বোকা, দেখিতে পাস্ না"? শিবনারায়ণ সে দিক হইতে পা' ফিরাইয়া অপর দিকে রাখিলেন। তখন সেই সাধু রাগ করিয়া মারিতে উঠিলেন; বলিলেন, "বেটা তুই দেখিতে পাইতেছিস্ না—ওদিকে গ্রন্থ-সাহেবের চৌকী আছেন? ঐ চৌকীতে রাত্রি ১০টার পর গ্রন্থ-সাহেবকে শয়ন করাইতে হয়। বেটা, এখান হইতে দূর হইয়া যা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ভাই বল—পা'টা কোথায় রাখিব? দাঁড়াইয়া থাকিব, না পা'টা আকাশে তুলিব? তোমরা কোন্ দিকে পা' করিয়া শয়ন কর?" সাধু বলিলেন, "বেটা আমার সহিত তর্ক করিতেছিস্। আমরা যখন গ্রন্থ-সাহেবকে এদিক হইতে ওদিকে চৌকীর উপরে শয়ন করাইয়া দিই তখন এদিকে পা' করিয়া শুই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "বেশ, তোমরা সেই প্রকারে শয়ন কর, তারপর আমি শুইব। তোমরা নিরাকার পূর্ণ-পরব্রহ্মকে মান? কিন্তু জড়ীভূত পশুতুল্য হইয়া আছ। এ বিচার নাই যে, নিরাকার পরব্রহ্ম কোন্ স্থানে আছেন এবং কোন্ স্থানে নাই,—কোন্ দিকে আছেন এবং কোন্ দিকে নাই,—কোন্ বস্তুতে আছেন এবং কোন্ বস্তুতে নাই। তিনি পায়ের মধ্যেও আছেন এবং গ্রন্থ-সাহেব অর্থাৎ পুস্তক, কাগজ, কালির মধ্যেও আছেন। উত্তম মধ্যম সকল স্থানেই তিনি পরিপূর্ণ আছন এবং সকলই তিনি। প্রত্যক্ষ চেতনকে এদিক ওদিক পা' করিতে দিতেছে না

কিন্তু পুস্তক, কাগজ, কালি এবং মৃতদেহ যাহাকে পুঁতিয়া রাখাতে মাটি হইয়া গিয়াছে,—এই সকল মিথ্যা বস্তুকে শ্রেষ্ঠ গুরু বলিয়া মান্য করিতেছ, এবং প্রত্যক্ষ সত্য যে চৈতন্য, যিনি সকলকে প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহাকে ঘৃণা করিয়া অপমান করিতেছ! এই জন্যই রাজা, প্রজা, এবং সাধুরা বলহীন, তেজোহীন, শক্তিহীন হইয়া সকল বিষয়ে পরাধীন রহিয়াছেন, কষ্টের পরিসীমা নাই। তথাপি জ্ঞান হইতেছে না। অহঙ্কারে মত্ত হইয়া সকলে পশুবৎ হইয়া আছ। কিন্তু কি করিবে?—কেহই স্ববশে নাই। নেত্র থাকিলেও অন্ধকার ঘরে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেইরূপ অজ্ঞানাবস্থায় বোধাবোধ থাকে না ও কিছুই দেখা যায় না। পূর্ণ পরব্রহ্ম গুরুকে তোমরা চিনিতে পার না এবং ইহাও জানিতে পার না যে, তোমরা নিজে কে? সিন্ধু দেশের মুসলমান ফকিরেরাও এইরূপ মহম্মদের কব্বর আছে বলিয়া কাহাকেও পশ্চিম দিকে পা করিয়া শুইতে দেয় না। শুইলে প্রহারের চোটে পা সরাইয়া দেয়। হিন্দুরা প্রতিমার নিকট নতশির হয়। অনেক খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের লোক গির্জ্জার সাম্নে টুপী খুলিয়া হাঁটু নোয়ায়। সকলেই নিজের সাম্প্রদায়িক ব্যবহারকে উৎকৃষ্ট ও অপরের ব্যবহারকে নিকৃষ্ট বলে এবং নিজ নিজ প্রাধান্য স্থাপনার জন্য সর্ব্বদা বিবাদ বিদ্বেষে দুঃখভোগ করে। তোমাদের এবং মনুষ্যমাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক দেখা কর্ত্তব্য যে, যদি মৃত্তিকায় পরিণত মনুষ্যদেহকে ও ইট কাট চূণ পাথরকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থত সর্ব্বত্র রহিয়াছে। তবে স্থানবিশেষে পূজা করিবার প্রয়োজন কি? তোমরা এক বিশেষ বাটীকে মসজিদ, গির্জ্জা বা ঠাকুর ঘর কল্পনা করিয়া সম্প্রদায় অনুসারে মান্য করিতেছ ও একজন অপর জনের কল্পিত পবিত্র স্থানকে মান্য না করিয়া ঘৃণা করিতেছ। অথচ সমষ্টি মৃত্তিকারূপ পৃথিবী লইয়া পূর্ণ অখণ্ডাকার জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাকে তোমরা কেহই চিনিতেছ না ও মানিতেছ না। তিনি কি অন্তর্য্যামী নহেন? তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, চরাচরকে লইয়া অন্তরে বাহিরে পূর্ণরূপে বিরাজমান। তিনি কি মসজিদ ঠাকুরঘর প্রভৃতিরূপে কল্পিত বাটীতেই বাস করেন এবং অপরত্র তিনি নাই? তোমরা সকল উপাধি ত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাগত হও। তিনি সকল ভ্রান্তি লয় করিয়া তোমাদিগকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন।

শিবনারায়ণ ঐ সম্প্রদায়ের অপর এক উদাসীন সাধুর স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, সেখানকার মহাত্মা গ্রন্থ-সাহেবের সম্মুখে একটি কলসী পুঁতিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই কলসীর তলায় ছিদ্র করিয়া একটি সরু নর্দ্দামার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন। কলসীটী মাটির ভিতর এরূপভাবে পোঁতা যেন কেহ সহজে আসল ব্যাপার না জানিতে পারে। কলসীর মুখে একটী তামার ঘটী বসান আছে। সেই ঘটীরও তলায় একটী ছিদ্র। সেই ছিদ্র সহজে বন্ধ করিবার জন্য এরূপ উপায় করিয়াছেন যে, কেহ যেন কোন প্রকারে তাহা টের না পায়। যাত্রীরা সেই গ্রন্থ-সাহেবকে দর্শন করিতে যাইলে গ্রন্থ-সাহেবের জন্য সরবৎ ও মোহনভোগ লইয়া যায়। মহাত্মা যাত্রীদের ঘটী হইতে সেই সরবৎ ঐ তামার ঘটীর মধ্যে ঢালিয়া দেন এবং যাত্রীদিগকে বলেন,—নিরাকার নানকজী খাইয়া ফেলিলেন। মহাত্মা যে যাত্রীকে কিছু ধনী বলিয়া বোধ করেন, তাঁহার কাছে কিছু অর্থ লইবার অভিপ্রায়ে ঐ কৌশলযুক্ত ঘটীর ছিদ্রটী বন্ধ করিয়া তাহার মধ্যে সেই যাত্রীর সরবৎ ঢালিয়া দিয়া বলেন, "তোমাতে পাপ আছে; সেই কারণে তোমার সরবৎ নিরাকার নানক বাবা খাইলেন না। তুমি দশ বিশ টাকা গ্রন্থ-সাহেবকে দান কর, তাহা হইলে তোমার সকল পাপ উনি মোচন করিয়া সরবৎ পান করিবেন।" যাত্রীরা এই কথা শুনিয়া ক্ষমতানুসারে দশ পাঁচ টাকা দান করে। মহাত্মা সেই অবসরে ঘটীর ছিদ্রটী কৌশলে খুলিয়া দেন এবং সরবৎ ঘটী হইতে কলসীর মধ্যে পড়িয়া ক্রমে কলসী হইতে নর্দ্দামা বাহিয়া অপর কোন পাত্রে যাইয়া পড়ে। সাধু তখন যাত্রীকে ঘটী দেখাইয়া বলেন, "দেখ, নানক বাবা তোমার সরবৎ খাইয়া ফেলিলেন। তোমার অতি সৌভাগ্য।" যাত্রীরা শুনিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হয়।

যাহারা মোহনভোগ লইয়া যায়, তাহাদের মোহনভোগের উপর কৌশল দ্বারা তামার হাতের পাঁচটি অঙ্গুলির ছাপ লাগাইয়া মহাত্মা বলেন, "নানক বাবা তোমার মোহনভোগের উপর ছাপ দিয়াছেন।" যাত্রীরা শুনিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করে। তবে যাত্রীর নিকট টাকা আদায় করিতে হইলে এস্থলেও পূর্ব্বমত কৌশল অবলম্বনে প্রথমে টাকা আদায় তারপর ছাপ। রামসিং নামে একজন শিখ অতি বুদ্ধিমান ছিলেন। বহুদিবস পরে তিনি

সাধুদিগের এই সকল চাতুরী জানিতে পারিয়া অপর দুই চারিজন শিখের সহিত মিলিয়া সেই সকল তুলিয়া দিলেন এবং তাহাদিগকে পুনরায় এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। সেখানে গুরুমুখ সিং নামক একজন বুদ্ধিমান মহাত্মা শিখ ছিলেন। তিনি শিবনারায়ণকে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি যে কত প্রকার ছল কপটতা প্রয়োগ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে, তাহার সীমা নাই। মনুষ্যের সম্বন্ধে তাহাদের কিছুমাত্র দয়া বা ধর্ম্ম নাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

জ্বালামুখী তীর্থ।

শিবনারায়ণ পাহাড়ে পাহাড়ে জ্বালামুখী তীর্থে আসিলেন। সেখানে দেখিলেন যে, মন্দিরের মধ্যে একটা কুণ্ড খুঁদিয়া রাখিয়াছে, তাহার ভিতর ও দেওয়ালের চারিদিকে যেরূপ গ্যাস জ্বলে সেইরূপ সর্ব্বশুদ্ধ ছয় সাতটী অগ্নির জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে। কোনটীর শিখা অতিশয় প্রজ্জ্বলিত, কোনটীর বা তদপেক্ষা কম। এবং কুণ্ডের ভিতর যে অগ্নি জ্যোতিঃ জ্বলিতেছে, চারিদিক হইতে তাহাতে আহুতি দেওয়া হইতেছে। জ্যোতিঃ মন্দিরের ভিতরে এবং বাহিরে দেওয়ালের নিকট কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে জ্বলিতেছে। যাত্রীরা নানা প্রকার মিষ্টান্ন লইয়া ভিতরে দেওয়ালের জ্যোতিঃতে টিপিয়া দেয়। অধিকাংশই পড়িয়া যায়। অল্প যাহা লাগিয়া থাকে তাহা অগ্নিতে পুড়িয়া যায়। ইহাতে অবোধ লোকেরা কল্পনা করে যে, হস্তে অথবা কোন পাত্রে কোন দ্রব্য ধরিলে অগ্নির শিখা সেই পাত্রের উপর পড়িয়া আহুতি ভক্ষণ করেন।

কেবল এখানে কেন, চরাচরে সর্ব্বত্র অগ্নিব্রহ্ম আহুতি গ্রহণ করিতেছেন, ইনিই সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা মূর্ত্তিতে আকাশে দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন। সূর্য্যনারায়ণ যৎকিঞ্চিৎ তেজ প্রকাশ করিলে দেশে দেশে হাহাকার উঠে, পৃথিবী জ্বলিতে থাকে। যখন ইনি সমুদ্র হইতে তেজের দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া পৃথিবীর উপর বর্ষণ করেন, তখন পৃথিবী ও জীবজন্তু শীতল হয়।

শিবনারায়ণ একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কুণ্ড কে খনন করিয়াছেন এবং এই মন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা কে? এই মন্দির যে সোণালী গিল্টির পাত দিয়া ঢাকা তাহাই বা কাহার কৃত? এই জ্যোতিঃ কি পূর্ব্বকাল হইতে জ্বলিতেছে, না তোমরা কোন কৌশল করিয়া—যেরূপ গ্যাস জ্বালে সেইরূপ—জ্বালাইয়া রাখিয়াছ? আমাকে সত্য বল।" ঐ পাণ্ডা বড় ধীর ও শান্ত-স্বভাব ছিলেন। তিনি হাত জুড়িয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহাশয়, ইহার অনেক বৃত্তান্ত আছে। পূর্ব্বে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। আগে আওরংজীব প্রভৃতি মুসলমান বাদসাহগণ ও মহম্মদ ফকীর ইত্যাদি অনেকেই অধিকাংশ হিন্দুতীর্থের দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলেন। তাঁহারা শাস্ত্র, বেদ প্রভৃতি লইয়া অগ্নিতে পুড়াইতেন এবং ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে মুসলমান করিয়া লইতেন। সেই মুসলমান বাদসাহেরা কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরস্থ বিশ্বনাথ মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া চারিখণ্ড করিয়া এক খণ্ড সেইখানকার কূপে ফেলিয়া দেন; অপর দুই খণ্ড দিল্লীতে লইয়া গিয়া, একটা মসজিদের সিঁড়িতে, অন্যটা আপনাব সিংহাসনের সিঁড়িতে এবং শেষেরটা মক্কা কি মদিনার মস্‌জিদের সিঁড়িতে লাগাইয়া দেন। অভিপ্রায় এই—তাহার উপরে সকলে জুতা রাখিবে। উহারা বলিতেন যে, হিন্দুদিগের প্রত্যক্ষ দেবতা নাই। ইহারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করে। ইহাদের দেবতাদের কোন শক্তি নাই। তাহাদের মধ্যে একজন মুসলমান বলিল যে, "ইহাদের মধ্যে কেবল একটা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদেবতা জ্বালামুখীতে আছেন।" তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বলিল, "চল, সেখানে গিয়া দেখি, এটা সত্য কি মিথ্যা।" জ্বালামুখীতে আসিয়া দেখিল যে, অগ্নিজ্যোতিঃ যথার্থই পৃথিবী হইতে উর্দ্ধমুখে জ্বলিতেছে।

দেখিয়া উহাদের সন্দেহ হইল যে, পাণ্ডারা কৌশলের দ্বারা জ্বালাইয়া রাখিয়াছে এবং সন্দেহ নিবারণের জন্য মাটী খুঁড়িতে লাগিল। তত্রাচ অগ্নি জ্বলিতেছে দেখিয়া লোহার তাওয়া লইয়া সেই জ্যোতিঃর উপর ঢাকা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু এইরূপে সাতটী লোহার তাওয়া উপরি উপরি রাখিয়াও অগ্নিজ্যোতিঃ বন্ধ করিতে পারিল না—পাত্র ভেদ করিয়া জ্যোতিঃ ঊর্দ্ধমুখে উঠিতে লাগিল। তখন মুসলমান বাদসাহ বলিলেন যে, "হিন্দু দেবতার মধ্যে এক অগ্নি দেবতাই কেবল সকল দেশে প্রজ্জ্বলিত দেখা যাইতেছে, ইহাকে মান্য করা উচিত।" এই বলিয়া বাদসাহ ছোট মন্দির ভগ্ন করিয়া বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং মন্দির প্রস্তুত হইলে স্বর্ণের দ্বারা সেই মন্দির মোড়াই করিয়া দিলেন। কেবল যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হাত যায় সেই পর্য্যন্ত ফাঁক রহিয়াছে।"

অগ্নিজ্যোতিঃকে দর্শন করিবার জন্য জ্বালামুখী তীর্থে যাইবার প্রয়োজন নাই। সেই অগ্নিজ্যোতির ত সকল স্থানেই দর্শন হইয়া থাকে। তোমরাও ত নিজ নিজ ঘরে সেই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখ এবং সেই অগ্নি তোমাদের প্রত্যেকের শরীর মধ্যে আছেন। যে প্রত্যক্ষ পরমজ্যোতিঃ সূর্য্যনারায়ণ চন্দ্রমা দিবারাত্র জ্বলিতেছেন ও যাঁহার তেজ তৈল-ঘৃত-সংযোগ ব্যতীত স্বয়ং প্রজ্জ্বলিত, সেই সূর্য্যনারায়ণ এবং চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে তাঁহাকে দর্শন করিলে তিনি তোমাদের সকল দুঃখ পাপ মোচন করিয়া আনন্দস্বরূপ রাখিবেন।

পুষ্কর তীর্থ।

শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, সকল তীর্থের ত একইরূপ ভাব। সেই জন্য আর বদ্রিনারায়ণে না যাইয়া দিল্লী হইয়া মাড়ওয়ারে পুষ্কররাজে উপস্থিত হইলেন। তথায় একটী পুষ্করিণীতে সকলে স্নানাদি পুণ্যকার্য্য করে। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে দুইটা পাহাড়। পাহাড়ের উপর সাবিত্রী ও গায়ত্রী মাতার দুইটী মন্দির স্থাপিত। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ইহাঁরা সকল দুঃখ পাপ মোচন করিবেন। শিবনারায়ণ তত্রস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "সাবিত্রী ও গায়ত্রী মাতার শাস্ত্রাদিতে যে বর্ণনা আছে, তাহার সার অর্থ এই:—সাকার ব্রহ্ম অর্থে জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ। তাঁহারই

সাবিত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে, এবং চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ ব্রহ্মের গায়ত্রী নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এই জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর জীবকে সকল দুঃখ পাপ হইতে মুক্ত করেন। ইহাঁকে না চিনিয়া রাজা-প্রজা সকলে কল্পিত স্থানে যাইয়া ভ্রমে পতিত হন।"

আজমেড়।

আজমেড় সহরে আসিয়া শিবনারায়ণ এক মুসলমান খাজা সাহেবের কব্বর-স্থান ও তাহার পার্শ্বে একটি মস্‌জিদ দেখিলেন। কব্বর ঝাড় লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা উত্তমরূপে সাজান। কব্বর দর্শনের জন্য অনেক হিন্দু ও মুসলমান যাত্রী আসে। খাজা সাহেবের স্থানের ফকিরেরা চারিদিকের রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং পুষ্কর তীর্থের যাত্রীদিগকে নানা প্রকার ফলের লোভ দেখাইয়া কব্বর দর্শন করাইতে ডাকিয়া আনে। কব্বরের মধ্যে এজজন ফকির লুকাইয়া থাকে। অপর একজন বৃদ্ধ ফকির যাত্রীদিগকে বলে যে, "তোমরা ইহার ভিতরে একজন করিয়া হাত দাও এবং যাহা ইচ্ছা চাও; খোদা তোমাদিগকে তাহাই দিবেন।" হাত দিবামাত্র লুক্কায়িত ফকির তাহার হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানে এবং যাত্রীও উপর দিকে টানে। যাত্রী যদি স্ত্রীলোক হয়, তবে বৃদ্ধ ফকির সেই দুর্ব্বলা স্ত্রীলোককে বলিয়া দেয় যে, "তুমি হাত টানিও না, খোদ খোদা তোমার হাত ধরিয়াছেন, তোমার ভাগ্য ভাল, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে। এখন তুমি শীঘ্র দান পুণ্য কর। পাঁচসিকা হাত ধরাই এবং পাঁচসিকা হাত ছাড়াই—এই আড়াই টাকা তুমি এখানে দিয়া যাও। খোদা শীঘ্র তোমার হাত ছাড়িয়া দিবেন।" যাত্রী যদি বলে, "আমার কাছে আড়াই টাকা নাই, এই পাঁচ-সিকা দিতেছি, হাত ছাড়িয়া দাও," তাহা হইলে বৃদ্ধ মুসলমান ফকির বলে, "খোদ খোদা হাত ধরিয়াছেন, পাঁচসিকাতে হইবে না।" যাত্রী কষ্ট পাই-তেছে, কি আর করে? দুই টাকা দিয়া হাত ছাড়াইয়া লয়। শিবনারায়ণ তাহাদের এই ব্যবহার দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা যাত্রীদিগকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছ? উহারা শ্রদ্ধা করিয়া যাহা দেয়, তাহাই সন্তোষপূর্ব্বক গ্রহণ কর।" শুনিয়া বৃদ্ধ ফকির বলিল, "তুমি ফকির মানুষ, তোমার এসকল কথায়

প্রয়োজন কি? তুমি দর্শন করিয়া চলিয়া যাও” এবং শিবনারায়ণের গলায় এক ছড়া ফুলের মালা ও হাতে কতকগুলি ফুল দিয়া বিদায় করিতে চাহিল। শিবনারায়ণ বলিলেন, “মুসলমান ও হিন্দুগণকে ধিক্ যে, আপনার সনাতন ধর্ম্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বরকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল মৃত কব্বর-স্থানে বিশ্বাস করিয়া পড়িয়া আছে, এবং ফলে তেজোহীন, বলহীন, শক্তিহীন ও পরাধীন হইয়া রসাতলে যাইতেছে।”

শিবনারায়ণ কব্বর-স্থানের বাহিরে দুইজন ভদ্র মুসলমানের নিকট এই কথা বলায় তাহারা বলিল, “মহাশয়, আমরা তদন্ত করিয়া দেখিব। যথার্থ হইলে বড় লজ্জার কথা। তাহা হইলে আমরা গোপনে এই প্রপঞ্চ উঠাইয়া দিব। কিন্তু আপনি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিবেন না।”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বালকেশ্বর—বোম্বাই।

শিবনারায়ণ গুজরাটী আহম্মদাবাদ ও কাঠিওয়ার দেশস্থ সুরথ নগর হইয়া বোম্বাই সহরে সমুদ্রের ধারে বালকেশ্বর নামক গ্রামের শ্মশানে আসিলেন। সেখানে চিতার উপরে মৃত ব্যক্তির নাম খোদিত প্রস্তর আছে। শিবনারায়ণ সেই স্থানে সর্ব্বশরীর কাপড় আচ্ছাদিত করিয়া একটা প্রস্তরের উপর তিন দিবস পড়িয়া রহিলেন। কেহই তাঁহার খবর লইল না। যাহারা মৃতদেহ পোড়াইতে আসিত, তাহারা পাগল ভাবিয়া শিবনারায়ণকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না। শ্মশানের অনতিদূরে মাড়োয়ারীদের প্রতিষ্ঠিত একটী ঠাকুরবাটী আছে। সেখানে শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধুরা বাস করেন। তাঁহারা প্রতিদিন শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইত কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করিত না,—মুর্দ্দফরাস জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকটেও আসিত না। ঠাকুরবাটীর স্থাপন-কর্ত্তাদিগের অভিপ্রায় ছিল যে, অভ্যাগত সাধু মহাত্মারা সেই বাটীতে বিশ্রাম করিবেন। স্থাপনকর্ত্তাদিগের একজনের নাম জুয়াহরমল্, আর একজনের নাম শিবনারায়ণ, এবং অপরের নাম যমুনাদাস। সেই ঠাকুরবাটীর তত্ত্বাব-ধানের জন্য একজন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। অভ্যাগত

মহাত্মা সাধুগণ,' কোন প্রকারে অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পান, ইহা দেখা সেই পণ্ডিতের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। এইরূপ মহাত্মাদিগকে তিনি অনুসন্ধান-পূর্ব্বক ঠাকুরবাটীতে আনিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। সেই ব্রাহ্মণের নাম জালিরাম পণ্ডিত। তিনি এক দিবস শিবনারায়ণকে দেখিতে পাইয়া এক-খানি মাত্র বস্ত্র পরিয়া শিবনারায়ণের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহাকে নমস্কার করিলে?"

জালিরাম বলিলেন, "আপনাকে নমস্কার করিলাম।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আপনি কে যে আমাকে নমস্কার করিলেন?" জালিরাম উত্তর করিলেন, "হে মহারাজ, আমরা নরাধম, আমরা বিষয়ভোগে আসক্ত হইয়া সর্ব্বদা কাতর হইয়া আছি। আপনাকে জানিতে পারি নাই এবং পরমাত্মাকেও জানিতে অপারগ। আপনি কে—আমি কেমন করিয়া চিনিব? কিন্তু এই জানিতে পারিতেছি যে, আপনি মহাত্মা এবং ত্যাগীপুরুষ,—পরমাত্মার জানিত লোক। আপনি পরমাত্মা এইরূপ জানিয়াই আমি নমস্কার করিলাম।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি যে, তুমিও ত সেই ব্যক্তি; তবে তোমার চিন্তা কি?" জালিরাম বলিলেন, "শাস্ত্রে এইরূপ লিখা আছে বটে, কিন্তু আপনার মত অভ্যাস করিয়া যদি স্বরূপে নিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে জীব কৃতার্থ হয়।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যদ্যপি তোমার স্বরূপে নিষ্ঠা না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও তুমিই স্বরূপে আছ। তোমার ভাবিত হইবার কোন কারণ নাই।" জালিরাম উত্তর করিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কতদিন এখানে আসিয়াছেন এবং আপনার আহারের কিরূপ হইতেছে? আপনাকে কেহ দেখিয়াছে কি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি তিন দিবস আসিয়াছি। আমাকে অনেকে দেখিয়াছে। কিন্তু কেহই আহারের জন্য জিজ্ঞাসা করে নাই।" জালিরাম পণ্ডিত বলিলেন, "কি আহার করিবেন, আমাকে আজ্ঞা করুন, আমি এইখানে আনিয়া দিই। না হয় ঠাকুরবাটীতে চলুন, সেইখানে আপনাদের জন্য বৃহৎ বাটী আছে। আপনার যতদিন ইচ্ছা দোতলায় থাকিবেন। আহারাদির ব্যবস্থা সেইখানেই হইবেক এবং বড় বড় জ্ঞানী ধনীলোক আপনার চরণ দর্শন করিতে আমার সঙ্গে আসিবেন।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার ধনীলোকের সহিত কোন প্রয়োজন নাই, এবং আমার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। যদ্যপি তোমার শ্রদ্ধা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অন্ন এই স্থানে পাঠাইয়া দিতে পার।" জালিরাম বলিলেন, "আমি পাঠাইয়া দিতে পারি এবং নিজেও আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু আপনি যে স্থানে আছেন, সেখানে শবদাহ হয়। লোকে এখানে আসিতে ঘৃণা করে। আপনি কৃপা করিয়া আমার সহিত ঠাকুরবাটীতে আসুন।" তাঁহার প্রার্থনামত শিবনারায়ণ ঠাকুরবাটীতে যাইয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলেন। জালিরাম পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচিত মহাজনেরা আসিয়া শিবনারায়ণকে দর্শন করিলেন এবং যাইবার সময় বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটী আসিয়া বাটী পবিত্র করিয়া দিউন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমাদের বাটী ত সর্ব্বদাই পবিত্র আছে; এটি কেবল মনের ভ্রম।"

তাঁহারা কোন মতে শিবনারায়ণকে ছাড়িলেন না। ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। সেই সময় তদ্দেশীয় জয়কিষণ নামক প্রধান পণ্ডিতের কোন শিষ্য শিবনারায়ণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; তাঁহার প্রার্থনামত তিনি জয়কিষণ পণ্ডিতের নিকট যাইতে সম্মত হইলেন। জয়কিষণ পণ্ডিত অতিশয় ধীর, বিজ্ঞ ও নম্রপ্রকৃতির লোক। নিত্য যোগবাশিষ্ঠ ও গীতাদি পারমার্থিক পুস্তক পাঠ করিতেন। শিবনারায়ণকে দেখিয়া তিনি অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে বিধিপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং তাঁহার সমস্ত ভাব লক্ষণ দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিশেষ সন্তোষের সহিত শিষ্যকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "প্রকৃত মহাত্মাকে আমার নিকটে আনিয়াছ।" তৎকালে সেই স্থানে অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানী মাড়োয়ারী কয়েকটী অতি উত্তম লোকহিতকর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রশ্ন।

জয়কিষণ পণ্ডিতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, জগতের মধ্যে ত্যাগী ব্যক্তি কে?" জয়কিষণ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "যখন সম্মুখে মহাত্মা

বসিয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি আর কি বলিব? আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যাঁহার অন্তর হইতে ত্যাগ হইয়াছে সেই ব্যক্তিই ত্যাগী।" তত্রস্থ অপর একজন পণ্ডিত বলিলেন, "সাধু মহাত্মারাই ত্যাগী ব্যক্তি।"

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মাগণ ত্যাগী বটেন। কিন্তু এখানে গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখিতে হয়, মহাত্মাগণ কোন্ বিষয়ে ত্যাগী। গৃহস্থেরাই প্রধান ত্যাগী। কেন না, সাধু মহাত্মাগণ এই দৃশ্যমান মায়াময় জগৎকে স্বপ্নবৎ অসৎ পদার্থ জ্ঞান করিয়া মিথ্যা বোধে ত্যাগী হন। আর তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অহঙ্কারপ্রযুক্ত মনে করেন যে, "আমি বড় ত্যাগী"। এবং অপর লোকও মনে করেন যে, এই সাধু মহাত্মা বড়ই ত্যাগী; কেন না, ইনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি মিথ্যা বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তিগণ সৎ বস্তুকে ত্যাগ করিয়া অসৎ পদার্থে আসক্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ সৎ স্বরূপ যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, গুরু, মাতা ও পিতা যাঁহার দ্বারা যাবতীয় বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকেই ত্যাগ করিয়া গৃহস্থধর্ম্ম পালন করিতেছেন। অতএব এরূপ স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই উভয়ের মধ্যে কাহারা প্রকৃত ত্যাগী? বস্তুতঃ সকলেরই বিচারপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখা উচিত যে, আমার কি বস্তু ছিল যে আমি ত্যাগ করিয়াছি ও এমন কি বস্তু আছে যে, আমি গ্রহণ করিব? যখন আমার একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই তখন আমার কি এমন আছে যে, তাহা অহঙ্কারপ্রযুক্ত বলিতে পারি, ত্যাগ বা গ্রহণ করিয়াছি? আমার ত্যাগ ও গ্রহণের কিছুমাত্র সাধ্য নাই। কারণ, যাবতীয় পদার্থ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের এবং আমিও তাঁহারই অংশ মাত্র। যখন পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে প্রকাশমান আছেন, যখন তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কিছুই নাই, তখন কি ত্যাগ করিব ও কি গ্রহণ করিব? যিনি সকলেতেই সমভাবে আছেন, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ত্যাগী; তিনিই যথার্থ ত্যাগ ও গ্রহণের ভাব বুঝেন। তিনি গৃহস্থ বা সন্ন্যাস, যে কোন ধর্ম্মেই থাকুন, তাঁহার পক্ষে সকলই সমান।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

দ্বিতীয় প্রশ্ন

মাড়োয়ারী জয়কিষণ পণ্ডিতকে মাঝে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ওঁকার, ব্রহ্মগায়িত্রী, যজ্ঞাহুতি ও বেদ অধ্যয়ন ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে শূদ্র এবং স্ত্রীলোকদিগের কি কারণে অধিকার নাই?" তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন, "কোন কোন শাস্ত্রে লিখা আছে যে, উহাদের অধিকার নাই; কেন নাই, তাহার কারণ সম্মুখস্থিত মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "অধিকার ও অনধিকার সকলের মধ্যে আছে। আমি স্থূলতঃ বুঝাইয়া দিতেছি, তোমরা সূক্ষ্মরূপে ভাব গ্রহণ কর। যেমন—যাহার জলের পিপাসা হইয়াছে, তাহাকে অন্ন দিলে সে কখনই তাহাতে প্রীত হইবে না; অতএব সে জলের অধিকারী। আবার যে ব্যক্তির অন্নের ক্ষুধা লাগিয়াছে, তাহাকে জল দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হইবেক না; অতএব সে জলের অনধিকারী। সেইরূপ কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মিথ্যা অসৎ পদার্থে অত্যন্ত আসক্তিপ্রযুক্ত যে ব্যক্তির তাহা ভোগ করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু সত্য যে সৎ পদার্থ, তাহাতে কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, সেই ব্যক্তিকে সৎ পদার্থ অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মার কথা গ্রহণ করিতে বলিলে তাহা তাহার প্রিয় হইবে না। অতএব সে তখন শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অনধিকারী। শূদ্র, স্ত্রী, অথবা ব্রাহ্মণ—এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মাত্রই অনধিকারী। যে ব্যক্তির অসৎ পদার্থ ইচ্ছা নাই এবং অসৎ পদার্থে লিপ্ত থাকিয়াও সৎ পদার্থের প্রতি অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে অভিন্ন হইতে অথবা প্রেম ও ভক্তি সহকারে তাঁহাকে জানিতে একান্ত ইচ্ছা আছে, সে ব্যক্তি অসৎ পদার্থের অনধিকারী এবং সৎ পদার্থে অধিকারী। অর্থাৎ ওঁকার, ব্রহ্ম-গায়ত্রী, যজ্ঞাহুতি ও বেদাদি শাস্ত্র এবং ব্রহ্মচর্য্য ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ কার্য্যে তিনি অধিকারী হইবেন। শ্রেষ্ঠ কার্য্য যে করিবে অবশ্যই তাহার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইবে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, শূদ্র হউক

অথবা ব্রাহ্মণ হউক, সকলেই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিলে শ্রেষ্ঠ ফলই প্রাপ্ত হইবেক। তোমাদের মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রেও লিখা আছে যে,—

"শূদ্রং ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়ঃ জাতমেবস্তু বিদ্যাৎ বৈশ্যস্তথৈবচ।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়—যে কেহ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে সেই ব্রাহ্মণ হইবে; এবং ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও নিকৃষ্ট কার্য্যের কর্ত্তা শূদ্র হইবে। নিরবলম্ব উপনিষদেও লিখা আছে যে,—

"কো ব্রাহ্মণঃ।"
"যো ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ"

যে ব্যক্তির সমদৃষ্টি হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ ব্রহ্মময় সংসার দেখিতেছেন, সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ শব্দে কথিত হন। ইহাতে দেখা যায় যে, শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন যথার্থ ব্রাহ্মণ কোটির মধ্যে এক আধজন পাওয়া সম্ভব। যজুর্ব্বেদে লিখা আছে ঃ—

যথেমাং বাচং কল্যাণি মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যভ্যাং শূদ্রায়াচার্য্যায় চস্বায়চারণায়॥ অধ্যায় ২৬।২

ইহার ভাবার্থ এই যে, আমি যে এই কল্যাণকর বাক্য কহিতেছি ইহা ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সকলেই গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ সকলেই বেদপাঠ করিয়া বেদের সারভাব পরমাত্মাকে গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিবে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং শূদ্র হইতেও অতিশূদ্র, চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জাতির স্ত্রী ও পুরুষ সকলেই বেদ ও শাস্ত্রাদি পাঠপূর্ব্বক তাহার সার ভাবার্থ গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন, ইহাতে কোন বাধা নাই; এবং ওঁকার মন্ত্র জপ এবং ব্রহ্মগায়ত্রী উপদেশ অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুকে উপাসনা নামক তাঁহাকে জানিবার জন্য যে জ্ঞান উপার্জ্জন—তাঁহাকেই বেদপাঠ বলে, অর্থাৎ জ্ঞানের নামই বেদ। যে শাস্ত্রে সত্য বাক্য আছে ও যিনি সত্য বলেন, তাহাকেই বেদ জানিবে। সেই এক অদ্বিতীয় জ্ঞান তোমাদের ভিতর-বাহিরে জ্যোতিঃ-স্বরূপে পরিপূর্ণ আছেন। এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে বুঝিয়া লইবে।

এই উপদেশ শুনিয়া মাড়োয়ারী বলিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্রেতে উহাও ত লিখা আছে যে,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্‌বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥"

অর্থাৎ জীব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপে কোন বোধ থাকে না; সেই অবস্থাকে শূদ্রত্ব বলে। যখন সেই জীবের সংস্কার হয়, তখন তাহাকে দ্বিজ বলা যায়। সেই জীব যখন বেদপাঠ করেন, তখন তাঁহাকে বিপ্র বলা হয়, অর্থাৎ যখন জ্ঞান উপার্জ্জন করেন, তখন বিপ্রশব্দে কথিত হন। এবং যখন জীব ব্রহ্মকে জানেন, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণ সংজ্ঞা হয়। জীবের যখন পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মা গুরুর উপাসনায় অদ্বৈত জ্ঞানের উদয়ে জীবাত্মা ও পরমাত্মায়, অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে মিলিত হইয়া যান, তখন ঐ অবস্থাপন্ন জীবকে ব্রহ্ম বলা হয়।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "একথা সত্য।" জয়কিষণ পণ্ডিতও বলিলেন যে, "এইরূপ অবস্থা হইলে সৌভাগ্য।" উপস্থিত একজন স্বার্থপরায়ণ পণ্ডিত যিনি সব ভাবকে বুঝিয়াও বুঝেন না এবং কথিত বিষয়ের ভাবগ্রহণ করিয়াও করিলেন না। তিনি বলিলেন, "শূদ্র কখনই শ্রেষ্ঠ কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না।" তখন শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা কাহাকে শূদ্র বল— শূদ্র বস্তুটা কি? নিকৃষ্ট কার্য্য ও গুণের নাম শূদ্র—কিম্বা জীবের স্থূল শরীরের নাম শূদ্র,—অথবা জীবনের সূক্ষ্ম শরীরের নাম শূদ্র? যদ্যপি জীবের সূক্ষ্ম শরীরের নাম শূদ্র হয়, তাহা হইলে সমূহ জীব একই ঈশ্বরের অংশ, সুতরাং সমান ভাবে সকল জীবই তুল্য। জীব যদি স্বরূপে শূদ্র হয়, তাহা হইলে সকল জীবই শূদ্র। যদি জীবের স্থূল শরীরকে শূদ্র বলা হয়, তাহা হইলে একই ধাতু হইতে হাড়, মাংস, রক্ত ইত্যাদি স্থূল শরীর নির্ম্মিত হওয়া প্রযুক্ত সকল জীবই শূদ্র। বস্তুতঃ জীবের স্বরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা কখনই হইতে পারে না,—হইবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল অবস্থাভেদে গুণক্রিয়ার তারতম্য অনুসারে সামাজিক নিয়মমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইত্যাদি সংজ্ঞা হয়। কিন্তু স্বরূপপক্ষে ইহার

কিছুই নাই। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ কার্য্য করেন এবং যে ব্যক্তিতে উত্তম গুণ বর্ত্তায় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ; আর যে ব্যক্তি নিকৃষ্ট কার্য্য করে ও যাহাতে নিকৃষ্ট গুণ প্রকাশ পায় সেই শূদ্র জানিও। প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, হিন্দুসমাজ হইতে কোন ব্রাহ্মণ মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টীয়ান হইলে তাহাকে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ বলিয়া কেহই গ্রহণ কর না, তাহাকে সকলেই অতিশয় ঘৃণা কর ও তাহার গাত্রস্পর্শ করিতেও ইচ্ছা কর না। কিন্তু সেই ব্যক্তি আপনার সমাজজাত গুণ ক্রিয়া ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া অপরের সমাজ অনুযায়ী গুণ ক্রিয়া অবলম্বন করিয়াছে মাত্র। সেই জন্যই গুণ ও ক্রিয়াভেদে তাহার প্রতি মুসলমান অথবা খ্রীষ্টীয়ান শব্দের প্রয়োগ হয়। নতুবা সে ব্যক্তি যখন হিন্দুধর্ম্মে ছিল, তখনও সে যাহা ছিল মুসলমান অথবা খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের মধ্যে যাইয়াও সে তাহাই আছে; তাহার শারীরিক বা ইন্দ্রিয়ঘটিত কোন রূপান্তর হয় নাই—কেবল গুণ ও ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। ঈশ্বর শরীর গঠন করিয়া যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কার্য্য হইবে ও যে গুণ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ পাইবে বলিয়া নিয়ম করিয়াছেন, সেই সকল ঈশ্বরাধীন কার্য্যে কাহারও কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই। নেত্রের যে গুণ তাহা নেত্রেই থাকিবে; কর্ণের যে গুণ তাহা কর্ণেই থাকিবে; এবং হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়গণের যাহার যে গুণ তাহা তাহাতে অবশ্যই থাকিবে—স্বরূপ খ্রীষ্টীয়ান বা মুসলমান হইবে না অর্থাৎ তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না, কেবল নাম পরিবর্ত্তন মাত্র হইবে। ইহা না বুঝিয়া লোকে নানা প্রকার মিথ্যা ভ্রমে পড়িয়া থাকে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

তৃতীয় প্রশ্ন।

মাড়োয়ারী পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আমাদিগের হিন্দুসমাজ হইতে যদি কেহ খ্রীষ্টীয়ান কিম্বা মুসলমান হয় এবং যদি সেই ব্যক্তি পুনরায় হিন্দুসমাজে আসিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহাকে আমরা হিন্দুধর্ম্মে লইতে পারি কি না?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে শ্রোতাগণ, তোমরা গম্ভীর ও শান্তরূপে বিচার করিয়া দেখ যে, পবিত্র ব্যক্তি অপবিত্র ব্যক্তিকে আপন গুণ প্রদান করিয়া আপনার স্বরূপে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পবিত্র পদে লয়েন, অপবিত্র কিন্তু অপবিত্রকে শুদ্ধ করিতে পারে না। যেরূপ স্থূল পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বস্তু অগ্নি যত নিকৃষ্ট স্থূল পদার্থকে দগ্ধ করিয়া আপনার স্বরূপ বলিয়া লয়েন; অর্থাৎ চন্দন ও বিষ্ঠা উভয়কে সমান রূপে ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপে এক করিয়া লয়েন এবং অগ্নি স্বয়ং শ্রেষ্ঠপদে শুদ্ধরূপে থাকেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় নদীর জল সমুদ্রে গিয়া পড়ে ও সমুদ্র সেই সমুদায় জল নিজের সহিত মিশ্রিত করিয়া একই ভাবে পরিপূর্ণ থাকে। সেইরূপ যখন হিন্দুসমাজ শ্রেষ্ঠ ছিল, তখন হিন্দুগণ শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতেন ও করাইতেন। যখন হিন্দুর ন্যায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ গুণ অর্থাৎ তেজ, বল, বুদ্ধি ইত্যাদি অন্য কোন সমাজে ছিল না, তখন হিন্দু সকলকেই সমভাবে লইয়া চলিতেন। এক্ষণে তোমাদের হিন্দুসমাজের মধ্যে যগুপি কোন তেজীয়ান, জ্ঞানবান, অগ্নি ও সমুদ্রবৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকেন, তাহা হইলে খ্রীষ্টীয়ান ও মুসলমান হইতে কেহ হিন্দুসমাজে আসিতে ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে ওঁকার অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মের নাম একবার অথবা দশবার শুনাইয়া অনায়াসে আপন ধর্ম্মে লইতেন, তাহাতে কোন ভয় ও সংশয় করিতেন না। কিন্তু জ্ঞান ও বলহীন পুরুষের তাহাকে লইতে সাহস হইবে না, মনের মধ্যে ভয় ও গ্লানি উপস্থিত হইবে।"

চতুর্থ প্রশ্ন।

পুনরায় সেই মাড়োয়ারী জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, ওঁকার সকলে বলে, কিন্তু ওঁকার কি বস্তু, ওঁকারের স্বরূপ কি, ওঁকার কোথায় থাকেন, ওঁকার নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে অদৃশ্য, দেখা যাইবেন না, মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর; আর যদি সাকার হন, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন।"

জয়কিষণ পণ্ডিত বলিলেন, "আমাকে কেন মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিতেছ; সাক্ষাৎ স্বয়ং মহাত্মা বসিয়া আছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, ঈশ্বরের নামে ওঁকার এবং অকার, উকার এবং মকার

যুক্ত হইয়া ওঁকার হয়।" মাড়োয়ারী বলিল, "মহারাজ, যদি অকার, উকার ও মকার এই তিনে ওঁকার হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপও সাকার পদার্থ হইবে, নিরাকারে ত অকার, উকার, মকার হইতে পারে না। নিরাকারে একই ব্রহ্ম পরিপূর্ণ ভাবে আছেন। কিন্তু সাকার হইলে সাকার ব্রহ্মের নাম অ, উ, ম অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ ও বর্ণ থাকে এবং ওঁকার শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মার নাম হইতে পারে। যাহা হউক, এখন মহাত্মার কথায় সকল সংশয় নিবারণ হইবে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে শ্রোতাগণ, ঋষি, মুনি ও পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁহার অন্তর হইতে যেরূপ ভাব প্রকাশ হইয়াছে অর্থাৎ অন্তর্য্যামী যেরূপে যাঁহাকে অন্তর হইতে দেখাইয়াছেন, তিনি সেইরূপেই ওঁকারের অর্থ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি তোমাদিগকে স্থূল করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিতেছি ও বুঝাইয়া দিতেছি, তোমরা সূক্ষ্মভাবে পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিও। নিরাকার পরব্রহ্মের ওঁকার নাম কল্পনা হয় নাই। যখন তিনি নিরাকার হইতে জগৎস্বরূপে বিস্তার হন, তখন সেই সাকার রূপ চরাচরকে লইয়া বিরাট সমষ্টি ঈশ্বরের শরীরকে মুনি, ঋষি, মহাত্মা ইত্যাদি ভক্তগণ ওঁকার নামে কল্পিত করিয়া থাকেন। এবং এই ওঁকার নাম জপ করিলে, পূর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা হইয়া থাকে। তিনি যখন নিরাকার হইতে সাকার হন তখন অকার, উকার, মকার অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ হইতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া আসিতেছে ও হইবে। রজোগুণ হইতে যখন ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তখন তিনি ব্রহ্মা নামে উক্ত হন। যখন সত্ত্বগুণ হইতে তিনি এই জগৎ চরাচরকে পালন করেন, তখন তাঁহার প্রতি বিষ্ণু ভগবান নাম প্রয়োগ করা হয়। এবং যখন তমোগুণে এই সৃষ্টিকে সংহার অর্থাৎ লয় করিয়া আপনার স্বরূপেই স্থিতি করেন, তখন তিনি বিশ্বনাথ নামে কল্পিত। এই তিনের নাম অকার, উকার, মকার। প্রত্যক্ষ তেজঃ সাকার জ্যোতিঃস্বরূপ দিবারাত্র প্রকাশমান আছেন এবং সেই ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম অকার, উকার, মকার এই তিন বিভাগ হইতে সাত ভাগ হইয়া প্রত্যক্ষ সাকার স্বরূপে বিরাজমান আছেন। এই সাত ভাগের নাম কোন শাস্ত্রে

সাত দ্রব্য বলে, কোন শাস্ত্রে সাত বস্তু বলে, এবং সেই সাতকে সাত ঋষিও বলে, এবং জীবকে লইয়া অষ্ট প্রকৃতিও বলে, এবং গায়ত্রীর সপ্ত ব্যাহৃতিও বলে, যথা, ওঁ ভূঃ ওঁ ভুব ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং; এবং তাঁহাকে সাবিত্রীও বলে। এবং ব্যাকরণে ইহাকে সাত বিভক্তি বলে। এই সাতের নাম প্রত্যক্ষ পৃথিবী; জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্য-নারায়ণ। এই সাত ভাগ ওঁকার প্রণব ব্রহ্ম হইতে এই সকল চরাচর স্ত্রী পুরুষের স্থূল এবং সূক্ষ্ম শরীরের গঠন হইয়াছে, ওঁ ভূঃ যে পৃথিবী-ওঁকার তাহা হইতে স্ত্রী ও পুরুষের হাড় মাংস গঠন হইয়াছে, ওঁ ভুবঃ জল-ওঁকার হইতে রক্ত হইয়াছে, ওঁ স্বঃ অগ্নি-ওঁকার হইতে অন্ন পরিপাক হইতেছে, ওঁ মহঃ বায়ু-ওঁকার হইতে সমষ্টি শরীরের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাস চলিতেছে, ওঁ জনঃ আকাশ-ওঁকার হইতে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি কর্ণদ্বারে শব্দ শুনিতেছে, ওঁ তপঃ চন্দ্রমাজ্যোতিঃ-ওঁকার হইতে কণ্ঠভাগে সকলেই কথা বলিতেছেন ও সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে, এবং ওঁ সত্যং সূর্য্যনারায়ণ-ওঁকার হইতে নেত্রদ্বারে সকলে রূপ দৃষ্টি করিতেছেন এবং সেই জ্যোতিঃ দ্বারা বেদান্ত, বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেছেন। সেই জ্যোতির সঙ্গ করিলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্যই সিদ্ধ হয়।

এইরূপে ওঁকার প্রণব ব্রহ্মকে সমুদায় বিভক্তি অর্থাৎ শব্দার্থভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই ওঁকারস্বরূপ অতএব স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েরই ওঁকার জপিবার অধিকার আছে, তাহাতে সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ ওঁকারকেই দেবী মাতা, শক্তিস্বরূপা বলিয়া আহ্বান করা হয়; যথা—"ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ইত্যাদি" মন্ত্র। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই ওঁকার দেবীস্বরূপ অর্থাৎ সকলেই পরব্রহ্মের স্বরূপ।

মাড়োয়ারী বলিলেন, "মহাশয়, আপনি ওঁকার প্রণবের কথায় যে বলিলেন, ওঁকার সাত ভাগ হইয়া চরাচর বিরাট পরব্রহ্মের শরীর গঠন করিয়াছে, সে কিরূপ আমি বুঝিতে পারিলাম না! ইহা পৃথক্ পৃথক্ হইয়া সাতটা হইয়াছে, না, "একই ব্যক্তি আছেন? এবং কিরূপে তাঁহাকে ধ্যান-ধারণা করিব?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, তুমি একাগ্রচিত্তে গম্ভীরভাবে শ্রবণ কর। তিনি সাতটা নহেন, একই পুরুষ বিরাজমান আছেন। কিন্তু বহির্মুখে পৃথক্ পৃথক্

বলিয়া বোধ হইতেছে। তোমার শরীরের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বোধ হইতেছে—যাহাকে পৃথক্ পৃথক্ ধাতু ও দ্রব্য বলে। নেত্রে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, নাসিকায় দুর্গন্ধ ও সুগন্ধ লইতেছ, মুখ দ্বারা বাক্য উচ্চারণ করিতেছ, কর্ণ দ্বারা শুনিতে পাইতেছ কিন্তু দেখিতে পাইতেছ না। এইরূপে বহির্মুখে একই শরীর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দেখা যাইতেছে এবং পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়ের পৃথক্ পৃথক্ গুণ ঘটিতেছে ও বোধ হইতেছে। কিন্তু এই শরীরে বোধকর্ত্তা তুমি একই পুরুষ বিরাজমান আছ এবং সকল ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির দ্বারা অন্তর হইতে সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতেছ। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর তোমারই এবং তুমিই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির স্বামী। এইরূপ এই আকাশের মধ্যে যদিও বহির্মুখে পৃথিব্যাদি পৃথক্ পৃথক্ সাতটা বোধ হইতেছে, তথাপি এই জগৎ চরাচরকে লইয়া বিরাটস্বরূপ একই পুরুষ একই ভাবে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার এক এক অঙ্গ দ্বারা এক এক কর্ম্ম করিতেছেন ও করাইতেছেন ও এক এক গুণ এক এক অঙ্গের দ্বারা গ্রহণ করিতেছেন। যেমন তুমি তোমার সমস্ত শরীরের মধ্যে চেতন, তোমার ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে কোন সুখ বা দুঃখ হইলে বোধ করিতে পার, মনে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটিলে মনের ভাব বুঝিতে পার, অথবা অঙ্গের কোন স্থানে পিঁপীড়া কামড়াইলে বা অন্যরূপ বেদনা হইলে তাহা অনুভব করিতে পার এবং তোমার ক্ষুদ্র শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এবং অন্তরের ও বাহিরের ভাব বুঝিতে পার, সেইরূপ সমস্ত জগৎ-চরাচররূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গযুক্ত বিরাট-শরীরের অন্তর হইতে অন্তর্য্যামী ভগবানও সমস্তই বুঝেন ও সকল জীবের অন্তর হইতে প্রেরণা দ্বারা বুঝাইয়া দেন। তুমি যেমন তোমার স্থূল শরীরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, চরাচর বিরাট সমষ্টি শরীরের মধ্যে জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময়ও সেইরূপ। তোমরা সেই জ্যোতিঃস্বরূপকে একমাত্র জগৎপিতা ও জগন্মাতা এবং জগদ্‌গুরু জ্ঞানে প্রতিদিন প্রাতে ও সায়াংকালে আন্তরিক নম্রভাবে তাঁহার চক্ষুস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের সম্মুখে পূর্ণরূপে প্রণাম করিবে এবং সর্ব্বদা ওঁকার মন্ত্র জপ করিবে। তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারিয়া তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন ও তোমাদের অন্তরে জ্ঞান প্রদান করিয়া আপনার জ্যোতিঃস্বরূপে অভিন্ন

করিয়া লইবেন এবং তুমি নির্গুণ নিরাকার পরব্রহ্মে স্থিতি করিয়া সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবে। কোন সুবোধ পুত্রকন্যা মাতাপিতার নেত্রের সম্মুখে করযোড়ে নম্রভাবে প্রণাম করিলে তাঁহারা দেখিয়া সন্তানের ভাব বুঝেন যে, "আমার ছেলে আমাকে প্রণাম করিতেছে," এবং অন্তরে আনন্দিত হইয়া স্নেহপূর্ব্বক যাহাতে তাহারা সুখে থাকে তাহারই চেষ্টা করেন; এখানেও সেইরূপ। চরাচর রাজাপ্রজা তাঁহার পুত্রকন্যা এবং বিরাট পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তোমাদের পিতামাতা বলিয়া জানিবে। তাঁহার জ্যোতির্নেত্রের সম্মুখে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলে তিনি তোমাদের অন্তরের সকল ভাব বুঝিতে পারিবেন এবং অন্তর হইতে তোমাদিগকে সুবদ্ধি প্রদান করিয়া যাহাতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পার তাহাই করিবেন।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম প্রশ্ন।

মাড়োয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, বেদ, শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র পুরাণাদিতে নানা মুনি নানা মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অতএব এরূপ বিভেদের স্থলে, আমরা—রাজা, প্রজা, পণ্ডিতগণ—কোন্ মতকে স্থির বলিয়া গ্রহণ করিব? কোনও মতই আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, 'হে শ্রোতাগণ, তোমরা বস্তু বিচার কর তাহা হইলে তোমাদের সমস্ত ভ্রম নিবারণ হইবে। তোমরা বিচার করিয়া দেখ যে, এই আকাশের মধ্যে কোন্ বস্তুই বা সত্য এবং কোন্ বস্তুই বা অসত্য আছে। এইরূপ সৎ অসতের বিচার করিয়া পূর্ণপরব্রহ্ম-জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার ও সাকাররূপে প্রত্যক্ষ বিরাজমান সত্যতে অর্থাৎ সদ্বস্তুতে নিষ্ঠা রাখ। সহস্র লোকে সহস্র মত প্রচলিত করিলেও তাঁহার হ্রাসবৃদ্ধি বা রূপান্তর ঘটাইতে পারিবেন না—তিনি যাহা আছেন তাহাই থাকিবেন। দেখ কত প্রকারে কত মত এই পৃথিবীর উপর প্রকাশ হইতেছে ও লয় হইয়া যাইতেছে। কোন মতে

কি একটি তৃণমাত্রও উৎপন্ন করিয়াছে, না, করিতে পারিবে? অনাদি-কাল হইতে পরব্রহ্ম একই ভাবে চলিয়া আসিতেছেন। দেখ, নিরাকার ব্রহ্ম যেমন তেমনই আছেন এবং সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপে প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, আকাশ বায়ুস্বরূপে, অগ্নি জল পৃথিবীস্বরূপে তোমরা চরাচর ইত্যাদি যেমন তেমনই ভাবে এই আকাশের মধ্যে প্রকাশমান আছ। ইহার মধ্যে তিলমাত্র কেহ কমাইতে বা বাড়াইতে পারেন নাই, পারিবেন না। ঋষি, মুনি, পীর পয়গম্বর যীশুখৃষ্ট ইত্যাদি অবতারগণ এবং পণ্ডিত, বাবু, রাজা, প্রজা, হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ ও অপরাপর মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ কেহই তাহার তিলমাত্রও প্রভেদ করিতে পারেন নাই। মুখে এবং শাস্ত্রে যিনি যত মতই প্রকাশ করুন না কেন, এককে দুই করিবার সাধ্য কাহারও নাই। অতএব রাজা-প্রজা ইত্যাদি ব্যক্তিগণের বিচারপূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তভাবে সৎ বস্তুতে নিষ্ঠা রাখিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সকল দুঃখের মোচন হইবে। সৎবস্তু যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি নিরাকার ও সাকাররূপে পরিপূর্ণ আছেন। কেবলমাত্র তাঁহাকেই ধারণা করিলে সমস্ত ভ্রম ও সংশয় নিবারণ হয়। অতএব কাহারও কোন মতে যাইবার প্রয়োজন নাই। ভাবিয়া বুঝিতে গেলে সকলই এক। প্রত্যক্ষ স্থূলভাবে দেখ, যখন সকল মতের ব্যক্তি একই পৃথিবী আধারে রহিয়াছেন এবং একই অগ্নি দ্বারা সকল মতের ব্যক্তিরই ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে, এবং বায়ুদ্বারা সকলেরই নাসিকাদ্বারে শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছে, একই আকাশ দ্বারা সকলেই কর্ণদ্বারে শব্দ শুনিতেছেন, এবং একই সূর্য্যনারায়ণ প্রকাশ হইলে সকল মতের লোকেরাই তাঁহাকে নেত্রদ্বারে দেখিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন গড্, আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ কি নানা মতে নানা প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে হাজারটা আছেন? তোমরা কেন অনর্থক ভ্রমে পড়িতেছ? আপন আপন অহঙ্কার, মান-অপমান, জয়-পরাজয় ইত্যাদি পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্তভাবে-বিচারপূর্ব্বক সত্যকে ধারণ কর, তাহা হইলে সকল মতের ভ্রম মিটিয়া যাইবে।”

শ্রোতাগণ বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ইহা যথার্থ বলিয়াছেন। আমাদের ইহা সত্য বোধে ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং অন্তর্য্যামী গুরু যদি কৃপা করেন, তবেই ধারণা ও নিষ্ঠা হইবে।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ষষ্ঠ প্রশ্ন।

মাড়োয়ারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান ভাল কি মন্দ? কেহ কেহ বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান অতি আবশ্যক; আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইহাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অকর্ত্তব্য;—বিদ্যাশিক্ষা দিলে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা হয় এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মায়।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে শ্রোতাগণ, তোমরা শান্ত ও গম্ভীরভাবে বিচার করিয়া দেখ, বিদ্যাভ্যাসে যে স্ত্রীলোকদিগের স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায়, ইহা ভুল। যদ্যপি স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা স্পর্দ্ধা ও কুপ্রবৃত্তি জন্মায়, তাহা হইলে বিদ্যাভ্যাসে পুরুষদিগেরও অহঙ্কার এবং কুপ্রবৃত্তি জন্মাইতে পারে। তাহা হইলে পুরুষদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছ যে, পুরুষদিগের মধ্যেও কত কুপ্রবৃত্তির লোক আছে, তাহার সীমা নাই। অতএব তাহা বিদ্যাশিক্ষার দোষে নহে, সে কেবল তাহাদের স্বভাবজাত দোষেই ঘটিয়া থাকে। স্ত্রী হউক অথবা পুরুষ হউক, বিদ্যাশিক্ষা করুক অথবা নাই করুক, তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ গুণের দ্বারা ঐ সকল দোষ ঘটিয়া থাকে। বরং বিদ্যাভ্যাসে জ্ঞানলাভের দ্বারা হিতাহিত বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মায়। তাহাতে গম্ভীরতা, শান্তি ও ধৈর্য্যগুণ প্রকাশ পায়, এবং ক্রমে ক্রমে সকল কুপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত হয়। এই হেতু স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া রাজা-প্রজাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা, স্ত্রীগণ যদ্যপি বিদ্যাশিক্ষা করেন, তাহা হইলে

ব্যবহারিক, ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্যই বুঝিয়া উত্তমরূপে নিষ্পন্ন করিতে পারেন এবং পুত্র-কন্যাদিগকে শিক্ষা দিবার পক্ষেও সুবিধা হয়। স্বামী যদি কোন কারণবশতঃ বিদেশ গমন করেন অথবা রোগগ্রস্ত, অন্ধ, বধির, উদাসীন কিম্বা বিনষ্ট হন, তাহা হইলে স্ত্রী নিজ বিদ্যাশক্তি দ্বারা কোন প্রকারে বাণিজ্য-ব্যবসা অবলম্বন করিয়া শিশু-সন্তানদিগের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। আর যদি স্ত্রীগণ বিদ্যাশিক্ষা না করেন, তাহা হইলে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন না এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ পতিহীনা হইলে আপনার ও শিশু-সন্তানদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। উপায়ান্তর অভাবে দাসী বা ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কিম্বা মূর্খতাহেতু ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে হয় এবং সন্তান পালন পক্ষে ও পারমার্থিক সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারেই বিঘ্ন ঘটে। এইরূপ নানা কারণবশতঃ রাজা-প্রজা প্রভৃতি সকলেরই পুত্র-কন্যাদিগকে বিচারপূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। ইহাতে কোন নিষেধ নাই এবং কোন সংশয় করিবে না। এবিষয়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ইংরেজ স্ত্রীগণ বিধবা হইলে বিদ্যাবলে শিল্পকর্ম্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার উপায় ও কার্য্যকুশলতার দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া উত্তমরূপে আপন শিশু-সন্তানদিগকে লইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হন। তোমরা যদি স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দাও, তাহা হইলে কোন স্থানে চাকুরি করিতে গেলে তাঁহাদের মূর্খতা হেতু বেতন অল্প হইবে; তাহাতে তাঁহারা কি প্রকারে শিশু-সন্তানদিগকে লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন?"

শিবনারায়ণ পুনরায় বলিলেন, "সূক্ষ্ম বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের শক্তি পুরুষের দ্বিগুণ। স্ত্রীলোকের এমন শক্তি আছে যে, বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দিলে কি লৌকিক বিদ্যা, কি উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য উপাসনা, কি ব্রহ্মবিদ্যা—সকল বিদ্যাই পুরুষ অপেক্ষা অর্দ্ধেক সময়ে লাভ করিতে সমর্থ হন। লোকে স্ত্রীগণকে শিক্ষা না দিবার কারণ এই ভয় যে, উঁহাদের উত্তম ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি হইলে উঁহারা নির্ভয় হইয়া পুরুষদিগের বিনা অনুমতিতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য করিবেন এবং পুরুষের আজ্ঞাধীন না থাকিয়া স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবেন। পুরুষ মহাত্মাগণ কেবলমাত্র স্বার্থ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া

স্ত্রীদিগকে এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ কার্য্যে প্রবৃত্ত করান না। কিন্তু ঈশ্বরের এরূপ নিয়ম নহে। তিনি সকলকেই উত্তম কার্য্য করিতে অধিকার দিয়াছেন। উত্তম কার্য্য করিলে সকলেরই উত্তম ফল প্রাপ্তি হয়। অতএব ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে সকলেরই শ্রেষ্ঠ কার্য্য করিতে স্বাধীনতা থাকা কর্ত্তব্য।"

এই কথা শুনিয়া সকলে বলিলেন, "হাঁ মহারাজ, ইহা আমাদের করা অবশ্যকর্ত্তব্য। কিন্তু যদি সকলে একমত হইয়া বুঝিয়া করে, তাহা হইলেই অতি উত্তম হয় এবং জগতের মঙ্গল। নতুবা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিয়া সুখে সচ্ছন্দে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম থাকে।

সপ্তম প্রশ্ন।

পুনরায় মাড়োয়ারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, পুত্র-কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত, না উহাদিগের পরিপক্ক যুবাবস্থায় বিবাহ দেওয়া উচিত?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে শ্রোতাগণ, বিচারপূর্ব্বক গম্ভীর ও শান্তভাবে দেখ, যেরূপে ঈশ্বরের স্বভাব ও নিয়ম চরাচরে বর্ত্তমান আছে, সেইরূপেই তাঁহার আজ্ঞা পালন করা উচিত। আম্র কাঁচা অবস্থায় পাড়িলে ঈশ্বরের নিয়মের অন্যথাচরণ হয়। সেই কাঁচা আম্র অম্ল হয় এবং খাইলে শরীরে পীড়া জন্মায়। সেই কাঁচা আম্রের বীজে কোন বৃক্ষ জন্মায় না, দৈবাৎ জন্মাই-লেও ভাল পুষ্ট হয় না এবং উহাতে সুন্দর বা আশানুরূপ ফল ধরে না। কিন্তু ঈশ্বরের নিয়ম অনুসারে আম্র পক্কাবস্থায় পাড়িয়া খাইলে উহা সুমধুর ও তৃপ্তিজনক হয়, উহার বীজে উত্তম বৃক্ষ জন্মে ও তাহাতে আশানুযায়ী সুন্দর ফল ধরে। এরূপ করিলেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন হয়। সেইরূপ পুত্র-কন্যাদিগের বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলে যে সন্তানসন্ততি জন্মায় তাহারা রুগ্ন, বল-বুদ্ধিহীন ও অল্পায়ু হয়। আর বিচারপূর্ব্বক উহাদিগকে ঈশ্বরের নিয়মানুসারে পরিপক্ক অবস্থায় অর্থাৎ যুবাবস্থার প্রারম্ভে বিবাহিত করিলে উহাদিগের সন্তানসন্ততি বল-বুদ্ধি ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে এবং ইহাতে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করা হয়। অতএব পাঁচ বৎসর হইতে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত উহাদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যা ও সৎকার্য্য ইত্যাদি শিক্ষা

দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ দিলে উহাদিগের বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত হয়। বাল্যাবস্থায় সন্তান-সন্ততিদিগকে উত্তমরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া এবং উহাদিগকে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতাপিতাতে ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং মাতাপিতা প্রভৃতি গুরুজনকে সম্মান ও সৎব্যক্তির আজ্ঞা পালন ইত্যাদি বিষয়ে সৎশিক্ষা দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহাতে তাহারা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্য্য বুঝিয়া আনন্দে কালযাপন করিতে পারে, এরূপ শিক্ষা দেওয়া সকলেরই উচিত।" শুনিয়া শ্রোতাগণ কহিলেন, "মহারাজ, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, ইহা সত্য বাক্য। আমাদিগের সকলের বিচারপূর্ব্বক ইহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।"

সভা ভঙ্গের পর একজন মহাজন বলিলেন, "তোমরা আজ আমায় পরম মহাত্মা সাধুপুরুষ দর্শন করাইলে। আমার পরম সৌভাগ্য যে, আজ তোমাদের অনুগ্রহে এরূপ দর্শন পাইলাম। আজ আমার বাটীতে মহাত্মার সেবা হইবে।" এই বলিয়া শিবনারায়ণকে বাটীতে লইয়া গিয়া আহারাদি করাইলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

——:০:——

গোদাবরী।

শিবনারায়ণ গোদাবরী তীর্থাভিমুখে যাইয়া শুনিলেন, অদূরে সাঙ্গ-বেদাধ্যায়ী একজন জ্ঞানবান পণ্ডিতের বাস। তিনি শান্তমূর্ত্তি ও সন্ন্যাসী পরমহংসদিগকে উত্তমরূপে সেবা করিয়া থাকেন। শিবনারায়ণ তাঁহার বাটীতে গেলেন; সেখানে একটী শিবালয়ের মধ্যে কেহ কেহ পূজা, কয়েকজন নিত্য নিয়ম ও কেহ কেহ বাহিরে বেদপাঠ করিতেছিলেন।

শিবনারায়ণের গায়ে ধূলা মাটী, পরণে ছেঁড়া চাদর, মাথায় বড় বড় চুল। দেখিলে লোকে পাগল বলিত। তাঁহাকে দেখিয়া পণ্ডিত রাগে ধমকাইয়া বলিলেন, "তুই কে, কোথা হইতে আসিয়াছিস্, এখানে কি জন্য আসিলি, তুই কি জাতি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি বড়ই নিকৃষ্ট ও ভ্রষ্টজাতি। আমার জাতির মত নিকৃষ্ট জাতি আর নাই। আমি সকল জাতি অপেক্ষা

নীচ।” পণ্ডিতগণ এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণকে বলিলেন, বেটা তুই নীচজাতি হইয়া আমাদের শিবালয়ের নিকট কেন আসিলি? আমার এই ঠাকুর এবং সকল স্থান তোর আসার দরুণ অশুদ্ধ হইয়া গেল। এখান হইতে দূর হ।” শিবনারায়ণ বলিলেন, “আদিতে বস্তু অশুদ্ধ থাকিলে শেষেও অশুদ্ধ থাকে এবং যাহা আদিতে শুদ্ধ তাহা অন্তেও শুদ্ধ—কোন মতে অশুদ্ধ হয় না। যদ্যপি আমার আসার দরুণ আপনি, আপনার মন্দির, ঠাকুর এবং মন্দিরের নিকটস্থ স্থান অশুদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার নিকট গোময় আছে, উহার দ্বারা সকল দ্রব্য শুদ্ধ করিয়া লউন। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।” পণ্ডিত বলিলেন, “বেটা আমাকে জ্ঞানশিক্ষা দিতে আসিয়াছেন! যা, ব্যাটা, এখান হইতে দূর হ’।” শিবনারায়ণ চলিয়া গেলেন। পণ্ডিতগণ যথারীতি স্থান শুদ্ধ করিলেন।

গোদাবরীর নিকটস্থ ক্ষুদ্র এক নদীর তীরে একজন জয়পুরী মহাত্মার চেলা ধুনি জ্বালিয়া বসিয়াছিলেন। রাস্তায় ২।৪ দিবস তিনি শিবনারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন বলিয়া উভয়ে পরিচিত। শিবনারায়ণ স্নান ও মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাঁহার গেরুয়া বস্ত্রের কৌপিন পরিলেন এবং গাত্রে বিভূতি ও কপালে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিলেন। চারি পাঁচটী রুদ্রাক্ষমালা হস্তে এবং গলায় পরিয়া হাতে একটী উত্তম কমণ্ডলু ও পায়ে এক জোড়া খড়ম দিয়া সং সাজিয়া “শিবোঽহং, শিবোঽহং” করিতে করিতে পণ্ডিতের শিবালয়ে ঢুকিলেন। পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া “ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ” বলিয়া নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং সত্বর ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক যোড়হস্তে আহ্বান করিয়া আনীত আসনে বসাইয়া বলিলেন, “এমন মহাত্মা আমার বাটীতে পদধূলি দিলেন, ধন্য আমার অদৃষ্ট।

পণ্ডিতগণ বিনীতভাবে শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কৃপানিধান, কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন? আহার বিষয়ে আপনার কি নিয়ম আছে এবং কি আহার করিবেন, অনুগ্রহ করিয়া বলুন আমরা সেইরূপ উদ্যোগ করিব।

শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি এবং আহার বিষয়ে আমার এইরূপ নিয়ম আছে যে, বার বৎসরের অনধিক

বয়স্ক অবিবাহিত বালকবালিকা দক্ষিণ হস্তে কূপের জল তুলিয়া, গোশালায় ঘৃতপক্ক অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিলে আমি সেই অন্ন দিন রাত্রের মধ্যে একবার আহার করিয়া থাকি। যদি বামহস্ত লাগে বা পাক করিতে করিতে পাচক উদ্গার করে, তাহা হইলে সেই অন্ন আমার আহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। এইরূপ প্রণালীতে অন্ন প্রস্তুত না হইলে আমি আহার করি না,—কেবল মাত্র জল পান করিয়া থাকি।"

পণ্ডিত বলিলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, মহাত্মা, জগতের গুরু। আপনার মত কেহই এমন কঠিন আচার এবং নিয়ম ধারণ করিতে পারে না। আমরা আপনার আহারের ব্যবস্থা করিতেছি, আপনি একটুকু বিশ্রাম করুন।" পণ্ডিতগণ বালক-বালিকাদিগকে ডাকিয়া ঐরূপ কঠিন নিয়মে অন্ন প্রস্তুত করিতে বলায়, তাহারা স্বীকার করিল না। পণ্ডিত বলিলেন, "তবে আমাদের গার্হস্থ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।" ইহাতে একজন বলিল, "এক হস্তে জল অতি কষ্টে আনিতে পারি এবং ময়দাও এক হস্তে মাখিতে পারি কিন্তু পুরী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিব?" অপর এক বালক রাজি হইয়া বলিল, "আমি যেমন করিয়া হউক পুরী প্রস্তুত করিয়া দিব, কিন্তু আমায় এক টাকার মিঠাই খাওয়াইতে হইবে।" পণ্ডিত তাহাই স্বীকার করিলেন।

পণ্ডিতগণ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া আহার করিতে বসিলে পর তিনি বলিলেন, "আহারের বস্তু অশুদ্ধ হইয়াছে, পাচক বালক পাক করিবার সময় উদ্গার করিয়াছিল। যাহা হউক, আমি মন্ত্র দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লইব।" শুনিয়া পণ্ডিত বিশেষ দুঃখের সহিত বালককে তথ্য জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক স্বীকার করিল না। তখন শিবনারায়ণ বালককে বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সত্য কথা বল। মিথ্যা বলিও না, পাপ হইবে। আমি পুরী শুদ্ধ করিয়া খাইব। তোমার কোন চিন্তা নাই।"

বালক দুই বার উদ্গার করিয়াছিল স্বীকার করিল। শিবনারায়ণ পূর্ণপরব্রহ্মের নাম লইয়া আহার করিলেন। সকলে বলিল, "ইনি নিশ্চয়ই

আহারান্তে সকলে বাহিরে আসিয়া বসিলেন। শিবনারায়ণ বলিলেন, "আপনারা পণ্ডিত, শাস্ত্র বেদ পড়িয়াছেন; কিন্তু পড়িবার ফল কি?

পণ্ডিত কাহাকে বলে এবং সন্ন্যাসী পরমহংস কি বস্তুর নাম? নিরাকার, না সাকারকে পরমহংস সন্ন্যাসী বলে কিম্বা হাড়, মাংস, মলমূত্র, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে বলে? অথবা খড়ম, রুদ্রাক্ষ মালা এবং বিভূতি তিলক ইত্যাদিকে বলে? ভাবিয়া তোমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাও।"

একজন পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, শাস্ত্র বেদ পড়িবার ফল এই যে, সত্যকে সত্য বোধ করা, সত্যে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখা, অসত্যে চিত্তের আসক্তি না রাখা, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি ও জগতের হিত করা, পরোপকারে সর্ব্বদা রত থাকা, ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় কার্য্য বুঝিয়া, যে কার্য্য করিলে ব্যবহার কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেই কার্য্যের দ্বারা ব্যবহার এবং যে কার্য্য করিলে পরমার্থ সিদ্ধ হয়, সেই কার্য্যের দ্বারা পরমার্থ সিদ্ধ করা—এই সকল ভাব যাঁহাতে উদয় হয়, তিনই পণ্ডিত। বেদ শাস্ত্র পড়িবার এই সার মর্ম্ম। আর পরমহংস সন্ন্যাসীর ভাবার্থ এই যে,—

দেহন্যাসোহি সন্ন্যাসঃ নৈব কাষায়বাসসা।
নাহং দেহোঽহমাত্মেতি নিশ্চয়ো ন্যাসলক্ষণম্।

অর্থাৎ দেহাভিমান ত্যাগেরই নাম সন্ন্যাস,—গেরুয়াদি বস্ত্র পরিধানের নাম সন্ন্যাস নহে। দেহাভিমান ত্যাগের অর্থ এই যে, আমি দেহ নহি,—আমি সেই পূর্ণপরব্রহ্ম আত্মাস্বরূপ—এই জ্ঞান। অর্থাৎ দেহাভিমানী পুরুষ সন্ন্যাসী নহেন। যিনি আত্মদর্শী তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। হাড় মাস সন্ন্যাসী নহে এবং বিভূতি, খড়ম ও রুদ্রাক্ষের মালা পরিধান করাকেও সন্ন্যাসী বলে না।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে পণ্ডিত, যখন তুমি এই সকল কথা কহিতেছ তবে কল্য প্রাতঃকালে যখন একজন মহাত্মা ছেঁড়া চাদর গায়ে দিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছিলেন, তাঁহাকে ঘৃণার সহিত গালি দিয়া তাড়াইয়া দিলে কেন? এবং আমি এখন রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়া এবং বিভূতি গায়ে মাখিয়া আসিলাম দেখিয়া আমাকে আদর করিলে কেন?" পণ্ডিত বলিলেন, "আপনি হ'লেন মহাত্মা, আর সে বেটা ভ্রষ্ট লোক।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যে যাহা বলিবে, তাহাই কি তুমি বিশ্বাস করিবে? এক ব্যক্তি যদি বলে

যে, আমি বড় শ্রেষ্ঠ লোক, আমি পরমেশ্বরকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা হইলেই কি তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিবে? তবে তোমার বেদ শাস্ত্র পড়িবার ও পাণ্ডিত্যের ফল কি? আমিই তখন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি নিকৃষ্ট ও ভ্রষ্ট জাতি এবং এখন আমি সেই সং ছাড়িয়া অন্য সং সাজিয়া বলিলাম যে, আমি শিবোঽহং সচ্চিদানন্দঃ; আমি সন্ন্যাসী।" তখন আমার সেই মলিন অবস্থায় ঘৃণা করিয়া গালি দিয়া আমাকে তাড়াইয়া দিলে আর এখনও আমি সেই ব্যক্তি কিন্তু এখন আমাকে এই সং সাজার জন্য ইষ্টগুরু মানিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেছ! ধিক্ পণ্ডিতের এমন বুদ্ধিতে! যিনি যথার্থ পরমহংস সন্ন্যাসী অর্থাৎ যিনি আত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন স্বরূপ দেখিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মের ন্যায় লক্ষণযুক্ত; তাঁহাকে কি করিয়া চিনিবে? তোমরা যাবজ্জীবন শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার করিয়া কষ্ট পাইতেছ ও দিতেছ;— এ বোধ নাই যে, জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, যিনি শুদ্ধস্বভাব তিনি কখনও কোনও মতে অশুদ্ধ হয়েন না।

আমি এ বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা বলিতেছি। তোমরা অজ্ঞান, অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া তাহার সারভাব শান্তচিত্তে গ্রহণ কর। কোন শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাভিমানী পণ্ডিত একজন ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার নিকট ব্রহ্মদর্শন প্রার্থনা করেন এবং আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট পদার্থ মহাত্মার নিকট আনিতে আদিষ্ট হইয়া তিনি অনুসন্ধানক্রমে নিজের পরিত্যক্ত বিষ্ঠার নিকট উপস্থিত হইলেন। ভাবিলেন, "ইহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট কিছুই নাই, ইহাকেই মহাত্মার নিকট লইয়া যাইব।" তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বিষ্ঠা বলিলেন, "নরাধম, আমাকে স্পর্শ করিও না। পূর্ব্বে আমি অতি উত্তম পদার্থ ছিলাম। স্বর্ণপাত্রে ভগবানের প্রীত্যর্থে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত হই। পরে তোমাকর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার পুষ্টিসাধন করি। তোমার সেই উপকারক আমি এখন বিষ্ঠাত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাই তুমি আপন উপকারককে নিকৃষ্ট, অপবিত্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছ। উপকারকের গুণ গ্রহণ দূরে থাকুক, ঘৃণা করিয়া তাহার দোষ প্রচার করা তোমাদিগের ধর্ম্ম। তোমাদিগের বিচার বুদ্ধিকে ধিক্! তোমরা নিমকহারাম, তোমাদিগের মঙ্গল করা বৃথা। উপকারক যে উপকার করেন, তাহার প্রতি তোমাদিগের দৃষ্টি নাই; উপকারকের বাহ্য গুণ, আকৃতি প্রভৃতি

ধরিয়া তোমরা নিন্দা বা স্তুতি কর। যেমন আমি উপকারক, এখন বিষ্ঠারূপ ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমাকে ঘৃণা করিতেছ, তেমনই মঙ্গলকারী পরমাত্মা তোমার মঙ্গলার্থে হীনবেশে প্রত্যক্ষ হইলে, তাঁহার রাজবেশ নাই বলিয়া তাঁহাকেও ঘৃণা ও তাচ্ছীল্য করিবে। এজন্যই পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশ হইয়াও তোমাদিগের নিকট অপ্রকাশ। সদয়ভাবে তিনি তোমাদিগের অন্তঃকরণ স্পর্শ করিতে আসিলে তোমরা তাড়াইয়া দাও। তোমরা একেবারেই বিচার-শক্তিশূন্য হইয়াছ। তোমার সঙ্গ পাইয়া যখন পবিত্র সুখাদ্য অপবিত্র বিষ্ঠায় পরিণত হয়, তখন তুমি কত অধিক অপবিত্র!"

পণ্ডিত লজ্জা ও ঘৃণাপূর্ণ হৃদয়ে মহাত্মার নিকট আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন, "তোমার এখন অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে; সহজেই ব্রহ্মদর্শন হইবে। তুমি জগতের গুরু মাতা পিতা পূর্ণজ্যোতিঃস্বরূপের শরণাগত হও। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তর হইতে প্রেরণার দ্বারা সকল ভাব বুঝাইয়া দিবেন এবং তোমাকে লইয়া সাকার নিরাকার অখণ্ডাকারে জ্যোতিঃ-স্বরূপ যেরূপ আছেন, সেইরূপ স্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান থাকিবেন। তিনি অথবা তুমিই শুদ্ধাশুদ্ধির অতীত হইয়াও অবস্থাভেদে শুদ্ধ ও অশুদ্ধরূপে ভাসিতেছেন বা ভাসিতেছ।"

তখন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে হাত যুড়িয়া বলিলেন, "ইহা ঠিক মহারাজ! আমরা বিদ্যার অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অজ্ঞানান্ধ হইয়াছি। পরব্রহ্মের মহিমা বুঝা বড়ই কঠিন। আপনি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "পরব্রহ্মের নিকট ক্ষমা চাহিও। কে কাহাকে ক্ষমা করে, তাহা বিচার করিয়া গম্ভীরভাবে থাক।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

ঠগ সন্ন্যাসী।

শিবনারায়ণ জয়পুরী মহাত্মার চেলাকে তাহার দ্রব্য সকল ফিরাইয়া দিয়া নিজের চাদর পরিয়া চলিলেন। পরে এক মাঠের উপর দেখিলেন, চারিজন সন্ন্যাসীর বেশধারী মনুষ্য। তাহাদের মধ্যে একজনের মাথায় ১০।১২ হাত জটা জড়ান। দেখিতে তিনিই প্রধান। অপর তিনজন উপস্থিত একজন গৃহস্থকে বলিল, "তোমার কপাল ভাল, আমাদের দর্শন পাইয়াছ। বিশেষ দয়াবশতঃ তোমাকে বলিতেছি যে, এই জটাধারী মহাত্মা ভগবান মহেশ্বর। ইঁহার নিকটে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া যাহা ইচ্ছা বর চাও। ইনি সকল মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন।" গৃহস্থ ভক্তিপূর্ব্বক তাহাই করিল। জটাধারী জটা নিঙ্গড়াইয়া তাহার হাতে এক বিন্দু জল দিয়া বলিলেন, "এই গঙ্গাজল দিলাম। ইহা হইতে সর্ব্বফল পাইবে। ধন্য তোমার ভাগ্য যে আমার দর্শন পাইলে। যে তিনজনের অনুগ্রহে আমার দর্শন পাইয়াছ, তাহাদের কথামত কার্য্য করিলে তোমার সর্ব্বত্র মঙ্গল হইবে।" তিনজনের মধ্যে একজন গৃহস্থকে একটু দূরে ডাকিয়া বলিল, "তুমি নিজ মঙ্গলের জন্য সঙ্গে যে টাকা পয়সা আছে মহাদেবের পায়ে ফেলিয়া দাও, আমরা সেই টাকায় সিদ্ধি গাঁজা কিনিয়া উঁহার ভোগ দিব।" গৃহস্থের নিকট বারটি টাকা ছিল। উপদেশমত তাহা জটাধারীর পায়ে চড়াইল। জটাধারী তাহার পিঠে চাপড়াইয়া নিশ্চয় কৈলাস প্রাপ্তি হইবে বলিয়া দিলেন।

বিশেষ কার্য্যবশতঃ অন্য একজন গৃহস্থ মাঠে বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে ইহারা দেখিতে পান নাই। জীবন্ত মহাদেবের পূজকের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি সেই জটাধারীকে প্রণাম করিয়া যোড়হস্তে বলিলেন, "হে কৃপানিধান, আমি পাপী, আপনাকে সেবা করিতে পারিলাম না,

দয়া করিয়া গ্রামে আসিলে সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।” তাঁহারা সম্মত হইয়া এক মুদীর দোকানে আসিয়া বসিলেন। গৃহস্থ সেবার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের পুলিশে ধরাইয়া দিলেন। তখন প্রকাশ হইল যে, ইহারা বেদিয়া; জীবিকার জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। পশুলোমে মাথার জটা বেলের আটার দ্বারা পাকান। জটা ভিজাইলে উহাতে তুলার মত অনেকক্ষণ জল থাকে, নিঙ্গড়াইলে জল পড়ে। যিনি ঠগ সন্ন্যাসীদিগকে ধরাইয়া দেন, তিনি পূর্ব্বে একবার এইরূপ লোকের নিকট ঠকিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার জ্ঞান হইয়াছিল যে, মহাদেবের টাকার প্রয়োজন নাই।

শিবনারায়ণ এরূপ মহাত্মাদের কীর্ত্তি অন্য স্থানেও দেখিয়াছেন। তাহার আংশিক বিবরণ যথাক্রমে সংগৃহীত হইল।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরমার্থের নামে প্রবঞ্চনা।

লৌকিক সাধুমহাত্মা ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত কর্ত্তৃক সাধারণ লোকে পরামার্থের নামে কিরূপ প্রতারিত হয়, দেশভ্রমণকালে শিবনারায়ণ তাহার অনেক দৃষ্টান্তে দেখিয়াছিলেন। কতকগুলির বিবরণ যথাক্রমে সংগৃহীত হইল। জীবিত লোকের অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে বলিয়া অনেক ঘটনার বর্ণনায় নামের উল্লেখ করা হইল না।

লোকের মধ্যে যথার্থ শিক্ষার অভাবে কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া বহু শাখায় বিস্তৃত হইয়াছে ও তাহাই প্রবঞ্চকের প্রধান সহায়। প্রতারিত হইলে কেহ অপরের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন না। অপরেরাও প্রতারিতের প্রতি দয়া করা দূরে থাকুক, তাহাকে উপহাসপূর্ণ গঞ্জনার দ্বারা আরও ব্যথিত করেন।

পরমাত্মা সর্ব্বশক্তিমান। এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া আছে বা থাকিতে পারে। তিনি যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য যে উপায় করিয়াছেন, তাহার ব্যতিক্রম কেহই করিতে পারে না। তিনি অগ্নির দ্বারা উত্তাপ দেন, জলের দ্বারা শীতল করেন; একের দ্বারা কখনও অপরের কার্য্য করেন না। তাঁহার নিয়ম কেহই লঙ্ঘন করিতে সক্ষম নহে। যাহাকে আপাততঃ অলৌকিক অদ্ভুত বলিয়া বোধ হয়, তাহাও তাঁহারই অধীন। তিনি নিষ্প্রয়োজন অদ্ভুত ঘটাইবেন কেন? যাহারা পরমাত্মা হইতে বিমুখ, তাহারাই নানা ভ্রমে পড়িয়া প্রতারিত হয়। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি জ্ঞান দিয়া সমস্ত ভ্রম লয় করেন। তাহাতে জীবের পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি হয়—ইহাতে কোন সন্দেহ বা শঙ্কা নাই।

বর্ণিত ঘটনাগুলির আলোচনার ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, প্রতারকগণ নিজের মাহাত্ম্য প্রচার প্রভৃতি স্বার্থলাভের উদ্দেশ্যে দর্শকের ব্যবহারিক বা পারমার্থিক স্বার্থ সাধনের ভাণ করিয়া অদ্ভুত দেখান। কিন্তু বিচার করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় শক্তিরই অধীশ্বর এক পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ। যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া কিছুই নাই, তখন তাঁহার সহিত অভিন্ন ভাবে সকলেই সমান। মাহাত্ম্য যদি থাকে, তাহা সেই পরমাত্মার রূপই—তাঁহার অতিরিক্ত কোন মাহাত্ম্য কোন কালে কোন স্থানে নাই। পূর্ণ মাহাত্ম্যর তিনিই নিত্য বিরাজমান। অতএব তাঁহাকে ছাড়িয়া মাহাত্ম্যের অনুসন্ধান অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি জগতের প্রয়োজনমত যে শরীরের দ্বারা যে কার্য্য করেন, তাহাতে সেই শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাতে মাহাত্ম্য বা আশ্চর্য্য কিছুই নাই। তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হইয়া ভক্তি করিলে অনায়াসে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, কোন আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না। তিনি দয়া না করিলে কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। আবার তিনি দয়া করিলে কে আর আছে যে বিঘ্ন ঘটাইবে? এই জন্য পরমাত্মার শরণাপন্ন ব্যক্তিকে কেহ প্রতারণা করিতে পারে না। তাঁহাকে পাইলেই সকল স্বার্থ সিদ্ধ হয়—সকল অভাবেরই পূরণ হয়—কিছুই বাকি থাকে না।

মদ্যকে দুগ্ধ করা।

শাটী ধান্যের চাউলের বড়ী কৌশলপূর্ব্বক বোতলস্থ মদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া বোতল ঝাঁকাইয়া মদ্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিবার সময় প্রবঞ্চক সাধু নানা মিথ্যা মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি আড়ম্বর করিয়া দর্শকগণের ইষ্টদেবতা হইয়া পূজা পান। ফলে দর্শক যথার্থ ইষ্টভ্রষ্ট হইয়া কষ্টভোগ করে।

অদ্ভুত বাতি।

কোন কোন প্রপঞ্চী সাধু নিজের দেহ নির্গত জলের দ্বারা বাতি জ্বালাইয়া দর্শককে মুগ্ধ করে। জোলাপের দ্বারা নাড়ী পরিষ্কার করিয়া তাহারা দুই এক মুষ্টি তিলমাত্র আহার করে—জলপান করে না। এইরূপ অবস্থায় তাহাদিগের দেহ হইতে যে জলীয় পদার্থ নির্গত হয়, তাহা তৈল এবং অগ্নিসংযোগে সেই তৈল জ্বলিয়া থাকে। কিন্তু অবোধ লোক তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে ও পরমাত্মা হইতে বিমুখ হয়।

স্বর্ণ-সিদ্ধি।

কোন কোন ঠগ সন্ন্যাসী মন্ত্রাদির বলে স্বর্ণ নির্ম্মাণের ভাণ করিয়া লোভ-পরবশ গৃহস্থদিগকে ঠকাইয়া অর্থসংগ্রহ করে। পূর্ব্বাবধি তাহারা গোময় বা কয়লার গুঁড়ার ঠুলির ভিতর অল্প পরিমাণ স্বর্ণ রাখিয়া দেয়। গৃহস্থের বাটীতে গাঁজা বা তামাকু খাইবার সময় কৌশলে সেই ঠুলিকে ঠিকরা করিয়া ব্যবহার করে। যাইবার সময় গৃহস্থের সম্মুখে কলিকা ঢালিয়া ফেলে। স্বর্ণখণ্ড দেখিয়া গৃহস্থ ভাবে, স্বয়ং মহাদেব গাঁজা খাইয়া প্রসন্ন হইয়াছেন; তাহাতেই ঠিকরা সোণা হইয়াছে এবং অদূরবর্ত্তী ঠগকে অনুনয় বিনয় দ্বারা ফিরাইয়া আনিয়া পূজা করে। চারিদিকে সেই ঠগের মাহাত্ম্য প্রচার হয়। কৃত্রিম সন্ন্যাসী এই সুযোগে যথাসাধ্য সোণা রূপার গহনা হস্তগত করিয়া অন্তর্ধান করেন। সুবিধা পাইলে গৃহস্থের কুলে কালি দিতেও ত্রুটি করেন না।

কেহ কেহ উপস্থিত সোণা রূপা দ্বিগুণ করিয়া দিবে বলিয়া গৃহস্থকে প্রতারণা করে। গৃহস্থের বিশ্বাস আকর্ষণের পূর্ব্বাবধি ইহাদের নিকট ছোট

বড় মাটির ফাঁপা গোলা থাকে। দ্বিগুণ করিবার জন্য সে সকল সোণা রূপার অলঙ্কারাদি আনীত হয়, তাহা কতকগুলি গোলার ভিতর রাখা হয় আর অপর গোলাগুলি পূর্ব্ববৎ ঝুলির ভিতর থাকিয়া যায়। পরে সেই স্বর্ণ-রৌপ্য-গর্ভ গোলা কোন ঘরে স্থাপিত হয় এবং উপদেশ মত গৃহস্থ সেই সব গোলার পূজা ও ধ্যানে নিযুক্ত হন। ধ্যানের সময় চক্ষু খুলিলে সোণা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে, এই ভয় দেখাইয়া গৃহস্থকে নিশ্চেষ্ট রাখেন এবং তাহার অজ্ঞাতসারে স্থাপিত গোলার পরিবর্ত্তে ঝুলি হইতে খালি গোলা রাখিয়া পূজা সমাপনান্তে ঘুঁটিয়ার দ্বারা তাহাতে অগ্নি লাগাইয়া দেয়। পরে সকলে বাহিরে আসিলে ঘরে তালা বন্ধ হয়। পরদিন গোলা ভাঙ্গিলে দ্বিগুণ সোণা বা রূপা পাইবে, এই কথা বলিয়া ঠগ সন্ন্যাসী প্রস্থান করে। গৃহস্থ কিন্তু যথাসময়ে ঘর খুলিয়া লাভ করে—ছাই আর মাটি; এবং নিজের মূর্খতা ও লোভকে ধিক্কার দিয়া আক্ষেপ করে।

কখন কখন এমনও ঘটে যে, গৃহস্থ ঠগের আদেশমত তাহাকে ঘরে রাখিয়া দ্বার বন্ধ করে। ঠগ রাত্রিযোগে মাটির ঘরে সিঁদ কাটে ও আহৃত দ্রব্যাদি সমুদয় লইয়া পলাইয়া যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরমার্থের নামে প্রবঞ্চনা।

শূন্যস্থ কালী।

কোন স্থানে একজন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধে নীচে চারিদিকে চু[illegible] মধ্যে লৌহ নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি স্থাপনা করে। চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মূর্ত্তি নিরাধার শূন্যে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া জাগ্রত দেবীমূর্ত্তি জানে সকলে বিস্মিতচিত্তে তাহার পূজা করিত এবং এই সূত্রে অনেক টাকা প্রণামী জমিত। সন্ন্যাসীর মৃত্যুর পর তত্রত্য চুম্বক পাথর স্থানান্তরিত করায় কালী পড়িয়া যায় এবং প্রবঞ্চনা প্রকাশিত হয়।

গতিশীল শিবলিঙ্গ।

একদিন দুইজন ভেখধারী সন্ন্যাসী শিবনারায়ণ স্বামিজীর নিকট মনোহর পুকুরের বাগানে আইসে। তাহাদিগের পরিধানে কৌপীনমাত্র, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা, স্কন্ধে একটী ছোট ঝুলি। কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর, "স্বামিজী ও তাঁহার নিকটস্থ লোকদিগকে আলৌকিক শিব দেখান উচিত" বলিয়া একজন ঝুলি হইতে একটী লোহার অঙ্গুরী, একটী চুম্বক পাথর এবং একটী শিব নামে কল্পিত নুড়ি বাহির করিল। পরে লোহার অঙ্গুরী ধুইয়া মাটীতে তাহার উপর নুড়িটা বসাইল; এবং কিছু দূরে বসিয়া চুম্বক পাথর ধুইবার ছল করিয়া বলিতে লাগিল, "হে শিবজী, দয়া করিয়া অগ্রসর হউন, যাহাতে সকলে আপনার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে!" স্থান অসমান থাকায় বলিবামাত্রেই নুড়িকে ফেলিয়া লোহার আঙ্গুটী, সন্ন্যাসীদ্বয়কে বিশেষ লজ্জিত করিয়া, চুম্বকে আসিয়া লাগিল। দেখিয়া স্বামিজী বলিলেন, "যদি তোমার শিব চালাইবার ইচ্ছা ছিল, সমতল জমির উপর রাখিলে না কেন? তাহা হইলে পড়িয়া যাইত না। কিন্তু এ প্রকার কার্য্য করা অত্যন্ত অন্যায়। ইহাতে নিজের ও জগতের অমঙ্গল। পুনরায় কখনও গৃহস্থদিগকে এ প্রকারে প্রতারিত করিয়া কষ্ট দিও না।" লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া সন্ন্যাসীদ্বয় ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল।

ঈশ্বরের হস্তলিপি।

ভবানীপুরের কোন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের নিকট একজন ভেখধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য আগমন করেন। ভদ্রলোকের অদৃষ্ট পরীক্ষাচ্ছলে সন্ন্যাসী গুরু তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি ও তোমার পুত্রদিগের পক্ষে বিশেষ অমঙ্গল দেখিতেছি। বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা করিয়া 'দেখ, তোমাদের ভাগ্যে কি আছে? একখণ্ড কাগজে এই প্রশ্ন লিখিয়া কাগজটা পুড়াইয়া তাহার ছাই আমার হাতে দাও।" ভদ্রলোকটি তদ্রূপ করায়, সন্ন্যাসী ছাই লইয়া দুই হস্তে ঘষিতে লাগিল। পরে জলের দ্বারা হাত ধুইলে দেখা গেল যে, তাহার হাতে লিখা রহিয়াছে,—"শীঘ্র মৃত্যু!" উপস্থিত সকলে সন্ন্যাসীকে অমঙ্গল নিবারণের জন্য অনুনয় বিনয় করিলেন। সন্ন্যাসী অবিলম্বে তাহাতে স্বীকৃত

হইয়া অপর একখণ্ড কাগজে লিখাইলেন,—"কিসে মঙ্গল হইবে?" এবং সেই কাগজ পোড়া ছাই শিষ্যের হস্তে দিয়া পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ায় লিখা বাহির হইল,—"১০০ টাকা দিলে মঙ্গল"। ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত দর্শকগণ আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে একশত টাকা দিলেন। সন্ন্যাসীও টাকা লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন।

সময়ান্তরে সন্ন্যাসীর গুপ্তবিদ্যা প্রকাশিত হয়। বটের আঠা দিয়া ইচ্ছামত হাতে লিখিয়া রাখে। আঠা শুকাইলে লিখা অদৃশ্য হয়। কাগজ পোড়ান ছাই আটায় লাগিয়া থাকে; অপর স্থানের ছাই ধুইয়া যায়। সেই ছাই মাখান আঠার লিখাই ঈশ্বরের হস্তলিপি বলিয়া ঠগ সন্ন্যাসী নিজের কার্য্য উদ্ধার করে।

ভস্মীভূত ছাগলের অর্ত্তনাদ।

হিন্দুস্থানের কোন রাজার নিকট এক সময়ে কয়েকজন ব্রহ্মচারী বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহাদের প্রতি রাজার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা রাজাকে জানান যে, হত ছাগ-দেহ অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিলে ভস্মীভূত ছাগল অগ্নিকুণ্ডে আর্ত্ত-নাদ করিবে। ব্রহ্মচারীগণ এরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন শুনিয়া রাজা উপদেশ মত অগ্নিকুণ্ড নির্ম্মাণ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে লাগি-লেন। যজ্ঞশালার পশ্চাতে ব্রহ্মচারীদিগের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। নিয়ম ধার্য্য হয় যে, কেহ কখনও ব্রহ্মচারীদিগের বিনানুমতিতে ঐ বাস-গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নির্দ্ধারিত দিনে মহাসমারোহে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বলি দেওয়া ছাগলের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিতে সমর্পিত হইয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন ব্রহ্মচারীগণের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বিবিধ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া নিরাকার ছাগলকে চেঁচাইতে আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ছাগলের অস্পষ্টনাদ শুনিয়া সকলেই বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন। রাজা ও উপস্থিত যাবৎ লোক ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীদিগের সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া নিজের ও পূর্ব্বপুরুষের ভাগ্যকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন, প্রধান ব্রহ্মচারী রাজার পিঠ চাপড়াইয়া, তাঁহার সপ্তম পুরুষকে যে যোগবলে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার স বাদ দিলেন, এবং রাজাকে তিন

কুলের সহিত উদ্ধার করিতে সম্মত হইলেন। রাজাও বহু দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিলেন।

ঐ রাজার এক পুত্র সত্যপ্রিয়, জ্ঞানী ও ধীরস্বভাব। তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সৃষ্টি, পালন ও লয় বা কোন মৃত জীবকে ভস্ম করিয়া পুনরায় তাহার দ্বারা শব্দ করান, পরমাত্মা ভিন্ন মনুষ্যের সাধ্য নহে। যাহা কিছু করিবেন—এক অন্তর্য্যামী পরমাত্মা। এই বিবেচনায় তিনি ব্রহ্মচারীদিগের কার্য্যে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া অনুসন্ধান করিতে যাইলে, ব্রহ্মচারীরা তাঁহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। রাজপুত্র নিবারণ না শুনিয়া বলপূর্ব্বক ভিতরে গিয়া দেখিলেন যে, একটী প্রকাণ্ড মাটির স্তূপ তাহার পার্শ্বে এক গর্ত্ত। গর্ত্তের ভিতর হইতে একজন লোক একটী জীবিত ছাগল লইয়া বাহির হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, সেই গর্ত্ত এক বৃহৎ সুড়ঙ্গের মুখ। সুড়ঙ্গ যজ্ঞকুণ্ডের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে উত্থিত ছাগলের শব্দ ভস্মীভূত ছাগলের আর্ত্তনাদ মনে হইয়াছিল।

কুমার সাহেবের আদেশে ব্রহ্মচারীগণ ধৃত হইয়া রাজার সম্মুখে নীত হইল। রাজা দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে ক্রোধে তাহাদিগকে হত্যা করিতে চাহিলেন। বলিলেন, "তোমাদের ন্যায় দুষ্টস্বভাবাপন্ন কোটি কোটি লোককেও বধ করিলেও ঈশ্বরের নিকট কোন অপরাধ হয় না। কেননা সৎলোককে পালন করা ধর্ম্ম। আমি তোমাদিগকে ক্ষমা করিলাম। এরূপ কার্য্য আর করিও না। নচেৎ তোমাদের ইহলোক পরলোক নষ্ট হইবে।" ব্রহ্মচারী নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেবীর ঘটে আবির্ভাব।

অপর একজন রাজাকে একজন ভেখধারী ব্রহ্মচারী বিশেষরূপে প্রতারণা করিয়া এখনও পর্য্যন্ত সেই রাজ-সরকার হইতে বার্ষিক বৃত্তি ভোগ করিতেছে।

দেবীর উদ্দেশে ঘটস্থাপনা হইল। ব্রহ্মচারী আম্রশাখার সহিত কৌশলে দুই একটা ভ্রমর ঘটের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া ঘটের মুখে সরা চাপা দিল, এবং রাজাকে বলিল, "মহারাজ, আপনি যথারীতি পূজা সমাপন করিয়া

ঘটের উপর জল নিক্ষেপ করুন; দেবীমাতা ঘটে উপস্থিত হইয়া নিজ মুখের বাক্যে আপনার চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ করিবেন।" রাজা প্রীতি ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তাহাদের কথামত কার্য্য করিলেন। শাখার উপর সজোরে জল পড়ায় ভ্রমরগুলি "ভোঁ ভোঁ" করিতে লাগিল। রাজা সপরিবারে কৃতার্থ মানিয়া ব্রহ্মচারীদিগকে প্রভূত অর্থদান করিলেন এবং এখনও বার্ষিক বৃত্তি দিতেছেন। ধন্য মূর্খতা! ধন্য চাতুরি! যাঁহারা কখনও পরদুঃখে কাতর হইয়া কাহাকেও কপর্দ্দকমাত্র দান করেন না, তাঁহারাও প্রবঞ্চনার জালে পড়িয়া প্রাণাধিক অর্থ ব্যয়ে দুঃখিত না হইয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভূতের ভয়ে প্রতারিত।

(১)

যাহারা পরমাত্মা হইতে বিমুখ, যাহাদের তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে ভয় নাই, তাহারা প্রায়শঃ ভূত-প্রেত, দেবতা-উপদেবতার ভয়ে ব্যাকুল হয়। এদেশে যে কেবল ইতর লোক ও অশিক্ষিত স্ত্রীগণই ভূতের ভয় করে তাহা নহে। অনেক শিক্ষিত বলিয়া অভিমানী পুরুষও ভূতের ভয়ে জড় সড়। এই ভয়বশতঃ লোকে নানা কষ্টভোগ করে ও প্রতারকের কুহকে পড়িয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়।

মোকামা ষ্টেশনের অনতিদূরে একজন জমীদার আছেন। তিনি যেমন ধনী তেমনই কৃপণ। তাঁহার কৃপণতায় গুরু-পুরোহিত ও আজ্ঞাবহ দাস-দাসীর বিশেষ স্বার্থে বিঘ্ন ঘটিত। কিছুদিন পরে তাঁহার বাটীতে নানা উপদ্রব ঘটিতে লাগিল। তিনি দেখিয়া বুঝিলেন যে, ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে।

প্রতি রাত্রে মানুষ ও গরুর হাড় এবং বিষ্ঠা ঘরে পড়িত। উপদ্রবে সকলে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। জমীদার মহাশয় ভূত ধরিবার জন্য বাহিরে ও ভিতরে অনেক পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। কিন্তু কোন প্রকারে

উপদ্রব নিবারণ করিতে পারেন নাই। অন্য উপায় না দেখিয়া তিনি পুরোহিতের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন, "আমরা অত্যন্ত ভয় পাইতেছি, আপনি আমাদের ঘরে শয়ন করুন। আপনার প্রসাদে আমাদের ভয় নিবারণ হইবে। ভূত আপনার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিবে না।" পুরোহিত তাহাতে সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হইলেন।

পরদিন প্রভাতে তিনি জমীদারকে বলিলেন, "ভূত প্রবল পরাক্রমশালী। খাট সমেত আমাকে ছাদ ভেদ করিয়া শূন্যে লইয়া যাইতেছিল। নানা মন্ত্র পড়িয়া খাট সমেত শূন্য হইতে নামিয়া আসিয়াছি।" শুনিয়া জমীদার পুরোহিতের চরণধূলি লইয়া বলিলেন, "যত টাকা ব্যয় হয় আমাকে রক্ষা করুন।" পুরোহিত ও চাকরগণ অনেক প্রকার ব্যয়সাধ্য অনুষ্ঠান করিল। জমীদার কৃপণতা সত্ত্বেও অনেক টাকা অকাতরে খরচ করিলেন। কিন্তু ভূতের উপদ্রব থামিল না, পূর্ব্ববৎ চলিতে লাগিল।

তখন জমীদার অন্য উপায় না দেখিয়া কাশী ও হরিদ্বার হইতে কয়েকজন খ্যাতনামা সাধুকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া গৃহে আনিলেন। এবং পুরোহিত ও কর্ম্মচারীদিগের উপর সাধুগণের সেবা-সুশ্রূষার ভার দিলেন। ঘটনা দেখিয়া বোধ হয় সাধুগণ পুরোহিতাদির পরিচর্য্যায় বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দুই একদিন উত্তমরূপ আলোচনা করিয়া তাঁহারা জমীদারকে বলিলেন যে, "তোর ঘরে অনেক ভূত আছে। আমরা ছাড়াইয়া দিব। কিন্তু টাকা খরচ অনেক হইবে।" ভয়ে কৃপণতা পরিহার করিয়া জমিদার অনেক প্রকারে টাকা খরচ করিলেন। ভূতের উপদ্রব স্থগিত হইল। যথেষ্ট দক্ষিণা লইয়া সাধুগণ বিদায় হইলেন। দুই চারি দিন পরে ভূতের উপদ্রব পুনরায় আরম্ভ হইল। বহু ব্যয় করিয়া জমীদার অনেক স্থান হইতে অনেক রোজা আনিলেন কিন্তু তাহাতেও কোন প্রতিকার হইল না।

জমীদার নিরুপায় হইয়া সপরিবারে খোলা ময়দানে বাস করিতে লাগিলেন। সেই নূতন স্থানে রাত্রে তামাকু সেবন করিতেছেন, এমন সময় নিকটবর্ত্তী অড়হর ক্ষেত্র হইতে একখণ্ড ইষ্টক কলিকার উপর লাগিল। কলিকা ভাঙ্গিয়া বিছানার উপর অগ্নি ছড়াইয়া পড়িল। জমীদার ভীত ও অবাক্ হইয়া সেই রাত্রেই সপরিবারে পুরোহিত ও দাস-দাসী কর্ম্মচারিদিগকে

লইয়া কাশী গেলেম। কিছুদিন পরে সেখানেও পূর্ব্ববৎ ভূতের উপদ্রব হইতে লাগিল। জমীদার সকলকে সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারে বাস করিলেন। তাহাতেও উপদ্রব শান্ত হইল না। জমীদার হতাশ হৃদয়ে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "এত টাকা খরচ করিয়া কত সাধু ও দেব-দেবীর পূজা করিলাম তথাপি উপদ্রব থামিল না। আমরাত কোন প্রকারেই বাঁচিব না। এখন দেশে যাইয়া বাটীতে মরাই ভাল।" এই স্থির করিয়া বাটীতে আসিয়া বাস করিলেন।

মোকামার শ্রীযুক্ত বাবু শীতলপ্রসাদ সিংহ মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান কালে এই কথা শুনিয়া শিবনারায়ণ স্বামীজি বলিলেন, আমি বলিয়া দিতেছি, পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের নামে যথাশক্তি আহুতি দাও। যদি যথার্থ ভূত হয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত উপদ্রব শান্ত হইবে। আর যদি তোমাদিগের ঘরের মানুষ ভূত হয়, তোমরা প্রধানতঃ দুইটি কার্য্য কর। তোমার এক রক্তের লোক ভিন্ন অপর কাহাকেও বাটীতে থাকিতে দিও না এবং তাহাদের দ্বারা ভিতরে বাহিরে সতর্ক ভাবে পাহারা দেওয়াও। এরূপ ২।৩ দিন করিয়া দেখ উপদ্রব শান্তি হয় কি না। যদি না হয় তবে ভিতরের লোক বাহিরে ও বাহিরের লোক ভিতরে পূর্ব্বমত পাহারা দিউক। এই উপায়ে যথার্থ তথ্য বুঝিতে পাবিবে।"

উপদেশ মত কার্য্য করিবার প্রথম রাত্রে চারিদিক নিঃশব্দ হইবার পর প্রহরীগণ দেখিলেন যে, জমীদারের নিতান্ত বিশ্বাসী একজন চাকর কি একটা হাতে করিয়া তাঁহার শয়নের ঘরে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাকে ধরিয়া অনুসন্ধানে মড়ার মাথা ও বিষ্ঠার পুটলি বাহির হইল। প্রহারের চোটে সে ব্যক্তি ক্ষমা চাহিয়া বলিল যে, "আমার কি দোষ? আপনার জ্ঞাতি ও পুরোহিতের আদেশ মত কার্য্য করিয়াছি। আদ্যোপান্ত তাহাদেরই কার্য্য। হরিদ্বার ও কাশীর সাধুগণও তাঁহাদের উপদেশমত কার্য্য করিয়াছিলেন। পুরোহিত মহাশয় স্বয়ং অড়হর ক্ষেত্র হইতে ইষ্টক দ্বারা যজমানের কলিকা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। কৌশলপূর্ব্বক জমীদারের নিকট পয়সা বাহির করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।"

জমীদার বেচারা জ্ঞাতির শাস্তি করিতে পারিলেন না কিন্তু ভৃত্যদিগকে

ও পুরোহিতকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। এদিকে ভূতের উপদ্রবও সমস্ত সমাপ্ত হইল।

(২)

কোন গ্রামে একজন বিশিষ্ট গৃহস্থের বাটীতে একজন ব্রহ্মচারী উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পরিবারস্থ একজন অতিশয় পীড়িত। রোগের কারণ নির্দ্দেশ করিয়া গৃহস্বামীকে বলিলেন যে, "তোমার বাটীতে অনেক ভূত আছে। তাহারাই রোগের কর্ত্তা।" সকলের সাগ্রহ অনুরোধে গৃহস্বামী প্রয়োজনীয় ব্যয় বহনে স্বীকার করায় ব্রহ্মচারী ভূত ছাড়াইবার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "আমি তোমাদিগের বাটী হইতে ভূতদিগকে ধরিয়া অন্য দেশে পাঠাইয়া দিব। তোমরা জানিতে পারিবে যে, ভূতে ভূতে ঝগড়া করিতেছে ও ঝগড়ার শব্দ স্বকর্ণে শুনিবে।"

প্রত্যাশিত অর্থ মিলিল। ব্রহ্মচারী রোগীকে অন্য ঘরে পাঠাইয়া ঘরটি ধূমে পূর্ণ করিলেন। তখন বাহিরে আসিয়া ঘরের কপাট বন্ধ করিলেন এবং গৃহস্থদিগকে বলিলেন, "এখন যে ঘরে ঢুকিবে তাহাকে ভূতে খাইয়া ফেলিবে। তোমরা বাহিরে থাকিয়া ভূতের ঝগড়ার শব্দ শুন। পরমাত্মা-বিমুখ গৃহস্থের সেই রুদ্ধ দ্বার ঘরের ভিতর "ধপ্ ধপ্" শব্দ হইতে শুনিয়া বলিল, "আমাদিগকে ভূতের হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। আপনি নিশ্চয় সিদ্ধপুরুষ।" ব্রহ্মচারী পুনরায় ঘরে ঢুকিয়া ভিতর হইতে কপাট বন্ধ করিলেন। পরে বাহিরে আসিয়া গৃহস্থদিগকে বলিলেন, "আমি ভূতদিগকে স্বর্গে পাঠাইয়া দিলাম। তোমাদিগের বাটীতে আর ভূত আসিবে না।" গৃহস্থ কৃতার্থ হইয়া যথাশক্তি ব্রহ্মচারীকে দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন।

সময়ান্তরে ব্রহ্মচারী নিজমুখে ইহার রহস্য ব্যক্ত করেন। যত্ন করিয়া দুই চারিটী কোলা ব্যাঙ্ পুষিতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন থলিয়ার ভিতর আবদ্ধ হইয়া তাহারা ব্রহ্মচারীর ঝুলির ভিতরে থাকে। যে ঘরে ভূত ছাড়ান হয়, সেখানে থলিয়ার মুখ খুলিয়া ঝুলি শুদ্ধ ব্যাঙ্ রাখিয়া ব্রহ্মচারী বাহিরে আসে। ধূমের জ্বালায় ব্যাঙ্গুলা লাফালাফি করে, তাহাতেই ভূতের ঝগড়ার শব্দ হয়।

শিবনারায়ণের নিকট এই জাতীয় প্রপঞ্চের কর্ত্তা অনেকে নিজ নিজ কার্য্যের রহস্য ভেদ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে কয়েকটীমাত্র এস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

মোজাফরপুরের নিরাহারী মহাত্মা।

মোজাফরপুরের অনতিদূরে কোন রাজা আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে একজন খ্যাতনামা সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ মহাত্মার সেবা করিতেন। ঐ মহাত্মা রাজার নিকট প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি বার বৎসরকাল আহার বা মলত্যাগ করেন নাই। তিনি প্রত্যহ একাকী একটি কুঠরীর মধ্যে দ্বার বন্ধ করিয়া অর্দ্ধ মণ দুগ্ধের ক্ষীর এবং তদুপযুক্ত মেওয়া প্রভৃতি উত্তম দ্রব্য অগ্নিতে আহুতি দিতেন। এবং আহুতির ভস্মাদি স্বয়ং গ্রামের প্রান্তভাগে যাইয়া নির্জ্জনে পুঁতিতেন; বলিতেন যে, ঐ ভস্মাদি অন্যে স্পর্শ করিলে অমঙ্গল হইবে। ক্রমে তাঁহার খ্যাতি পার্শ্বস্থ সমুদয় স্থানে প্রচারিত হইল। এবং তিনি সর্ব্বজনপূজিত হইয়া কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরিশেষে ঐ রাজার অধীন একজন জমিদার এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ইহার তথ্য জানিতে উৎসুক হইলেন। রাজার ন্যায় মহাত্মাকে সেবা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজার অনুমতিক্রমে তিনি মহাত্মাকে নিজের বাটীতে আনিলেন।

তাঁহার বাসের জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা পূর্ব্ববৎ চলিল, কোন ত্রুটি হইল না। কয়েক দিন পরে জমীদার আহুতির জন্য প্রস্তুত ক্ষীরের সহিত অধিক পরিমাণে তীব্র বিরেচক জয়পাল উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মিশাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরের ভিতর হইতে পিচকারির ন্যায় শব্দ শুনিয়া মহাত্মার সেবার জন্য যে সকল পরিচারক সর্ব্বদা বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিত, তাহারা ঐ জমীদারের নিকট সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিল। সুচতুর জমীদার সমস্ত বুঝিয়া হাসিতে হাসিতে মহাত্মার কুঠরীর নিকট যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "মহারাজ, দ্বার খুলুন!" কোন উত্তর না পাইয়া অবশেষে দ্বার ভঙ্গ করিয়া দেখিলেন যে, মহাত্মা ভূপৃষ্ঠে অচেতন হইয়া অনবরত মল পরিত্যাগ করিতেছেন। স্নানাদি বহু শুশ্রূষার পর মহাত্মা কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, জমীদার তাঁহাকে একান্তে বিনয়পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনারা যদ্যপি এই প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চে রত থাকেন, তাহা হইলে আমরা গৃহস্থ লোকে কি প্রকারে পরমাত্মার সাধন ভজন করিতে শিক্ষা করিব এবং কি করিয়াই বা আমাদের তাঁহাতে নিষ্ঠা হইবে? যতদিন এই স্থূল শরীরে

সাকাররূপে থাকিতে হইবে, ততদিন প্রাণরক্ষার্থে ইহাতে অন্ন জল অবশ্যই দিতে হইবে। তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা নাই। যখন পরমাত্মা নিরাকার করিয়া লইবেন, তখন আর ইহাতে কিছুই দিবার প্রয়োজন থাকিবে না। যতক্ষণ প্রদীপে অগ্নির জ্যোতিঃ জ্বলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল ও সলিতার আবশ্যক; নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইলে আর উহাতে তৈল সলিতার প্রয়োজন থাকে না। কেবল মাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা রাখা এবং প্রাণরক্ষার্থ পরিমাণ মত অন্ন জল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।" মহাত্মা সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "কি করিব, মহারাজ, এ প্রকার প্রপঞ্চ না করিলে রাজা-প্রজা কেহই মান্য করে না।"

জমীদার বলিলেন, "মহারাজ, এই বিষয়ে আপনার কুণ্ঠিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনি যতদিন ইচ্ছা এখানে আনন্দে বিরাজ করুন। আমি আপনাকে পূর্ব্বের ন্যায় যথাবৎ সেবা করিব, তাহাতে কোন প্রকার শৈথিল্য হইবে না।" সেই দিবস তথায় অবস্থান করিয়া ঐ মহাত্মা রাত্রেই গোপনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

ভবানীপুরের মহাত্মা।

ভবানীপুরেও একটী এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ভবানীপুর নিবাসী একজন ভদ্রলোক, উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়াছেন বলিয়া পরিচিত একজন মহাত্মাকে নিজের বাটীতে রাখিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। ঐ মহাত্মা স্বহস্তে আহার করিতেন না; প্রকাশ করিতেন যে, মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করেন না এবং গ্রামের অন্তরে পুষ্করিণীতে বা স্রোতের জলে স্নান করিতেন।

ভবানীপুরের কতকগুলি লোক তাঁহার এই সমস্ত নিয়মে আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার ক্রিয়া সকল গোপনে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাত্মাকে বিনয় সহকারে বলিলেন যে, "ভগবান, আমাদের প্রার্থনা যে, আপনি ঘরেই স্নান করুন। আমরা একটী চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ গঙ্গার জলে পূর্ণ করিয়া দিব। গঙ্গায় যাইতে আপনার প্রতিদিন কষ্ট হয়।" মহাত্মা কোন মতে স্বীকার না করায় ঐ ভদ্রলোকেরা মহাত্মা যেখানে স্নান করেন, সেখানে লুকাইয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে

মহাত্মা জলে মলত্যাগ করিতেছেন দেখিয়া তাঁহারা মহাত্মাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, এরূপ কার্য্য করিতে নাই। তীরে উঠুন।" মহাত্মা লজ্জায় পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্নানান্তে মহাত্মাকে বাটীতে আনিয়া উত্তমরূপে আহার করাইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মহাশয়, আপনারা সাধু মহাত্মা, আমাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ হইলে আপনারা আমাদিগকে অসৎমার্গ হইতে সত্যে প্রবর্ত্তিত করাইবেন। কিন্তু যদ্যপি আপনারা স্বয়ং এই প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চে পড়িয়া অসৎমার্গ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমাদিগের উপায় কি হইবে? দেখুন এই সংসারে কেহই সর্ব্বশক্তিমান অনন্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন অন্তর্য্যামী পরমাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহেন। আহার করিলে অবশ্যই মলত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তুচ্ছ মান-গৌরবের জন্য প্রপঞ্চ করিয়া স্বয়ং অসৎপথে প্রবর্ত্তিত হইয়া অপরকেও ঐ পথের পথিক করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ঐ মহাত্মার আশ্রয়দাতা রেলভাড়া দিয়া তাঁহাকে অভিমত স্থানে পাঠাইয়া দিলেন।

সশরীরে ভৈরব দর্শন।

একজন সুপ্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের নিকট ৫০০৲ শত টাকা লইয়া তাঁহাকে সশরীরে ভৈরবদেবকে দেখাইতে প্রতিশ্রুত হন। গ্রামের প্রান্তভাগে পণ্ডিত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এক বৃক্ষে মশালের আলোকে এক বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ভৈরবজ্ঞানে সেই ভদ্রলোক অনেক টাকা প্রণামী দেন এবং উৎসাহের সহিত নিজ ভ্রাতাকে ঐরূপে ভৈরবদর্শনে কৃতার্থ হইতে পত্র লিখেন। ভ্রাতা পল্টনে সুবেদারী কার্য্য করিয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের সহিত মিশিয়া অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত বুদ্ধি হইয়াছিলেন। তিনি পত্রের উত্তরে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করিয়া রাখিতে বলিয়া লিখিলেন, শীঘ্রই তিনি ছুটি লইয়া বাড়ী আসিবেন এবং প্রয়োজনমত ব্যয় করিয়া ভৈরব সাক্ষাৎ করিবেন।

সুবেদার বাটী আসিয়া পণ্ডিতের কথামত রাত্রিকালে ভৈরবদর্শনার্থী হইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলেন।

পণ্ডিত সেই বৃক্ষস্থ মূর্ত্তিকে করজোড়ে বলিলেন, "হে ভৈরব ভগবান, আপনার একজন প্রিয়ভক্ত দর্শনার্থ আসিয়াছেন! আপনি নিজগুণে ইহাঁর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দর্শন দিন।" ভৈরবমূর্ত্তি নীরব দেখিয়া পণ্ডিত সুবেদারকে বলিলেন, "বোধ হয় ভোগের জন্য আর ২০০৲ শত টাকা না দিলে কথা কহিবেন না।" সুবেদার ঐ টাকা দিতে স্বীকার করিলে পণ্ডিত পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, "হে ভৈরব ইনি পরম ভক্ত। ইহাঁকে উত্তর দিয়া কৃতার্থ করুন। ইনি আপনার ভোগের জন্য অতিরিক্ত ২০০৲ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।" তখন ভৈরবমূর্ত্তি প্রসন্ন হইয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। সুবেদার বলিল, "ভৈরবজীর নিকটে গিয়া দর্শন করিলে কৃতার্থ হই।" পণ্ডিত বলিলেন, "এখান হইতে প্রণাম কর নতুবা ইনি ক্রোধান্বিত হইবেন।" সুবেদার বলিল, "গাছের নীচে আসিয়া দর্শন দিলে আমি আরও পাঁচটী মোহর তাঁহার চরণের উপর প্রণামী দিব।" পণ্ডিত টাকার লোভে ভৈরবকে প্রার্থনা করিলেন, "হে কৃপানিধান, আপনি গাছ হইতে নামিয়া ইহাঁকে দর্শনদানে কৃতার্থ করুন।" ভৈরব ভক্তের মনোরথ পূরণার্থ নীচে নামিয়া দাঁড়াইলেন। সশস্ত্র সুবেদার তৎক্ষণাৎ তরবারি খুলিয়া ভৈরবকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "শালা তুই কে—বল নহিলে কাটিয়া ফেলিব।" তখন ঐ পণ্ডিতের ইষ্ট-দেবতা ভৈরব নিশ্বাস লইবার সুবিধার জন্য ছিদ্রযুক্ত কাল হাঁড়ী মাথা হইতে ফেলিয়া সুবেদারের পায়ের উপর পড়িল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমি নাপিতের ছেলে; পণ্ডিতজীর শিক্ষামত এই কার্য্য বরাবর করিতেছি। আমার কোন দোষ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন।" সুবেদার পণ্ডিতকে ধরিয়া বাটীতে বন্ধন করিয়া রাখিল। পণ্ডিত পীড়নের ভয়ে বাটী হইতে সমুদয় টাকা আনাইয়া ফেরত দিল এবং পুনরায় এরূপ কার্য্য করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া মুক্তিলাভ করিল। ধূর্ত্ত লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ করিয়া কত প্রকার কৌশলে রাজা-প্রজাদিগকে বঞ্চনা করিতেছে তাহার সীমা নাই। পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান পুরুষসিংহ এইরূপ প্রপঞ্চী লোকদিগকে শাসন করুন—যাহাতে সকলের মঙ্গল হয়।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবনারায়ণ পর্য্যটনক্রমে বোম্বাই প্রদেশের পূর্ব্বোক্ত বালকেশ্বর নামক স্থানে চারি দিবস বিশ্রাম করিয়া দ্রাবীড় হইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইবার উদ্যোগ করিলেন। শিবনারায়ণের হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া মহাজন জহরমল যমুনাদাস দ্রাবীড় পর্য্যন্ত রেলের টিকিট কিনিয়া দিল, এবং ভেখ চিহ্নের অভাবে তাঁহার পথে কষ্ট হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া কিছু টাকা লইতে অনুরোধ করিল। শিবনারায়ণ সম্মত হইলেন না। নিষেধ সত্ত্বেও জহরমল একটী কোর্ত্তা প্রস্তুত করাইয়া গাড়ীতে উঠিবার সময় শিবনারায়ণকে পরাইয়া দিল।

তৎকালে বোম্বাই হইতে একজন সন্ন্যাসী প্রায় দশ বার হাজার টাকার অলঙ্কার সমেত একটী মহাজনের কন্যাকে লইয়া পলাইয়াছিল। মহাজনের দরখাস্তে চারিদিকে তারযোগে হুলিয়া জারি হয়। শিবনারায়ণকে লইয়া রেলগাড়ী বোম্বাই হইতে প্রায় ষাইট ক্রোশ দূরে এক ষ্টেশনে আসিয়া থামিলে হুলিয়ানুসারে সরকারী সিপাহী সন্ন্যাসীকে খুঁজিতে খুঁজিতে শিবনারায়ণের নিকট আসে। কন্যাচোর সন্ন্যাসীরও নাম শিবনারায়ণ। এজন্য নাম শুনিয়া সিপাহী শিবনারায়ণকে নামিতে বলিল। তিনি নামিয়া বলিলেন, "আমাকে যে স্থানে লইয়া যাও না কেন, তাহাতে আমার কি? এই স্থানে বসিয়াছিলাম, না হয় অন্য স্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিব। সকল স্থানের লোকই নিজ নিজ ভ্রম মিটাইয়া লউক।"

নীচে বিস্তর লোক তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং ইনস্পেক্টার সাহেব প্রভৃতি সকলে তাঁহাকে দোষী বলিতে লাগিল। কিন্তু রেলের গার্ড সাহেব আসিয়া বলিল, "এই ব্যক্তিকে বোম্বাই ষ্টেশনে বড় বড় বাবুরা গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন।" তথাপি উহারা বিশ্বাস না করিয়া চোর সন্ন্যাসীর ফটোগ্রাফের সহিত তাঁহার চেহারা মিলাইতে লাগিল। শিবনারায়ণ খর্ব্বাকৃতি কিন্তু চোর সন্ন্যাসী বর্ণনামত লম্বা হওয়াতে মিলিল না। তখন পুলিশের লোকে শিবনারায়ণকে ছাড়িয়া দিল। তিনি রেলে উঠিলেন; গাড়ী চলিয়া গেল।

বিঠ্ঠল ভগবান।

শিবনারায়ণ এক ষ্টেশনে নামিলেন। সেখান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ দূরে নদীর ধারে একটী তীর্থ আছে। তীর্থস্থ মন্দিরে পাথরের ঠাকুর। ঠাকুরের নাম বিঠঠল অর্থাৎ কুকুর ভগবান। শিবনারায়ণ দেখিলেন, মন্দিরে ঢুকিবার চারিটা ফটক। প্রত্যেক ফটকে পাণ্ডারা দণ্ডায়মান। দুই-চারি আনা দিলে তাহারা পথ ছাড়িয়া দেয়। প্রথম ফটক পার হইয়া আবার চারি ফটক। সেখানেও দুই-চারি আনা দিলে তবে ঠাকুর দর্শন হয়। ঠাকুরের মাখন মিশ্রির ভোগ। পাণ্ডারা টাকা সংগ্রহে বিশেষ দক্ষ। যাত্রীর গাঁটে টাকা আছে জানিতে পারিলে তাহাকে একটা ছোট ঘরে ঠাকুর দর্শন করাইবার সময় এমন কৌশলে গাঁট কাটিয়া টাকা পয়সা বাহির করিয়া লয় যে, সে বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারে না। পরে বাজারে আসিয়া টাকা দেখিতে না পাইয়া হায়! হায়! করিয়া মরে। পাণ্ডাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, "তোমাদের পাপ ছিল, তাই টাকা হারাইয়া গিয়াছে। পুনরায় তোমরা দশ বিশ টাকা খরচ কর; তাহা হইলে পাপমোচন হইবে।" একজন যাত্রী ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, "হে মহারাজ, এই তীর্থ এবং বিঠ্ঠল ভগবান দর্শন করিয়া যখন পাপমোচন হইল না, তখন টাকা দিলে কি পাপমোচন হইবে? দর্শনের কি ফল হইল?" পাণ্ডা নিরুত্তর। কিন্তু যাত্রীকে ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে ফিরিতে হইল।

নিজামী হায়দ্রাবাদ।

শিবনারায়ণ নিজামী হায়দ্রাবাদ সহরে গিয়া দেখিলেন যে, কোন রাজার রাজ্যে প্রজা সুখী নয়। প্রজাকে সুখী রাখিবার পূর্ণ ইচ্ছা কোন রাজা বা নবাবের মনে নাই। বরঞ্চ এরূপই মতি যে, প্রজারা মরুক বা বাঁচুক, কর পাইয়া আমাদের হাতী ঘোড়া হইলেই হইল।

হায়দ্রাবাদে নবাবের একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শিবনারায়ণকে—হিন্দু ফকির কি মুসলমান ফকির—জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন, "হিন্দু ফকির ও মুসলমান ফকির কাহাকে বলে? ফকির কি হিন্দু মুসলমানের খরিদ

করা থাকে?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "খরিদ করা ত থাকে না। কিন্তু হিন্দুবংশে জন্মিয়া যে ফকির হয়, তাহাকে হিন্দু ফকির বলে, আর মুসলমানের ঘরে জন্মিয়া যে ফকির হয়, তাহাকে মুসলমান ফকির বলে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, তাহা বটে; কিন্তু যে হিন্দুর ঘরে জন্মায় তাহাকে পরে কেন মুসলমান বলে? যাহার নাম ফকির, তাহার কোন বিষয়ে ফিকির নাই—থাকিবার আছেন কেবল পরব্রহ্ম। যত্তপি এইরূপ ভাব কোন ফকিরের হয় যে, সে মুসলমান ফকির কিম্বা হিন্দু ফকির, তাহা হইলে সে ফকিরও নয়, মহাত্মাও নয়।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "যখন আপনি এই কথা বলিতেছেন, তখন বিচার করুন। আমি ত মুসলমান; আমরা গো-মাংস আহার করি। কিন্তু আপনি কি ঐ গো-মাংস আহার করিতে পারিবেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "গো-মাংস আহার করিলে উহাতে কি বাহাদুরী আছে, আর আহার না করিলেই বা উহাতে বাহাদুরী কি? যত্তপি আহার করিলে কোন বাহাদুরী থাকে, তাহা হইলে মৃত গো-মাংস শৃগাল কুক্কুর ত আহার করিতেছে, উহাদের বাহাদুরীর সীমা নাই। যাহার যে আহার, সে তাহাই ভক্ষণ করিতেছে।"

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তর করিলেন, "উহাতে কোন বাহাদুরী নাই; কিন্তু তোমাদের হিন্দুর মধ্যে কেহই খায় না, সকলেই ঘৃণা করে; শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা মুসলমান ত শূকর খাও না, বরং ঘৃণা কর; উহাতে কি লাভ হয়? সকল পশুকেই খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম একই বস্তুতে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। যেমন শূকরের হাড় মাংস রক্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে, গাভী-দিগেরও সেইরূপ হাড় মাংস রক্ত ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে। দুইটীই ত খোদার সমান জীব। তবে একটীকে খাইতে হইবে, আর একটীকে খাইলে দোষ দিতে হইবে, ইহার মানে কি?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকরকে খাইতে কশম আছে, উহার নাম লইলেই সকলে তোবা তোবা বলে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "ঐরূপ সকল সমাজেই এক এক বস্তুকে এক এক দোষ দিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। তাহাকেই আবার অপর সমাজে

শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতেছে।” সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, “মহারাজ, ইহা ঠিক, সকল জীবই সমান—সকল হাড় মাংসের শরীরই সমান। তবে কি কারণে আমাদের সামাজিক নিয়মে শূকর খাইতে নিষেধ আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।” শিবনারায়ণ বলিলেন, “কিন্তু বিচার করিলে দেখিবে দোষ কাহাতেও নাই, এবং দোষ যদি ধরা যায়, তাহা হইলে সকলেতেই দোষ হয়। কেন না সকল জীবই সমান। গলা কাটিতে গেলে সকলেরই সমান কষ্ট বোধ হয়।” “কি করি মহারাজ, আমাদেব এইরূপ নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।”

শিবনারায়ণ সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতেছেন শুনিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে অতদূর হাঁটিয়া যাইতে নিষেধ করিয়া রেল-ভাড়া লইতে এবং ফিরিবার সময় পুনরায় দর্শন দিতে অনুনয় করিলেন। শিবনারায়ণ টাকা লইতে সম্মত হইলেন না। তখন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একটী হিন্দু মিঠাইওয়ালার দোকানে লইয়া গিয়া তাঁহাকে উত্তমরূপে আহার করাইলেন এবং সিপাহী সঙ্গে দিয়া ষ্টেশনে রেলে উঠাইয়া দিলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাটী দিল্লীতে।

বালাজী ও রঙ্গজী তীর্থ।

শিবনারায়ণ বালাজীতে গেলেন। বালাজী পাহাড়ের উপর এক অতি বৃহৎ মন্দির। মন্দিরে পাথরের বালাজী ঠাকুর স্থাপিত। সেইখানে অনেক শ্রীবৈষ্ণব বৈরাগী সাধু আছেন। বালাজী তীর্থের সমস্ত লীলা দেখিয়া শিবনারায়ণ রঙ্গজীতে গেলেন। রঙ্গজী ঠাকুরের মন্দির অতি বৃহৎ এবং সেই মন্দিরে ধাতু নির্ম্মিত অন্যান্য ঠাকুর আছে। রঙ্গজী ঠাকুরের মাথায় রূপার মুকুট। যাত্রীদিগকে দর্শন করাইবার সময় পাণ্ডারা ঠাকুরের মাথার মুকুট খুলিয়া যাত্রীদিগের মাথায় দিয়া বলে “তোমাদের কপাল ভাল, রঙ্গজী ঠাকুরের মুকুট পরিয়াছ; এখন তোমরা শীঘ্র কিছু টাকা পয়সা দান কর।” যাত্রীরাও দান করে। পাণ্ডাদিগকে টাকা পয়সা না দেওয়াতে শিবনারায়ণের মাথায় কেহ রঙ্গজী ঠাকুরের মুকুট দেয় নাই।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

রামেশ্বর।

মান্দ্রাজ হইতে রামেশ্বরে যাইয়া শিবনারায়ণ দেখিলেন, সেখানে প্রকাণ্ড মন্দির; চারিদিকে পাথরের ও অষ্টধাতুর প্রতিমা,—রামচন্দ্র, সীতাদেবী, শিবলিঙ্গ ও অপরাপর মূর্ত্তি। শিবমন্দিরের ভিতরে অন্ধকার;—পাণ্ডাগণ প্রদীপ জ্বালাইয়া যাত্রীদিগকে দূর হইতে প্রতিমা দর্শন করায়। প্রতিমা স্পর্শ করা বা তাহার নিকটে যাওয়া নিষিদ্ধ। কারণ প্রতিমা ধাতুনির্ম্মিত যাত্রীরা একথা জানিতে পারিলে, পাণ্ডাদের রোজগারের পথ বন্ধ হইবে।

ধনী যাত্রীরা পাণ্ডাদিগকে লুকাইয়া টাকা দিলে, উহারা রাত্রিযোগে চুপে চুপে বস্ত্রাবৃত লিঙ্গ আনিয়া খুলিয়া দর্শন করায় কিন্তু কাহাকেও স্পর্শ করিতে দেয় না। কোন যাত্রী শিবের মাথায় জল ঢালিতে চাহিলে পাণ্ডারা টাকা লইয়া নিজে জল ঢালিয়া দেয়। মহা দরিদ্র হইলেও তাহার নিকট পাচ সিকা না পাইলে জল ঢালে না। যে গরীব বেচারা পদব্রজে সহস্র ক্রোশ ভিক্ষা দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া আসিয়াছে, সে পুনরায় সহস্র ক্রোশ কি আহার করিয়া যাইবে, ইহা মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের মনে আসে না। দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "প্রত্যক্ষ চেতন জীব—যাহার নাম শিব বলিয়া কল্পিত, সেই জীব কোন বাটীতে পিপাসাতুর হইয়া যাইলে তাহাকে প্রীতিপূর্ব্বক জল দিতে ইহারা কুণ্ঠিত এবং প্রত্যক্ষ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ শিবকে প্রীতিভক্তিরূপ জল প্রদান করিতে ইহাদের আলস্য;—আর জড় পাথর কাঠের উপর জল ঢালিয়াই ইহাদের পুণ্যলাভ!"

জগন্নাথ নামক প্রধান পাণ্ডা আসিয়া শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মহারাজ, আপনি কোন্ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ধর্ম্ম কাহাকে বলে, এবং ধর্ম্মের স্বরূপ কি?" জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন, "মহারাজ ধর্ম্ম শব্দ মাত্র। সত্য যিনি তিনিই ধর্ম্ম; তাঁহাকে ধারণা করা এবং সত্য যে বাক্য তাহা বলা—এই ধর্ম্মের স্বরূপ।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যদি তোমরা এই কথা বুঝিয়া থাক, তবে তোমরা এই যে অষ্টধাতু এবং পাথর ও মৃত্তিকার ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া ইনি রাম, ইনি শিব, এইরূপ কল্পিত নাম দিয়া পূজা করিতেছ, ইহার কারণ কি? রাম এবং শিব এখানে কোন্ স্থানে আছেন? এই পাথর শিব, না, অষ্টধাতু শিব, না, মৃত্তিকা শিব? যদি এই সকল পদার্থ শিব হন, তাহা হইলে সকল স্থানেই ত পাথর, অষ্টধাতু ও মৃত্তিকা আছে; সকলেই ত শিব ও রাম হইতে পারেন। এবং পাথর অষ্টধাতু ও মৃত্তিকা হইতে শ্রেষ্ঠ চেতন পদার্থ যে মনুষ্য সেই মনুষ্যই বা কেন শিব ও রাম না হইতে পারেন? আর তাহা হইলে জড়-পদার্থে ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবার প্রয়োজনই বা কি? মনুষ্য চেতন পদার্থকে অর্থাৎ আপনাকে পূজা করিলেও ত তাঁহাকেই পূজা করা হয়;—তিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী—সকলই জানেন।"

জগন্নাথ পাণ্ডা বলিলেন,—"ইহা ঠিক কথা মহারাজ; ইহাতে কোন ভুল নাই। কিন্তু জগতে সত্যকে কেহ মানে না এবং বিশ্বাস করে না; বরং মিথ্যা প্রপঞ্চ করিলে লোকে বিশ্বাস করে এবং মানে। দেখুন, যদি আমি কোন বড়লোককে বলি—আমার পুত্র-কন্যা অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট পাইতেছে, আমাকে দশ টাকা দিন, তিনি কোন মতে দিবেন না। যদি বা একবার দেন, তাহা হইলে সুদসমেত ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা করিবেন।' কিন্তু দেখুন, মন্দির ও ঠাকুর স্থাপন করাতে মনুষ্য লক্ষ লক্ষ টাকা অনর্থক ব্যয় করিতেছে। তাহারা কত কষ্ট সহ্য করিয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ পদব্রজে আসিয়া এই প্রতিমাকে ভক্তিপূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, এবং টাকা, পয়সা, শাল, বনাত, ও উত্তম উত্তম বস্ত্রাদি ইহার উপরে চড়াইয়া দেয়। কিন্তু সেই টাকা পয়সা পাথরের ঠাকুর লন না। তাহাতে আমরা পুত্রকন্যাদিগকে প্রতিপালন করি এবং ঐ শাল, রুমাল, বনাত প্রভৃতি আমরাই ব্যবহার করি। ধনীর অর্থে দরিদ্র অর্থাৎ আমাদের পালন করিবার জন্যই ঋষি মুনিরা বিচার করিয়া

নানাপ্রকার তীর্থ এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিতে আজ্ঞা দিয়া গিয়াছেন। নতুবা আমাদের মিথ্যা প্রপঞ্চ করিবার প্রয়োজন কি?

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর জগন্নাথ পাণ্ডা শিবনারায়ণকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিয়া চাকুরদিগকে বলিয়া দিলেন যে, "ইনি মহাত্মা; যে স্থানে থাকিতে চান, সেই স্থানে তোমরা রাখিয়া আইস। যে কয়েক দিবস ইনি এখানে কৃপা করিয়া থাকেন, সে কয়েকদিন আমি ইহাঁর সেবা করিব।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

মৌনীবাবা।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর মন্দির হইতে প্রায় এক ক্রোশ আন্দাজ দূরে সমুদ্রের ধারে জঙ্গলের মধ্যে চারিদিকে খোলা "রাম-ঝরোখা" বলিয়া একটী দুই মহল বাড়ী আছে। শিবনারায়ণ সেখানে চারি দিবস বাস করিলেন। সকলে বলিত যে, তিনি সিদ্ধপুরুষ, দিবারাত্রি অনাহারে থাকেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করেন না, ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তি। যত লোক রাম-ঝরোখা দর্শন করিতে আসিত সকলেই মৌনীবাবাকে দর্শন এবং টাকা পয়সা দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিত। মৌনীবাবা পাথরের মত বসিয়া থাকিতেন। একবার যাত্রীদিগের যাতায়াত বন্ধ হইবার পর অন্য যাত্রীরা আসিয়া আর টাকা দেখিতে পাইত না, দুই চারি আনার পয়সা ছড়ান দেখিয়া তাহারা আবার দান করিত। একজন পাণ্ডা যাত্রীদিগের নিকট তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বলিত যে, তাঁহার নিকট টাকা পয়সা দিলে বড়ই ফল। এক রাত্রে মৌনীবাবা স্নান করিয়া আসিয়া আসনের নীচে বাটী হইতে রুটী বাহির করিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় শিবনারায়ণ তথায় কাশিতে কাশিতে উপস্থিত

হইলেন। মৌনীবাবা শুনিতে পাইয়া তাঁহাকে অঙ্গুলি দ্বারা সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, "কিছু খাবে ত এস" আমার নিকট আহার প্রস্তুত আছে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি একসন্ধ্যা আহার করিয়া থাকি, দিবসে আহার করিয়াছি এক্ষণে আহার করিব না; তুমি আহার কর।

একথা লোকের নিকট প্রকাশ পাইলে পাছে রোজগার বন্ধ হয়, এই ভয়ে মৌনীবাবা কোনমতে ছাড়েন না। শিবনারায়ণ বলিলেন, "তুমি কোন চিন্তা করিও না, আমি কাহারও নিকট বলিব না। কিন্তু তুমি যে মৌন অবস্থা ধারণ করিয়াছ, ইহাতে ইসারা করিয়া অতি কষ্টে অন্যকে মনের ভাব বুঝাইতে হয়। গৃহস্থ ব্যক্তির জন্য এ ব্রত করিয়াছ—কর। কিন্তু আমার সহিত কথা কহিলে তোমার হানি কি?" মৌনীবাবা বলিলেন, "মহারাজ, আপনাদের ন্যায় মহাত্মার সহিত কথা কহিবার বাধা নাই। কিন্তু গৃহস্থ লোক অনর্থক বাক্যব্যয় করায় এজন্য মৌনভাবে থাকি; এবং সকল লোকের সম্মুখে আহারাদিতে নিবৃত্ত থাকিলে কেহ তুচ্ছজ্ঞান করে না,—মহাত্মা বলিয়া মানে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "ঠিক বটে। কিন্তু শরীর থাকিলে পানাহার করিতে হইবেই,—ঈশ্বর, গড, আল্লা, খোদা অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ং শরীর ধারণ করিলেও তাঁহাকে পানাহার করিতে হইবে। এই স্থূল শরীর অন্নজলের পুতলী। কেহ ডাল, ভাত, কেহ রুটী, কেহ দুগ্ধ-ঘৃত, কেহবা কন্দমূল, কেহবা এক তোলা জল আহার করিয়া শরীর রক্ষা করেন। সাকার রূপ হইলে খাওয়া আছে; কিন্তু নিরাকার হইলে খাওয়া নাই। যেমন অগ্নি-জ্যোতিঃ যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাকার জ্যোতিঃ থাকিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৈল-বাতির প্রয়োজন থাকিবে ও দিতে হইবে এবং যখন নির্ব্বাণ হইয়া নিরাকার হইয়া যাইবেন, তখন কোটী মণ তৈল ঘৃত পড়িয়া থাকুক—অগ্নির কোন প্রয়োজন নাই; সেইরূপ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবশব্দক চেতন শরীরের মধ্যে থাকিবেন—তিনি গৃহস্থ কিম্বা সাধু মহাত্মা যাহাই হউন—ততক্ষণ প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহাকে আহার গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে লজ্জা সরম কি আছে যে, গোপনে আহার করিবে? ইহাতে হানি বা লাভ কি? তুমি যাও আহার কর,—তোমার কোন চিন্তা নাই।"

মৌনীবাবা বলিলেন, "মহারাজ, জানি লাভ নাই। কিন্তু অবোধ লোক আহার করিতে দেখিলে নিন্দা করে এবং বলে যে, 'এই বেটা মহাত্মা নহে।' কিন্তু জ্ঞানবান ব্যক্তি সকলেই জানেন—তাঁহারা নিন্দা করে না।" মৌনীবাবা তখন আহার করিলেন এবং শিবনারায়ণকেও আহার করাইয়া দিলেন। কথাবার্ত্তায় জানা গেল যে, মৌনীবাবা লোকের অলক্ষ্যে আসনের নিকটস্থ টাকা তুলিয়া মাটীতে পুঁতিয়া রাখেন। ঐ টাকার কতক অংশ তাঁহার মাহাত্ম্য ঘোষণাকারী পাণ্ডাকে দিতে হয়। পাণ্ডা তাঁহাকে নির্জ্জনে আহারীয় আনিয়া দেয়।

সেতুবন্ধ।

যেখানে রামচন্দ্র সেতু বাঁধিয়াছিলেন বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধ, সেখানে যাইয়া শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, যত্রতত্র ছোট বড় অনেক পাথর পড়িয়া আছে। সেতু বাঁধিবার কোন চিহ্ন নাই। তথাপি তত্রস্থ পাণ্ডারা তাহাকেই সেতুর ভগ্নাবশেষ বলিয়া দেখায়। কেহবা বলে, সমুদ্রের মধ্যে যে স্থানে চড়া পড়িয়াছে তাহাই সেতুর চিহ্ন। সেখানকার পাণ্ডারা সকলকেই রামেশ্বর শিবলিঙ্গের পূজা করিতে আগ্রহের সহিত উপদেশ দেয়। শিবনারায়ণ তাহাদিগকে বলিলেন, "রামচন্দ্র যে এই সমুদ্র বাঁধিয়া পার হইয়াছিলেন, ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিচার করিয়া দেখ, পরব্রহ্ম কত ব্রহ্মাণ্ড এবং কত পৃথিবী শূন্য আকাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন তাহার সীমা নাই। শূন্য আকাশে ব্রহ্মশক্তি দ্বারা মেঘ জমিয়া থাকে, পুনরায় সেই ব্রহ্মশক্তি দ্বারা মেঘ খণ্ড খণ্ড হয়। যদ্যপি পরব্রহ্ম কোন কারণবশতঃ লীলার জন্য শরীর ধারণ করিয়া এক কিম্বা দশটা সমুদ্র বরফের মত জমাইয়া সেতু বাঁধিয়া দেন, তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, সেই ব্রহ্মশক্তির প্রেরণায় মনুষ্য কত সেতু এবং কলের জাহাজ ও রেলগাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া চালাইতেছেন। কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া তোমরা, রাজা-প্রজাগণ, মনোরূপ সমুদ্রে ধৈর্য্যরূপ পাথর এবং সন্তোষরূপ শুরকী চূণ ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিরূপ সেতু বাঁধ এবং অজ্ঞান অহঙ্কার-রূপ রাবণকে জ্ঞানরূপ বাণদ্বারা বধ করিয়া, সত্যরূপিণী সীতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম

জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে হৃদয়ে ধারণ কর; সর্ব্বদা আনন্দরূপ নির্ভয় থাকিতে পারিবে।

আরও বিচার করিয়া দেখ, শাস্ত্রে যে শিবের অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্মের জ্যোতিঃ-স্বরূপের লিঙ্গের বিষয় লিখিত আছে তাহা ত্রিবিধ,—কারণ লিঙ্গ, সূক্ষ্ম লিঙ্গ ও স্থূল লিঙ্গ। কারণ লিঙ্গ নিরাকার নির্গুণ ও মনোবাণীর অতীত। সূক্ষ্ম লিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ যিনি স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতির পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। চরাচর স্থূল শরীর সমষ্টি শিবের স্থূল লিঙ্গ। এই স্থূল লিঙ্গ অর্থাৎ চরাচর স্ত্রী-পুরুষ সূক্ষ্মলিঙ্গ অর্থাৎ সূর্য্যনারায়ণে মিশিবে এবং সূক্ষ্মলিঙ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ কারণ লিঙ্গে অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণরূপে স্থিত হইবেন। শাস্ত্রে ইহাকেই শিবের অর্থাৎ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার কহে। এই বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকেই শিবের অষ্ট মূর্ত্তি বলে। যথা ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ, জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ ইত্যাদি। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও অহঙ্কার এই অষ্ট মূর্ত্তি। ইহা ব্যতীত শিব অর্থাৎ পরব্রহ্মের অন্য লিঙ্গ বা মূর্ত্তি হয় নাই, হইবেক না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তবে আপনারা প্রস্তর মৃত্তিকা দ্বারা যেরূপ লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া শিবলিঙ্গ বলিয়া পূজা করেন ও স্ত্রীলোকদিগকে পূজা করান সেরূপ লিঙ্গ নিরাকারে ত নাই। এবং সাকার অর্থাৎ জগতের মাতা-পিতা বিরাট ব্রহ্মের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ইহার মধ্যে ঐরূপ লিঙ্গ কোথায় আছে? চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময়, ইহাতে ঐরূপ ইন্দ্রিয় বা লিঙ্গ নাই। তোমরা যেরূপ লিঙ্গ প্রস্তুত করিয়া পূজা কর ও করাও বিচার পূর্ব্বক দেখ, তাহা কেবল মনুষ্য ও পশুর দেহেই আছে। বেদাদি শাস্ত্রে কি মনুষ্য ও পশুদিগের লিঙ্গের পূজা করিবার বিধি আছে? শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যেরূপ সঙ্গ বা পূজা করে, তাহার সেইরূপ মতিগতি ও ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। আজ কাল আর্য্য হিন্দুগণ এই প্রকার লিঙ্গের পূজা করায় কাম ইন্দ্রিয় দেবের প্রবল উত্তেজনায় জগৎ উৎসন্ন যাইতেছে। স্ত্রী-পুরুষগণের অন্তঃকরণে স্বপ্নেও ঐ প্রকার লিঙ্গ ভাসিতেছে ও তাহারা সকল বিষয়ে জ্ঞানহীন, তেজোহীন হইয়া পড়িয়াছে।

কেহই যথার্থ কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপ পরব্রহ্মের লিঙ্গাকার শরীরের পূজা করিতেছেন না এবং মান্যও রাখিতেছেন না। সেই জন্যই সকলে সকলের নিকট অপমানিত হইতেছেন।"

শিবনারায়ণ জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র দিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পার হইলেন সমুদ্রের চরের উপর একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তা আছে, তাহারও নাম সেতুবন্ধ।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

দ্রাবীড় ও ত্রৈলঙ্গ।

দ্রাবীড় দেশে কোন মন্দিরে বা কাহারও বাটীতে অন্ন চাহিলে সকলে শিবনারায়ণের ধূলা-মাখা শরীর ও জীর্ণ বস্ত্র দেখিয়া ঘৃণায় তাড়াইয়া দিত। ত্রৈলঙ্গ দেশের পণ্ডিতদিগের বাড়ীতেও ঐরূপ আচরণ। পণ্ডিতেরা জিজ্ঞাসা করিতেন, "আইয়া উরু, আইয়া একড়েঞ্চে স্থাউ।" (অর্থাৎ তুমি কোথা হইতে আসিলে?—কোথায় যাইতেছ?—তুমি কেন এখানে আসিয়াছ?) শিবনারায়ণ বলিতেন, "সেতুবন্ধ হইতে আসিয়াছি, জগন্নাথ যাইব, তোমার নিকটে আসিয়াছি চারিটি অন্নের জন্য।" জাতি জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিতেন না; কিম্বা কখনও বলিতেন, "আমি বড়ই ভ্রষ্টলোক।"

দ্রাবীড় ও ত্রৈলঙ্গ দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত ভাষায় ও বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইহাঁদের আচার অধিক, বিচার অল্প। ইহাঁরা দিবারাত্র শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার এবং স্নান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণজাতির ব্যবহারের ঘাটে অপর লোককে স্নান করিতে দেন না। দৈবাৎ অন্যথা হইলে ঘাট অশুদ্ধ হইল বলিয়া বাটী হইতে ঘাট পর্য্যন্ত গোময় ছড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া থাকেন।

ইঁহারা নিজেকে বড় মহাত্মা ও শুদ্ধ পণ্ডিত বলিয়া মানেন। যাহারা দিবারাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন, সকল বিষয়ে বারংবার স্নান এবং গৃহে, বস্ত্রে ও শরীরে সর্ব্বদা গঙ্গাজলের ছড়া না দেয়, তাহাদিগের প্রতি নীচ ও ভ্রষ্টজাতি বলিয়া ইঁহাদের ঘৃণা। শিবনারায়ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, "যিনি মন শুদ্ধ করেন না এবং আত্ম-বিষয়ে তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নহেন, কেবল কর্ম্মেই রত, যাঁহার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে নিষ্ঠা নাই, তিনি কাশী রাজ্যের মহা পণ্ডিত হইলেও তাঁহার বেদ-বেদাঙ্গ উপনিষদাদি সমস্ত পাঠ বৃথা।"

তাঞ্জোর।

শিবনারায়ণ তাঞ্জোরের রাজবাটীর দেউড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজার একজন মুসলমান সিপাহী বলিল, "দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, সকলের 'আহার শেষ হইয়াছে; এক্ষণে তুমি কি প্রকারে অন্ন পাইবে? যদ্যপি তুমি বল, তাহা হইলে আমি দুই পয়সার চিঁড়ে আনাইয়া দিই। কিন্তু আমি মুসলমান।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তুমি আনাইয়া দাও।" মুসলমান সিপাহী তৎক্ষণাৎ একটী হিন্দু বালককে দিয়া দুই পয়সার চিঁড়া ও এক ঘটী জল আনাইয়া দিল। শিবনারায়ণ দেউড়ীর এক ধারে বসিয়া আহার করিতে লাগিলেন।

রাজা জানালা দিয়া শিবনারায়ণকে আহার করিতে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার আদেশ মত একজন চাকর সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "একজন ফকীর সাধুর ক্ষুধা পাওয়ায় আমি দুই পয়সার চিঁড়া খাইতে দিয়াছি।" চাকরের নিকট একথা শুনিয়া রাজা ক্ষুব্ধচিত্তে, খালি পায়ে, এক বস্ত্রে সত্বর শিবনারায়ণের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, এই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের দিনে দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। এখন পর্য্যন্তও আপনার আহার হয় নাই?" উত্তর পাইয়া রাজা রাঁধুনি ব্রাহ্মণকে আদেশ করায়, তখন যাহা প্রস্তুত ছিল ব্রাহ্মণ তাহাই আনিয়া দিল। রাজা অন্য চাকরের দ্বারা বাজার হইতে জলপান আনাইয়া স্বয়ং বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইলেন। শিবনারায়ণকে রাজা বলিলেন, "মহারাজ, আপনার গায়ে কাপড় নাই, পায়েও আপনি জুতা পরেন নাই। এই বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের দিনে মাটী যেরূপ তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আপনি এরূপভাবে কেমন

করিয়া বেড়ান? আপনি এক্ষণে কোন্ দেশ হইতে আসিতেছেন? যত্তপি আপনি পায়ে জুতা পরেন, তাহা হইলে গত কল্য আমার জন্য যে নূতন জুতা আসিয়াছে, তাহা আপনাকে আনাইয়া দিই। সে জুতা আমি এখনও পায়ে দিই নাই।” শিবনারায়ণ বলিলেন, “কাপড়ের কোন প্রয়োজন নাই। একখানি চাদর আছে, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার জুতা পায়ে দিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যত্তপি পায়ে দিই, তাহাতেও কোন বিধি নিষেধ নাই। আমি উত্তরাখণ্ড হইতে আসিয়াছি।” রাজা বলিলেন, “মহারাজ, এই দূর পথ আপনি কেমন করিয়া হাঁটিয়া আসিলেন? এখন যদি অন্য কোন দেশে যাইতে চাহেন, আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলিলে আমি আপনাকে রেল ভাড়া দিই।” শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমায় রেল ভাড়া দিতে হইবে না, আমি হাঁটিয়া সকল দেশের অবস্থা দেখিয়া যাইব।”

রাজা বলিলেন, “মহারাজ, আমার বোধ হয় আপনি রাজা জনক হইবেন। আমার ধন্য ভাগ্য যে, আপনার দর্শন পাইলাম। আপনি আহার করিয়া বিশ্রাম করুন, তাঁহার পর কথাবার্ত্তা হইবে।” পাঁচ টাকার চাকুরী করিয়া বিজাতীয় অতিথিকে সমাদর করিতে ক্রটী করে নাই জানিয়া, রাজা তৎক্ষণাৎ মুসলমান সিপাহীর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। এদিকে রাজার আদেশে দাসদাসীরা উপরে উত্তম বিছানায় শিবনারায়ণকে বিশ্রাম করিতে দিল। শিবনারায়ণ তাহাদিগকে একটু বেড়াইতে যাইতেছেন এইরূপ বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন এবং সমুদ্র ও পাহাড়ের ধার দিয়া নরসিংপুর হইয়া জগন্নাথে আসিলেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—— —:*:——

জগন্নাথ ক্ষেত্রে।*

শিবনারায়ণ আসিয়া দেখিলেন, জগন্নাথের ফটক বন্ধ। তাহার মধ্যে কাটা ছোট দরজা মাত্র খোলা রহিয়াছে। ফটকের নিকট অনেক যাত্রী। পাণ্ডাদিগকে দুই চারি পয়সা না দিলে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। যে পয়সা দিতে অক্ষম তাহাকে হাঁকাইয়া দিয়া বলিতেছে, "জগন্নাথের দরজা খুলে নাই।" শিবনারায়ণকে পয়সার জন্য আটক করিল। তিনি না শুনিয়া চলিয়া গেলেন। পাণ্ডা পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিয়া গালি দিয়া বলিল, "এক বেটা পাগলা ভিতরে আসিয়াছে।" ইতিমধ্যে শিবনারায়ণ মন্দিরের ভিতর জগন্নাথের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। গোলমাল শুনিয়া অনেক পাণ্ডা আসিয়া সেখানে জুটিল। উহাদের মধ্যে একজন জ্ঞানবান পাণ্ডা ধীর এবং মিষ্টভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "তুমি শান্ত এবং গম্ভীরভাবে একাগ্রচিত্তে শুন। তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে তুমি কে?" কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যখন তোমার জন্ম হয় নাই, তখন তুমি কি ছিলে? তোমার কি নিষ্ঠা হইয়াছে যে তুমি কে? তুমি কি স্থির জানিয়াছ যে তুমি এই বস্তু—এই জাতি? জাতির স্বরূপ কি? জন্মের পূর্ব্বে তোমার নাম ও তোমার পিতার নাম ধাম কি ছিল আমায় বলিয়া বুঝাইয়া দাও।" পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, যদ্যপি আপনি সন্ন্যাসী বা পরমহংস হন, তাহা হইলে আমি আপনার পাণ্ডা।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "পরমহংস সন্ন্যাসী কাহাকে বলে? তাহা কোন্ অবস্থার নাম এবং সে অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে কি কেহ পাণ্ডা আছে?"

* পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী একাধিকবার জগন্নাথ ক্ষেত্রে ও নদীগ্রামে গিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য সেই কয়েকবারের বৃত্তান্ত একত্রে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

পাণ্ডা যোড়হাতে প্রণিপাত পূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, যাঁহার আত্মা পরমাত্মাতে লয় হওয়ায় যিনি সর্ব্বক্ষণ পূর্ণভাবে দেখিতেছেন যে, স্বয়ং আপনি আছি, দ্বিতীয় আর কেহ নাই, তাঁহারই সন্ন্যাসী পরমহংস নাম কল্পিত হইয়াছে। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তির জগতে পাণ্ডা কেহ নাই। আমাদের পালনের জন্য এই সব প্রপঞ্চ হইয়াছে। আমার ধন্য ভাগ্য যে, আপনার দর্শন পাইয়াছি। আপনাদিগকে চিনিয়া দর্শন লাভ করা বড়ই কঠিন।"

ঐ পাণ্ডা চলিয়া গেলে অপর একজন পাণ্ডা আসিয়া শিবনারায়ণকে বলিল, "তুমি কি জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিয়াছ? না করিয়া থাক, তবে ঠাকুরের উপর দর্শনী টাকা পয়সা ও আটকা অর্থাৎ ভোগ চড়াও। ঠাকুরের নামে যাহা হয় কিছু দান কর। কত টাকার ভোগ, কত টাকা নগদ দিবে বল।" শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার কি আছে, এককড়া কড়ি পর্য্যন্তও নাই, কি দান করিব?" পাণ্ডা রাগিয়া বলিল, "বেটা, খালি হাতে জগন্নাথ দর্শন করিতে আসিয়াছিস্, যদি পয়সা দিস, তবেই তোর ও তোর পিতামহের নাম খাতায় লেখা থাকিবে, এবং ঠাকুর জানিবেন যে, তাঁহার নিকট আসিয়াছিলি।" শিবনারায়ণের নিকট একখানা চাদর ভিন্ন আর কিছুই নাই শুনিয়া পাণ্ডা তাহা বেচিয়া যে দুই চারি আনা হয়, তাহাই জগন্নাথদেবকে চড়াইয়া দিতে বলিল। শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে পাণ্ডা, তোমরা দরিদ্র যাত্রীর প্রতি একেবারে দয়াশূন্য হইয়া থাক। তুমি বলিতেছিলে, যদি দুই চারি আনায় চাদর বিক্রয় করিয়া জগন্নাথকে দিই, তাহা হইলে আমার নাম খাতায় লেখা থাকিবে এবং জগন্নাথদেব জানিবেন যে, আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি কি অবোধ, তিনি কি আমায় জানেন না, তিনি কি অন্তর্য্যামী নহেন? জগন্নাথদেবকে তুমি এবং আমি কি দিব? সকলই ত তাঁহারই। তিনি ত সকল জগৎ চরাচরকে সকল ভোগ্য দিতেছেন; তাঁহাকে আবার কে কি দিবে? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, তাঁহাকে দিতে হয় না,—এই উপায় দ্বারা তোমাদের প্রতিপালন হয় এই মাত্র। তোমরা জগন্নাথদেব কাহাকে বল? তিনি কি বস্তু, নিরাকার না সাকার?" যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে

অদৃশ্য ও মনোবাণীর অতীত। যদি সাকার হন, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন। তিনি কিরূপে, কোন্ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন? তোমাদের সাকার ব্রহ্মত এই চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ আছেন, যথা—সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, আকাশস্বরূপে, বায়ুস্বরূপে, অগ্নিস্বরূপে, জলস্বরূপে ও পৃথিবীস্বরূপে। বেদে লিখা আছে যে, পরমাত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ এই সাতটীকে লইয়া বিরাট বিষ্ণু ভগবান স্বরূপে বিরাজমান আছেন। সূর্য্যনারায়ণ ও চন্দ্রমাজ্যোতিঃ বিরাট বিষ্ণু ভগবানের নেত্র ও মন। এই সাকার ব্রহ্মের মধ্যে কোন্টী জগন্নাথ ও কোন্টীই বা নহেন। যাঁহার নাম জগন্নাথ, তিনি জগতের নাথ, সকল চরাচর মধ্যে পরিপূর্ণ আছেন ও সকলই তিনি, অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুর নামই জগন্নাথ বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।"

পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, এই মন্দিরের মধ্যে তিনি প্রতিমারূপে দণ্ডায়মান।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে পাণ্ডা, তুমি ভীত হইও না। স্বয়ং বিচার করিয়া দেখ, তোমার নিজের স্থূল শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি কে নির্ম্মাণ করিয়াছে।" পাণ্ডা বলিল, "পরমেশ্বর করিয়াছেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তুমি ও তোমার স্থূল শরীরের প্রতিমা শ্রেষ্ঠ, কিম্বা যিনি তোমার স্থূল শরীরের প্রতিমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ শ্রেষ্ঠ। তুমি সত্য সত্য বলিও, নিজ স্বার্থের জন্য মিথ্যা বলিও না। এই জগন্নাথের মন্দির ও মন্দিরস্থ জগন্নাথের প্রতিমা কে নির্ম্মাণ করিয়াছে?" পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, মন্দির মনুষ্য ভিন্ন অপর কে নির্ম্মাণ করিবে? এবং জগন্নাথের যে প্রতিমা তাহা "বড়াই" অর্থাৎ সূত্রধর নির্ম্মাণ করিয়াছে। নিম ও বেলের কাঠে এই প্রতিমা নির্ম্মিত। বার বৎসর পরে প্রতিমা পুরাতন হইলে পুনরায় নূতন কাঠের দ্বারা কলেবর নির্ম্মাণ হয়।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তবে, যে কাঠের প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া জগন্নাথ কল্পনা করিয়াছে সেই সূত্রধরকে শ্রেষ্ঠ মানিয়া তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করা কর্ত্তব্য, কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করা কর্ত্তব্য?" পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, যিনি প্রতিমূর্ত্তিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পূজা করা কর্ত্তব্য এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কাষ্ঠ প্রতিমাকে কেহ দর্শন বা

পূজা করে না। প্রতিমার মধ্যে যে গহ্বর আছে, তাহাতে শালগ্রাম থাকে তাহারই পূজা হয়।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "শালগ্রাম কি বস্তু? তিনি কাষ্ঠ বা প্রস্তর নহেন, তিনি পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি চরাচর সকলের অন্তরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। এই যে কাষ্ঠের ও প্রস্তরের নির্ম্মিত পদার্থ জগন্নাথ ও শালগ্রাম বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ ও সকলকে বিশ্বাস করাইতেছ—ইহাই ভ্রম। কারণ বিচার করিয়া দেখ, ইহা সৎ হইলে দিবারাত্র ইহার পূজা ও সঙ্গ করিয়াও তোমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হয় নাই কেন? দেখিতেছি যে, এক পয়সার জন্য তোমরা কত লালায়িত হইতেছ। যদি কাষ্ঠ ও প্রস্তর জগন্নাথ ও শালগ্রাম হয়, তাহা হইলে জগতের সকল স্থানেই কাষ্ঠ প্রস্তর রহিয়াছে। তোমরা বল, নেপালে যে গণ্ডকী নদী আছে, সেই নদীতে শালগ্রামের উৎপত্তি হয়। ঐ শালগ্রামের মধ্যে কত পোকা থাকে। সেরূপ শামুকে ও শাঁখে পোকা থাকে, পরে সেই পোকা মরিয়া গেলে শাঁখ প্রস্তুত হয়; সেইরূপ শালগ্রামের পোকা মরিয়া গেলে শালগ্রাম-পূজা হইয়া থাকে।"

পাণ্ডা বলিল, "এখানকার স্থানের এমন মাহাত্ম্য আছে যে, এখানে চারিবর্ণের লোক একত্রিত হইয়া আহার করিতেছে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই পরমাত্মার ভোগ দিয়া সকল বর্ণ ই একত্রিত হইয়া খাইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু লোকে সামাজিক শাসন-ভয়ে সর্ব্বস্থানে খায় না। কেবল শাস্ত্রের শাসনে এইটুকু সংস্কার আছে যে, এই জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিয়া সকল জাতির ছোঁয়া অন্ন না খাইলে অনিষ্ট হয়। এই শাসন ভয়ে সকলেই সকলের হাতের ভাত খায়। কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক অল্প লোকই আহার করে। সকলে একত্রিত হইয়া খাওয়ার অভিপ্রায় এই যে, তাহাতে মনের হিংসা ও গ্লানির লোপ হয় এবং সকলকেই পূর্ণপরব্রহ্মের অংশ জানিয়া সকলেই নির্ব্বিবাদে সুখে থাকিতে পারে। জগন্নাথ ক্ষেত্রের তাৎপর্য্য এই যে, জীব এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞানক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তাঁহাতে আর ভেদজ্ঞান থাকে না,—সমদৃষ্টি হয়, সকলকে ব্রহ্মময় দেখে।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

রথে বামন।

কিছু পরে বারান্তরে পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, জগন্নাথ দর্শনের মাহাত্ম্য আছে। 'রথে বামনং দৃষ্টা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে'—রথস্থিত বামনমূর্ত্তি জগন্নাথকে দেখিলে জীবের আর জন্ম হয় না,—মুক্তি হয়।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "অজ্ঞানাবদ্ধ ব্যক্তিগণ যথার্থ জগৎপিতা জগন্নাথকে না চিনিয়া দেশদেশান্তর হইতে এই নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাষ্ঠনির্ম্মিত রথস্থিত নিম্বকাষ্ঠের মূর্ত্তিকে জগন্নাথ বলিয়া দর্শনের জন্য কত দুঃখ স্বীকার করে তাহার সীমা নাই। যাহাদের উপদেশমত এই কার্য্য হইতেছে, তাহারা নিজেও কষ্টভোগ করিতেছে এবং অপরকেও কষ্ট দিতেছে। প্রকৃত জগন্নাথ জগতের মাতা-পিতা, জগতের আত্মা-গুরু, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটপুরুষ। ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবদেহ মাত্র—রথ, ইন্দ্রিয়াদি—রথচক্র, মন—অশ্ব, শ্রুতিস্মৃতি—লাগাম; আর জ্ঞানদ্বারা জ্যোতিঃস্বরূপ অন্তরাত্মা জগন্নাথ রথে বাস করিয়া প্রেরণার দ্বারা সমুদয় কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জগন্নাথ অর্থাৎ পরমাত্মাকে জীবাত্মা আপনা হইতে অভিন্নভাবে রথে অর্থাৎ মস্তকের সহস্রদলে দর্শন না করিতেছেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবাত্মার জন্মমৃত্যু সংশয়। শরীররূপ রথে অর্থাৎ মস্তকের ভিতরে বাহিরে সেই জগন্নাথকে জীবাত্মার সহিত অভেদে দর্শন করিলেই জন্মমৃত্যুর ভয় আর থাকে না—ইহারই নাম জন্মমৃত্যুনিবৃত্তি। এই জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটপুরুষ ভিন্ন এই আকাশে দ্বিতীয় জগন্নাথ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই,—ইহা নিশ্চিত জানিও। এই ভাব প্রকাশের জন্যই, যে শ্লোক পড়িলে তাহা রচিত হইয়াছে।"

পাণ্ডাকে কিছুক্ষণ নীরব দেখিয়া শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পাণ্ডা, জগন্নাথের জরভোগ ও উপবাস করিবার কারণ কি? স্নানযাত্রার পর পনের দিন যাত্রীরা জগন্নাথকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই কষ্ট পায়।" পাণ্ডা বলিল, "স্নান ও পানের জন্য স্বর্ণকূপের জল ব্যবহার করায় জগন্নাথের জর হয়।

সেই জন্য তিনি পনের দিন উপবাস করিয়া পাঁচন খাইয়া থাকেন ও আমরা তাঁহার গায়ে কম্বল চাপা দিয়া রাখি। পনের দিন পরে আবার যখন জ্বর ছাড়িয়া যায়, তখন নবযৌবন পাইয়া মাসীর বাড়ী যান এবং মাসীর বাড়ীতে নয় দিন থাকিয়া পুনরায় রথে চড়িয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "একি দুর্দ্দশা! যখন জগন্নাথকে নিম কাষ্ঠের প্রতিমা বলিয়া স্বীকার করিলে তখন স্বর্ণকূপে স্নান করিলে ও জল খাইলে কাষ্ঠের কি প্রকারে জ্বর হইবে? এবং পাঁচন ইত্যাদি পথ্যের ব্যবস্থা, শীতাদি অনুভব বা মনুষ্যের ন্যায় মাসী সম্বন্ধই বা কাষ্ঠের কি প্রকারে সম্ভবে? যিনি প্রকৃত জগন্নাথ তাঁহার মাসী প্রভৃতি সম্বন্ধই নাই; এবং তাঁহার কোন স্থানেই যাওয়া আসা নাই—তিনি সকল স্থানেই পরিপূর্ণ আছেন।"

অন্য একজন পাণ্ডা বলিল, "মহারাজ, এক বৎসরের মধ্যে কাষ্ঠের জগন্নাথের রং উঠিয়া যায়। নূতন রং লাগাইবার জন্য ঐ পনের দিন জগন্নাথকে মন্দিরের মধ্যে রাখি। পরে রথের সময় যাত্রীরা আসিলে নবযৌবন পাইয়াছেন বলিয়া বাহির করি। আমরা যে জ্বরের কথা বলি, তাহা কেবল যাত্রীদিগকে একটা কল্পিত বাক্যে প্রবোধ দিয়া রাখা মাত্র। ইহার গূঢ় রহস্য কেহই জানে না।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যিনি যথার্থ জগতের নাথ তিনি সর্ব্বব্যাপী অন্তর্য্যামী, সকল চরাচরের ভিতরে বাহিরে পরিপূর্ণ আছেন। তাঁহাকে না চিনিয়া ভ্রমে অন্ধ হইয়া রহিয়াছ। তাঁহার সম্বন্ধে গীতা শাস্ত্রে কথিত আছে, "সূত্রে মণিগণাইব" অর্থাৎ ঐ জগন্নাথ জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর; আপন আধারে এই সমস্ত জগৎকে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। এই মন্দির মধ্যে যে কাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত তাহা জগন্নাথ নহে, কাষ্ঠের পুত্তলিকা মাত্র—অগ্নিতে দিলেই ভস্ম হইয়া যাইবেন। যিনি প্রকৃত জগন্নাথ তিনি অগ্নিতে ভস্ম হইবেন না।"

পাণ্ডা বলিল, "আপনি কি পরম পরমহংস! আমি আপনাকে না চিনিয়া বিস্তর অনর্থক কথা বলিয়াছি। আমর অপরাধ লইবেন না, মার্জ্জনা করুন। জগন্নাথ সম্বন্ধে আমায় যাহা বলিলেন, যাত্রীদিগের নিকট বলিবেন না। বলিলে আমাদের রোজগার বন্ধ হইবে।"

জগন্নাথ ক্ষেত্রে বেড়াইতে বেড়াইতে শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, যাত্রী-

দিগকে জগন্নাথদেবের মহিমা ও স্থানের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য পাণ্ডারা একটী প্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছে। একের উপর এক করিয়া অনেকগুলি চাউলপূর্ণ হাঁড়ি অগ্নির উপর চাপান হয়। হাঁড়ীর ভিতরে কাঁচা চাউল যাত্রীরা দেখে। পরে আসিয়া দেখিতে পায় যে, নীচের হাঁড়ীর চাউল কাঁচা কিন্তু উপরের হাঁড়ীর চাউল সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে পাণ্ডাগণ বুঝায় ও যাত্রীরা বুঝে যে, স্থানের মাহাত্ম্য ও দেবতার মহিমাই এই ঘটনার কারণ। যাত্রীগণ দেখিতে পায় না যে, পাণ্ডারা তাহাদিগের অসাক্ষাতে কখন বা নীচের হাঁড়ী উপরে উঠাইয়া দিয়া উপরের হাঁড়ী নীচে নামাইয়া দেয় আর কখনও বা উপরের হাঁড়ীতে আধ সিদ্ধ চাউল রাখিয়া কাঁচা চাউল বলিয়া যাত্রীদিগের ভুল জন্মায়।

শিবনারায়ণ এইরূপে জগন্নাথের মহিমা ও স্থান মাহাত্ম্যে বিশ্বাসকারী একজন যাত্রীকে বলিলেন, "তোমরা ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি দেখিতেছ? যিনি প্রকৃত জগতের নাথ যদি তাঁহার এইরূপে মহিমা দেখাইবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে তিনি তোমাদের সম্মুখে বাহ্যিক অগ্নি বিনা চাউল সিদ্ধ করিয়া দিতেন। তোমরাত স্বচক্ষে দেখিতেছ যে, জীবদেহে অগ্নি না জ্বালিয়াই তিনি ঘাস, ছোলা ও কাঁচা মাংস পরিপাক করিতেছেন ও ইচ্ছামত জীবের উদরে কৃমী জীবিত রাখিতেছেন। তখন আর নীচের হাঁড়ীর চাল কাঁচা রাখিয়া উপরের চাউল সিদ্ধ করিয়া দিবেন ইহাতে কি আশ্চর্য্য? চাউল সিদ্ধ হয় বা হয় না ইহাতে কি তাঁহার মহিমায় বিশ্বাস করিতে হইবে? পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি যথার্থ জগতের নাথ মাতা পিতা আত্মা তিনি অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পালন লয় করিতেছেন ও তোমাদের প্রত্যেকের অন্তরে বাস করিয়া জ্ঞান মুক্তি দিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মহিমা দেখিতেছ না। জন্মের পূর্ব্বেই তোমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়াদি ও শরীর ছিল না, এখন হইয়াছে, ইহা দেখিয়াও তাঁহার মহিমায় বিশ্বাস হইতেছে না আর চাউল সিদ্ধ হইতেছে ইহাতেই বিশ্বাস হইবে? ইহা অপেক্ষা অধিক ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় আর কি আছে?"

শুনিয়া কেহ লজ্জিত ও কেহ ক্রুদ্ধ হইল। একজনেরও অন্তরে যথার্থ ভাব প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ।

নদীগ্রাম।

বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত নদীগ্রামের জমীদার শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায় মহাপাত্র যজ্ঞ উপলক্ষে শিবনারায়ণকে এবং একজন যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী পণ্ডিতকে নিজের বাটীতে লইয়া যান। যজ্ঞাহুতির সময় ৬০।৭০ জন পণ্ডিত ও দেড় দুই হাজার লোক উপস্থিত ছিল। তদ্দেশের প্রথানুসারে আবাহনাদি-পূর্ব্বক কুশণ্ডিকা ও পূজা করিয়া অগ্নি স্থাপনা হয়। তৎপর অগ্নির গর্ভা-ধানাদি করিয়া স্বাহা ও স্বধার সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। যজুর্ব্বেদীর দেশে অগ্নির গর্ভাধানাদি হয় না। কেবল কুশণ্ডিকা আবাহনাদি করিয়া অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। উভয় দেশের প্রথা লইয়া নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হইল।

শুনিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে পণ্ডিতগণ, নিশ্চয় জানিও যে, না জানিয়া অবিচারে কার্য্য করিলে রাজা প্রজার অমঙ্গল হয়। প্রত্যক্ষ দেখ, তোমরা অগ্নির গর্ভাধানাদি সংস্কার করিয়া অগ্নির জন্মদাতা হইলে। শাস্ত্রে লিখা আছে, দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের দেবতা অগ্নি। তুমি যাঁহার জন্মদাতা হইলে তিনি কি প্রকারে তোমার দেবতা হইতে পারেন; এবং পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্ম ত অনাদি আছেন, ইহাঁদের গর্ভাধানাদি করিয়া কে জন্ম দিতে পারে? দেখ অগ্নি ব্রহ্ম তোমাদের প্রত্যক্ষ ইষ্টগুরু, ইনি তেজোময় সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃরূপে, চন্দ্রমা জ্যোতিঃরূপে এবং তারকা বিদ্যুতাদিরূপে সমস্ত শরীরে অন্নাদি পরিপাক করিতেছেন এবং সমষ্টি শরীরকে চেতন রাখিতেছেন। কিঞ্চিৎমাত্র অগ্নিমান্দ্য হইলে শরীর ঠাণ্ডা হয় ও অন্ন পরিপাক হয় না এবং শরীরের পীড়া ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। তুমি যে অগ্নিকে স্বাহার সহিত বিবাহ দিলে সেই স্বাহা স্বধা নিরাকার না সাকার? যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে নির্গুণ নির্ব্বিকার মনোবাণীর অতীত ও ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। আধ্যাত্মিক স্বরূপ পক্ষে নিরাকার ব্রহ্মে ও সাকার ব্রহ্মে মিলিত হওয়া সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু লৌকিক বিবাহ সম্ভব হইতে পারে না। স্বাহা আর স্বধা যদি সাকার হন, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন, যেমন অগ্নি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন। বিবাহের জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই উপস্থিত থাকা

চাই। নচেৎ বিবাহ হইতে পারে না। এক পক্ষের অভাবে কি প্রকারে বিবাহ হইবে? অগ্নিতে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন্ কিন্তু স্বাহা ও স্বধা কোথায় আমাকে দেখাইয়া চিনাইয়া দাও। সাকার ত বিরাট পরব্রহ্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-স্বরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন—পৃথিবী ব্রহ্ম, জল ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, বায়ু ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, চন্দ্রমা ও সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্ম। ইঁহাদের মধ্যে কোনটী স্বাহা স্বধা বা উহাঁরা ইঁহাদের মধ্যে নাই?"

একজন স্থানীয় পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, আমরা জানি না উহাঁরা কি স্বরূপ ও কোথায় থাকেন; যাহা লিখা আছে, তাহাই আমরা করিয়া থাকি।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "যদি কোন ব্যক্তি ঠাট্টা করিয়া বলে যে, তের হাজার হাতী আসিতেছিল, একটা পিপীলিকা তাহাদিগকে ধরিয়া খাইয়া হজম করিল। এবং ঈশ্বর আসিতেছিলেন পিপীলিকা তাঁহাকে দেখিয়া এক লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া খাইয়া ফেলিল, ঈশ্বর ভয়েতে পিপীলাকার পেটের ভিতর কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়াই কি তোমরা বিশ্বাস করিবে না তোমরা বিচার করিয়া দেখিবে যে, ইহা সত্য কি মিথ্যা? তোমরা সকলে বিচার না করিয়া জড়ীভূত হইয়া আছ এবং রাজা প্রজাদিগকে জড়ীভূত রাখিয়া তাহাদের অমঙ্গল সাধিতেছ। প্রত্যক্ষ সাকার ব্রহ্ম তেজোময় জ্যোতিঃস্বরূপকে যখন চিনিতে পার নাই, তখন নিরাকার ব্রহ্মকে কি প্রকারে চিনিবে? এখন হইতে বিচার করিয়া সকলে কার্য্য কর তাহাতে রাজা-প্রজা সকলে সুখে থাকিতে পারিবে।"

তখন সকলে স্বীকার করিল যে, বিনা বিচারে কার্য্য করিলে পশুতুল্য হইতে হয়।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

তারকেশ্বর।

শিবনারায়ণ তারকেশ্বরে আসিয়া দেখিলেন, মোহান্ত মাধবগিরি চৌকির উপর উপবিষ্ট, আর দুই তিনজন পণ্ডিত নীচে বসিয়া আছেন। শিবনারায়ণের দীনবেশ ও তিনি মোহান্তকে "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া নমস্কার করিলেন না। মোহান্ত ঘৃণা ও রাগ সহকারে বলিলেন, "তুই কে? শিবনারায়ণ বলিলেন, "যেই তুমি সেই আমি।" মোহান্ত অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তুই ও আমি এক কেমন করিয়া হইলাম, তুই গৃহস্থ না সাধু?" যদ্যপি তুই সাধু হইস্ তাহা হইলে কোন্ সম্প্রদায়ের সাধু—গিরি পুরি কি ভারতী?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "সম্প্রদায় গিরি পুরী কি ভারতী কাহাকে বলে। ইহাদের স্বরূপ কি?" মোহান্ত বলিলেন, "তুই দশনামী সন্ন্যাসী কাহাকে বলে জানিস্ না? তাহারি মধ্যে গিরি পুরী ভারতী ইত্যাদি।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "বিচার করিয়া দেখুন যে, গৃহস্থ ধর্ম্মে যখন ছিলেন, তখন এক নামে ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে মাথা মুণ্ডন করিয়া দশ নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাহাতে লাভ কি? সন্ন্যাসী কাহাকে বলে ইহার স্বরূপ কি? লাল, কাল, নীল, হরিৎ; কিম্বা হাড়, মাংস, রক্ত, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির নাম সন্ন্যাসী? তাহা হইলে ত ঐ সকল পশুরও আছে, পশু কি সন্ন্যাসী?" তখন মহান্ত বলিলেন, "আপনি কি পরমহংস? আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং আপনার নাম কি? আপনি এই স্থানে ভাল করিয়া বসুন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি শাস্ত্র পড়িয়াছি কি না তাহা আপনি জানেন, আমার যে কি নাম তাহা কেমন করিয়া বলিব? নাম যে কত আছে তাহার সংখ্যা নাই। পথে চলিতে চলিতে কেহ ডাকে "ও সাধু" তাহাকে আমি "ও বাবা" বলিয়া উত্তর দিয়া থাকি; তখন আমার সাধু নাম হয়। কেহ সন্ন্যাসী, কেহ পরমহংস কেহ ক্ষেপা, কেহ শালা, কেহ মনুষ্য, কেহবা উদাসীন বলিয়া ডাকে। এইরূপ কতজন যে কত প্রকার নাম

কল্পনা করিয়া ডাকে তাহার সীমা নাই। যে যেরূপ নাম ধরিয়া ডাকে আমি তাহাকে সেইরূপেই উত্তর দিয়া থাকি। কোন্ নাম আমার মিথ্যা আর কোন্ নামই বা সত্য যে সেই নামে আপনার নিকট পরিচয় দিব?" এই কথা বলাতে পণ্ডিতগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আসুন, বসিতে আজ্ঞা হয়।"

মোহান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি তারকনাথকে দর্শন করিয়াছেন।" শিবনারায়ণ উত্তর করিলেন, "তারকনাথ কোথায় আছেন, তাঁহার স্বরূপ কি?" মোহান্ত বলিলেন, "তারকনাথ মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তারকনাথ যে মন্দিরের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন সে কিরূপে—নিরাকার না সাকাররূপে, যদি নিরাকাররূপে হন তাহা হইলে সকল স্থানেই আছেন—দেখা যাইবেন না। আর যদি সাকাররূপে হন তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখা যাইবেন—তিনি সাকারের মধ্যে কোন ধাতু? সাকার ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চতত্ত্ব ব্রহ্ম এবং একমাত্র জ্যোতিঃ যিনি রাত্রি ও দিনে বিভিন্নরূপে প্রকাশমান থাকেন, সেই জ্যোতিঃরই দিবসে সূর্য্যনারায়ণ রাত্রে চন্দ্রমা জ্যোতিঃ নাম কল্পিত আছে। সাকার ব্রহ্ম এই ত চরাচরকে লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান, ইহা ছাড়া আর কোন সাকার হন নাই, হইবেন না ও হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহার মধ্যে কোনটি তারকনাথ— মাটি, পৃথিবী, না মন্দির বা মন্দির মধ্যে যে পাথর আছে সেই পাথর তারকনাথ কিম্বা পাথরের মধ্যে তারকনাথ আছেন? পাথর মন্দির ও মাটি যদি তারকনাথ হন, তাহা হইলে ত সকল স্থানেই পৃথিবী ও মাটি রহিয়াছে এবং মাটি হইতে কত ঘর মন্দির প্রস্তুত হইতেছে; এবং কত পাহাড় পর্ব্বত পড়িয়া আছে—ইহারা সকলেই কি তারকনাথ? যদি পাথরের মধ্যে তারকনাথ হন, তাহা হইলে পাথর মন্দির ও মাটি সকলই পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত, সকলই সকল স্থানে পাওয়া যাইতেছে। তবে এখানে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার প্রয়োজন কি? এবং যাঁহার নাম তারকনাথ কল্পনা করা গিয়াছে, তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহাতে নিষ্ঠাবান হইলে তোমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটে কেন?" মোহান্ত বলিলেন, "আমাদের দুর্দ্দশা কি ঘটিয়াছে এবং তারকনাথের আপনি কি মাহাত্ম্য

দেখিলেন? এই তারকেশ্বরে কত যোগী আসিয়া হত্যা দিয়া থাকে। তারকনাথ তাহাদিগকে স্বপ্নে ও হাতে নানা প্রকার ঔষধ দেন। তাহাতে রোগ ভাল হয়। এই স্থানের এমন মাহাত্ম্য যে, এত যাত্রী আর কোথাও আসে না। এ সকল হয় কেন?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা বটে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, কোনও ব্যক্তি আপনার লাভের জন্য নূতন হাট কিম্বা বাজার বসাইতে চাহিলে দোকানিদিগকে প্রলোভন দেখাইয়া আনে যে, তোমরা আমার এই হাটে আসিলে তোমাদের কোন বিষয়ে একটী পয়সা খরচ হইবে না অথচ তোমাদের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।" তাহাতে হাট বাজার বসিয়া যায়। বেদিয়ারা লাভের আশায় ঢোল বাজাইয়া চারিদিক হইতে বাজি দেখাইবার জন্য কত লোক আনিয়া জমা করে। তবে কি মাহাত্ম্য আছে বলিয়া ঐ বেদিয়াকে কিম্বা ঐ স্থানকে পূজা করিতে হইবে? যদি বলেন, তারকনাথ রোগ ভাল করিয়া দেন সেই জন্য তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইলে ত ডাক্তার, কবিরাজ ও হাকিমগণ কত রকম রোগ ভাল করিতেছেন তাহার সংখ্যা নাই। তাঁহাদিগকেও কি তারকনাথ বলিয়া পূজা করিতে হইবে? অধিকন্তু এই যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষ চেতন রূপ, সকল কার্য্যই করিতেছেন। স্বপ্ন দেখাইবার জন্য যদি তারকনাথের মাহাত্ম্য স্বীকার ও পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ত রাজা প্রজা দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে, বাড়ী বাড়ী কত রকম স্বপ্ন দেখিতেছেন ও কত প্রকার দ্রব্যও লাভ করিতেছেন, সে জন্য কি স্বপ্নের ফলকে মাহাত্ম্য বলিয়া পূজা করিতে হয়, না, যাহার বাড়ীতে কেহ স্বপ্ন দেখিবে সেই বাড়ীর মাহাত্ম্য বলিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়? কত চেতন মনুষ্য কত রোগীকে জড়ীবুটী প্রত্যক্ষ উঠাইয়া দিতেছে আর কত প্রকার রোগ আরোগ্য হইতেছে। যে দ্রব্য যে রোগশান্তির নিমিত্ত, সেই রোগে তাহা ব্যবহার করিলে অবশ্য আরোগ্য হইবে। আর যে দ্রব্য যে রোগশান্তির নিমিত্ত নহে, তাহার দ্বারা সেই রোগ কখনই আরোগ্য হইবে না। এবং যাহার বিনা ঔষধে আরোগ্য হইবার নিমিত্ত আছে তাহার ঐরূপে আরোগ্য হইবে, ইহা ত নিশ্চয়ই আছে। যে রোগ হউক, যেখানে হউক, কিম্বা বাড়ীতে বসিয়া থাকুক, যত দিন রোগ ভোগ করিবার নিমিত্ত আছে, ততদিন ভোগ

করিয়া নিমিত্ত ক্ষয় হইলেই আপনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া যাইবে, তারকেশ্বরে আসে বা না আসে। এবং যাহার রোগ অনেক দিন ভোগ করিবার নিমিত্ত আছে অথবা যাহার রোগ ভাল হইবার নিমিত্ত নাই অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত রোগ থাকিবার নিমিত্ত আছে—সে ব্যক্তি যদি তারকেশ্বরে মাথা খুড়িয়া মরে অথবা যেখানে ইচ্ছা যায় কখনই রোগ ভাল হইবে না। প্রত্যক্ষ দেখুন, আপনি মোহান্ত; রক্ষা পাইবার জন্য দিনরাত মন্দিরে যাইয়া তারকনাথকে পূজা করিতেন এবং অপরের দ্বারাও করাইতেন। কিন্তু তিনি যদ্যপি মন্দিরের পাথর তারকনাথ হইতেন, তবে যখন আপনার একটুকু দোষে রোগ ঘটিয়াছিল, তখন রক্ষা করিলেন না—আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল, কেন? যদি সত্য হইতেন তবে অবশ্য রক্ষা করিতেন এবং আপনাদের অন্তরে জ্ঞান প্রকাশ করিতেন। যেমন অগ্নিজ্যোতিঃ ঘরে থাকিলে অন্ধকার থাকিতে পারে না সেইরূপ সত্যের এই গুণ যে, তাহাও অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। আপনার ফাটকে যাইবার নিমিত্ত ছিল, তাই আপনাকে ফাটকে যাইতে হইয়াছিল। আপনার মত জগন্নাথের রাজারও নিমিত্ত ছিল এজন্য তাঁহাকেও ফাটকে যাইতে হইয়াছিল; কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই। যদ্যপি যথার্থ আপনাদের পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপে নিষ্ঠা ও ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিত, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিলে অবশ্যই সকল বিপদ ও রোগ হইতে মুক্ত হইতেন। আপনাদের শুধু মুখে ভক্তি আছে কিন্তু অন্তরে ভক্তি নাই। আপনাকে মনঃপীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিতেছি না। যেমন দুষ্ট অঙ্গ ছেদন করিয়া চিকিৎসক শরীরকে রক্ষা করেন, সেইরূপ অজ্ঞান লয়ের জন্য অপ্রিয় বাক্য বলিতে হয়। জ্ঞানী পুরুষ ইহাতে ব্যথিত হন না, ধীর গম্ভীরভাবে সকল বিষয়ে সারভাব গ্রহণ করেন।

আরও দেখুন, যদি তারকেশ্বরে থাকিলে তারকনাথ রোগ ভাল করেন, তাহা হইলে কি তিনি বাড়ী বাড়ী রোগ ভাল করিতে পারেন না, তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ নহেন, তাঁহার কি ক্ষমতা নাই? তাঁহার কি পক্ষপাত আছে যে তিনি ভাবেন—"আমার বাটীতে আসিয়া হত্যা না দিলে আমি কাহারও রোগ ভাল করিব না?" যদ্যপি তারকেশ্বরে হত্যা দিলে তারকনাথ

রোগ ভাল করিতেন, তাহা হইলে ডাক্তার কবিরাজের প্রয়োজন থাকিত না এবং হত্যা দিয়াও কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিত না। কিন্তু রাজা প্রজা বাটীতে বসিয়া পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুতে যদি নিষ্ঠা ভক্তি করে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিলে ঘরে বসিয়া থাকিলেও রোগ এবং দুঃখ মোচন হইবে, কিন্তু ঘরে বসিয়া থাকিতে বিশ্বাস হয় না। যাহারা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরুতে বিমুখ তাহারাই তীর্থে বিশ্বাস করে, সর্ব্বস্থানে পরিপূর্ণ এবং আপনাতে পরিপূর্ণ এরূপ বিশ্বাস করে না।

আরও বিচার করিয়া দেখুন, এই যে সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থেও এখানে পাথর বা অন্য পদার্থে নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ আপনারা নিজে পূজা করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন, তাহা আপনাদের নিজ দেহ ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। যাহার যেরূপ সঙ্গ ও ভাবনা সেইরূপ মতি গতি ও ফল প্রাপ্তি ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্ত আপনারা লিঙ্গপূজক স্ত্রী-পুরুষগণ ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়া সকল বিষয়ে বলবুদ্ধি তেজোহীন হইয়াছেন। এবং পরব্রহ্মের কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপী যথার্থ লিঙ্গের মান্য না করায় আপনাদের অপমানের সীমা থাকিতেছে না।"

"ইহা ঠিক, মহারাজ। কিন্তু অন্তর্য্যামীর কৃপা বিনা বিশ্বাস হয় না, কৃপা হইলে সকল স্থানেই পরিপূর্ণরূপ তাঁহাকে বিশ্বাস হয়।" মোহান্ত এই বলিয়া শিবনারায়ণের আহার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শিবনারায়ণ যে আটচালায় বিশ্রাম করিতেছিলেন, তাহার অনতিদূরে সিদ্ধ-পুরুষ বলিয়া খ্যাত একজন সন্ন্যাসীকে বহু লোকে মিলিয়া স্তব-স্তুতি করিতে-ছিল। মলের শব্দ করিতে করিতে একজন স্ত্রীলোককে আসিতে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন জেলখানার কয়েদী আসিতেছে?" স্ত্রীলোকটী ঠাট্টা বুঝিয়া সন্ন্যাসীকে বলিলেন, "মহারাজ, যে জেলখানায় আপনি দশ মাস বেড়ী পড়িয়া কয়েদ ছিলেন, আমিও সেই জেলখানার কয়েদী। আপনি গেরুয়াধারী, মাথা মুড়াইয়া আপনাকে সন্ন্যাসী বলিয়া অহঙ্কার করিতেছেন। কিন্তু "আমি সন্ন্যাসী" একথা মুখে আনিতে লজ্জা হয় না? জন্মের পূর্ব্বে আপনি কি ছিলেন? এখনও আপনি অহঙ্কাররূপী বেড়ীতে কয়েদী

আছেন।” স্ত্রীলোককে যোড়হাতে নমস্কার করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন, “মা, আমি তোমায় নমস্কার করি। তুমি ধন্য! আমায় জ্ঞান দিলে, তুমি আমার গুরু।”

বর্দ্ধমান।

শিবনারায়ণ বর্দ্ধমানের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজার ঠাকুর বাটীর বাহিরে অনেক অভ্যাগত সাধু ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। ঠাকুরের ভোগ লইয়া ঐরূপ লোককে ভোজন করান রাজার হুকুম। এই ঠাকুর বাটীর একজন কর্ম্মচারী পরিচিত ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞোপবীত দেখিয়া অনেককে ভিতরে লইয়া গেল। গাজীপুরের একজন কাহার যে শিবনারায়ণকে পথে দুই চারিদিন সেবা করিয়াছিল, সেও গলায় যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া ব্রাহ্মণের দলে মিশিল। আহারান্তে সে বাহিরে আসিলে শিবনারায়ণ তাহাকে ঐরূপ প্রতারণা করিতে নিষেধ করিয়া যজ্ঞোপবীত ফেলিয়া দিতে বলিলেন। সে তাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়া উপস্থিত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিল। কিন্তু পরক্ষণে শিবনারায়ণ দেখিলেন যে, সে গোলাব বাগে গলায় যজ্ঞোপবীত দিয়া বেড়াইতেছে।

ঠাকুর বাটীর দ্বারে কতকগুলি পরিব্রাজক উপস্থিত ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কুলে তাঁহাদের জন্ম। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করায় তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে কর্ম্মচারীরা গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিল। তাঁহারা মুখে যে পরিচয় দিলেন, তাহা বিশ্বাস করিল না। একজন এই শ্রেণীর অভ্যাগত সাধু বলিলেন, “আমায় পুরি কচুরি খাইতে না দিলে তাহাতে ক্ষতি নাই, চারিটী অন্ন দিলেই হইবে।” একজন কর্ম্মচারী বলিল, “চুপ করিয়া বস্। অন্ন মিলিবার বিলম্ব আছে।” অভ্যাগতগণ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন, কেহ কোন খবর লইল না। তাহাতে একজন সাধু কর্ম্মচারীকে বলিলেন, “এখন পর্য্যন্ত আমাদিগকে আহার করাইলে না। আমরা আর থাকিব না, আমরা ভ্রমণকারী।” কর্ম্মচারী বলিল, “এখন যা, খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে।”

এদিকে দেখা গেল যে, কর্ম্মচারী আট দশ আনা দামের উত্তম উত্তম খাদ্য-দ্রব্য হাড়ী ডোমদিগকে দুই এক পয়সায় বিক্রয় করিতেছে। এইরূপ কর্ম্মচারীর দোষে রাজা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া বিনষ্ট হন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

---:০:---

শান্তিপুর।

শিবনারায়ণ শান্তিপুরে যাইয়া দেখিলেন, পণ্ডিতদিগের মধ্যে ঝগড়া হইতেছে যে, গায়ত্রীর শেষ শব্দ প্রচোদয়াৎ কি প্রচোদয়তাং ঠিক। পণ্ডিতদের মধ্যে একজনের বাটীতে কাশী হইতে তিনজন পরমহংস আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবা করিতেন। শিবনারায়ণ সেখানে যাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার দীনবেশ দেখিয়া কেহই বসিতে বলিল না। কিছু পরে একজন পরমহংস তাঁহাকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, কোন দিক হইতে আসিলেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে আসিতেছি।" তখন একজন পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে, কি জাতি, তোমার বাটী কোথায়? তুমি গৃহস্থ না সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়াছ? যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম লইয়া থাক, তবে গেরুয়া বস্ত্র ও গলায় রুদ্রাক্ষের মালা নাই কেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য, আমি বড়ই ভদ্রলোক, আমার বাড়ী সত্যপুর, আমি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারি না। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী দুইটা শব্দ শুনিতে পাই কিন্তু কাহাকে বলে জানি না। দেখিতেছি সকলেরই পঞ্চতত্ত্বের দেহ হাড় মাংসের পুতুল ও সকলের একরূপ ইন্দ্রিয় আছে এবং একই সূক্ষ্ম শরীর হইতে সকলে কথা কহিতেছে। গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী কি বস্তু, নিরাকার কি সাকার যদি জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিন।" পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তিনজন পরমহংস মহাত্মা তোমার সম্মুখে বসিয়া আছেন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যদি ইহাঁরা সন্ন্যাসী পরমহংস মহাত্মা হন, তাহা হইলে তুমি কেন না হও? ইহাঁরা যে বস্তু তুমিও ত সেই বস্তু, যাহা ইহাঁদের আছে তাহা তোমারও আছে। যে তুমি সেইত উনি।" পণ্ডিত বলিলেন, "আপনি কোন্ কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং কোথায় অধ্যয়ন করিয়াছেন? শিবনারায়ণ বলিলেন, "যে স্থান হইতে আমি কথা কহিতেছি

সেই স্থানে সকল বিদ্যা ও সকল শাস্ত্র পড়া হইয়াছে।" পণ্ডিত বলিলেন, "আপনাকে কে পড়াইয়াছে?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমাকে সর্ব্বব্যাপী অন্তরবাসী পড়াইয়াছেন এবং পড়া ও অপড়া দুই এক।" তখন পণ্ডিত বলিলেন, "আপনার নাম কি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার কি নাম তাহা আমি জানি না। আমায় কত লোকে কত প্রকার করিয়া ডাকে। তাহাদের আমি সেই প্রকার উত্তর দিয়া থাকি এবং আপনি বলিয়াছেন—তুই কে এবং কি জাত—এইটীও আমার একটী নাম।"

শিবনারায়ণ পরমহংস কি না পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি খান ও কাহার হাতে খান?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "মনুষ্যের যাহা আহার তাহাই আমি খাই। যে আহার দেয় তাহারই হাতে খাইব।" পণ্ডিত বলিলেন, "তুমি কি মুসলমান ও ইংরেজের হাতে খাইবে?"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "মুসলমান ইংরেজ কাহাকে বলে, উহা কি বস্তুর নাম? আপনার এবং উহাদের পঞ্চতত্ত্ব নির্ম্মিত হাড় মাংস ইন্দ্রিয় ইত্যাদি আছে, তাহার নাম কি মুসলমান ও ইংরেজ? না, কথা বলার নাম মুসলমান ও ইংরেজ? যাহা আপনাদের আছে তাহা উহাদেরও আছে। যখন কোন বস্তু ইংরেজ কি মুসলমান দেখিতে পাইব, তখন উহাদের ঘৃণা করিয়া আহার করিব না। যদি বল, উহারা তোমাদের অভক্ষ্য ভক্ষণ করে, তাহার জন্য ঘৃণা করিতে হইবে? তাহা করিতে পারি না, কেন না যাহা উহারা ভক্ষণ করে—মদ্য মাংস ইত্যাদি—তাহা অনেক হিন্দুশব্দবাচ্যেও আহার করিয়া থাকে, তাহা হইলে সকলকেই ঘৃণা করিতে হয় এবং তাহা হইলে বিরাট ব্রহ্মের নিন্দা ও ঘৃণা করা হয়, কেন না শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বলিয়াছেন,

"অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণীনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপান সমাযুক্তো পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধং॥"

অর্থাৎ জীব শরীরে যে চারি প্রকার অন্ন আহার করে, তাহা আমি জীব-দেহগত বৈশ্বানর নামক অগ্নিরূপে পরিপাক করি, অর্থাৎ আমিই আহার করিয়া থাকি।

পণ্ডিতগণ সময়ান্তরে কথাবার্ত্তা হইবে বলিয়া সকলকে আহার করিতে

লইয়া গেলেন। আহারীয় সামগ্রী সকলের সম্মুখে আসিল, শিবনারায়ণ ও কাশীর একজন পরমহংস আহার করিতে লাগিলেন। অপর দুইজন পরমহংস স্বহস্তে আহার করেন না; অপর লোক খাওয়াইয়া দিলে হাঁ করিয়া খান। এজন্য একজন পণ্ডিত খাওয়াইয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহারা অল্প অল্প আহার করিলেন। শিবনারায়ণ প্রয়োজন মত দেহে আহার দিয়াছিলেন। স্বহস্তে ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে আহার করায় পণ্ডিতগণের শিবনারায়ণের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিল। তাঁহারা পরীক্ষার ফলে স্থির করিলেন, ইনি পরমহংস নহেন। এজন্য আহারান্তে কেহ শিবনারায়ণের সহিত প্রীতিপূর্ব্বক কথা-বার্ত্তা কহিলেন না।

শিবনারায়ণ পণ্ডিতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "জীবসঙ্গক মনুষ্য যদ্যপি পরব্রহ্ম চেতনের সঙ্গত করিয়া উহাঁর সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ থাকিবে কিম্বা জড় পশুতুল্য হইবে?" পণ্ডিত বলিলেন, "সে ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ হইবেক। কিন্তু এরূপ জিজ্ঞাসার কারণ কি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যদিগের সংস্কার পড়িয়াছে, পরমহংস অল্প আহার করেন এবং নিজ হস্তে আহার করেন না। কিন্তু বিচার করিয়া দেখেন না যে, চরাচর সমস্ত বিরাট ব্রহ্মের শরীর ও ইন্দ্রিয় ইত্যাদি। যদ্যপি আমি নিজ হস্তে আহার করি, তাহাতে হানি কি এবং যদ্যপি অপরের হস্তে করি, তাহাতে লাভ কি হইবেক? সকল বস্তুই ত বিরাট পরব্রহ্মের এবং যখন আপন মুখ ইন্দ্রিয় হাঁ করিলাম, তখন নিজ হস্তে আহার করিতে কি দোষ? পরব্রহ্ম চেতন কি নিজ হস্তকে জড়ীভূত করিয়া দিয়াছেন ও কেবল মুখ ইন্দ্রিয়কে আহার করিবার জন্য চেতন রাখিয়াছেন? এরূপ বিচার ও বুদ্ধি ধারণে ধিক্, যে লজ্জা হয় না। মানের জন্য মিছা পরাধীনতার একশেষ। যদ্যপি চেতন হইবে তবে সর্ব্বদা সকল স্থানে কষ্ট এড়াইয়া স্বাধীন থাকিবে, যাহা খুসি তাহাই করিবে এবং সেই মত চলিবে। তাহাতে কোন বিধি নিষেধ থাকিবে না। এ সংসারে কোন কার্য্যে কাহারও কিছুই দোষ নাই, কেননা মায়ারূপী পরব্রহ্ম যাহাকে যেরূপ খেলাইতেছে সেইরূপ খেলিতেছে। কোন কার্য্যই কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, সকলই পরব্রহ্মের ইচ্ছা। আহারের পরিমাণ সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝা উচিত। যে এঞ্জিন যে পরিমাণে কার্য্য করিবে,

তাহাতে সেই পরিমাণ কয়লা জল দিতে হয়। অপরের ইচ্ছামত আহার করিলে নানা কষ্ট ঘটে।"

স্বল্পাহারী পরমহংস দুইজন কিছুক্ষণ পরে গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া উঠিয়া গেলেন। কোন এক মুদীর দোকান হইতে মুড়ি-মুড়কি ক্রয় করিয়া তাঁহারা গঙ্গাতীরে নির্জ্জনে বসিয়া খাইতেছেন, এমন সময় শিবনারায়ণ ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা লজ্জায় নিতান্ত কাতর হইলেন। শিবনারায়ণ তাঁহাদিগকে স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া সুস্থ হইবার জন্য বলিলেন, "ইহাতে লজ্জার বিষয় কি আছে? ক্ষুধা তৃষ্ণা ইত্যাদি সকলই পরব্রহ্মের নিয়মাধীন, ইহাতে আমাদের লজ্জা নাই। সমাজে প্রতিষ্ঠা হউক আর নাই হউক আমাদের সত্যের উদ্দেশে ধাবমান হওয়া কর্ত্তব্য। সত্য বস্তুই আমাদের আরাধ্য। সেই সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অনিত্য মান প্রতিষ্ঠার জন্য অভিমানে উন্মত্ত হওয়া পশুবুদ্ধির কার্য্য।"

ত্রিবেণী।

গঙ্গাপার হইয়া পরে যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে শিবনারায়ণ ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে বিশ্রামার্থ বসিলেন। তখন বেলা অপরাহ্ন। ছুটির পর ইস্কুলের বালকগণ সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। শিবনারায়ণকে ভূত ভাবিয়া সকলে ঢিল ছুড়িয়া মারিতে লাগিল। একজন ভদ্রলোক আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল, "দেখুন মহাশয়, মড়া রাখিবার ঘরে কি একটা ভূতের মত বসিয়া রহিয়াছে। ও ক্ষেপা, না, কেও? ওবেটা আমাদিগকে গালি দিতেছে।" এই কথা শুনিয়া সেই ভদ্রলোক অন্তর হইতে শিবনারায়ণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কে ওখানে বসিয়া রহিয়াছিস্? উত্তর দে।"

শিবনারায়ণের ইঙ্গিত অনুসারে ভিতরে আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বালকগণের কোন দোষ নাই, সকলই পরব্রহ্মের ইচ্ছা। মাতা পিতা ভদ্র হইলে অবশ্যই তাঁহারা নিজ সন্তানকে ভদ্রোচিত কার্য্যে উপদেশ করেন এবং তাহার লঙ্ঘন জন্য শাসনও করেন। কিন্তু ইহাদের সেরূপ হয় নাই। ইহাদের যেরূপ শিক্ষা সেইরূপ আচার ব্যবহার হইয়াছে।"

শুনিয়া সেই ভদ্রলোক বিনীতভাবে শিবনারায়ণকে প্রণাম করিলেন এবং বালকদিগকে মারিতে উদ্যত হইয়া তাড়াইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "এমন মহাতেজা মহাত্মার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া গ্রামের সর্ব্বনাশ করিলি। উহাঁর কোপদৃষ্টি হইলে গ্রামের কি আর রক্ষা আছে?" কিছুক্ষণ এইরূপ আক্ষেপ করিয়া তিনি শিবনারায়ণকে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি গ্রামে আপনার কথা জানাইয়া শীঘ্র আসিতেছি।" তিনি প্রস্থান করিলে শিবনারায়ণ বহুলোকের সমাগম পরিত্যাগের জন্য স্থানান্তরে যাইয়া একটী বৃক্ষতলে রাত্রযাপন করিলেন।

পরদিবস ভ্রমণক্রমে একজন জমীদারের চাকরের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কে?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমি মনুষ্য।" সে বলিল, "তুই চাকুরী করিবি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "কি চাকুরী?" সে বলিল, "ঘোড়ার সহিসী, ঘাস ছিলিতে হইবে। মাসে মাহিয়ানা ছয় টাকা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, মাহিয়ানায় প্রয়োজন নাই। খাওয়া পরা দিলে আমি চাকর থাকিব। আমাকে বাবুর নিকট লইয়া চল।"

চাকরের বুদ্ধি দেখিয়া মনিবের কি প্রকার প্রকৃতি জানিবার জন্য তাহার সহিত শিবনারায়ণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নীচে বসিতে বলিয়া সে উপরের বৈঠকখানায় মনিবকে সংবাদ দিতে গেল। শিবনারায়ণ বসিলেন না। তাহার অজ্ঞাতসারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ একেবারে বৈঠকখানায় বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বাবু শিবনারায়ণকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে বসিতে দিলেন। দেখিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে কেহ বা উপহাস করিতে লাগিল যে, "একটা কদর্য্য পাগলকে বসিতে আসন দেওয়া কেন?" কেহ বা বলিল, "বোধ হয় কোন সাধু মহাত্মা হইবেন।"

কেহ কেহ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় ইহাঁকে যে আসন দিলেন, ইনি কে?" তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমরা নিজের কাজে মন দাও। দেখিতেছ ত হাত পা বিশিষ্ট একজন মানুষ। ইহাতে জিজ্ঞাসার কি আছে?"

শিবনারায়ণকে আহার করাইবার মানসে জমিদার বাবু বলিলেন, "আপনি ত দেখিতে পাইতেছেন আমরা মৎস্য মাংসাহারী বাঙ্গালী, আপনি কি মৎস্য মাংস আহার করেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আমার আহারের কোন

বিধি নিষেধ নাই।” পরে বাবু ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া শিবনারায়ণের নিকট তাহার সদুত্তর লাভে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। ইহাতে সেখানকার লোকেরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে বাবুকে বলিল, “মহাশয় আপনার চাকরটী খুঁজিরা খুঁজিয়া উত্তম সহিসটী আনিয়াছে।” বাবু কহিলেন, “আমার চাকর যে কার্য্য করিয়াছে সে পারিতোষিক পাইবার যোগ্য।”

শিবনারায়ণ আহারান্তে গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ মুখে চলিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-ঃ*ঃ

দক্ষিণেশ্বর।

শিবনারায়ণ ক্রমে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে ৺রাণী রাসমণির কালীবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালীবাটীর ভিতর একটী বৃক্ষের নীচে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। তথাকার অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর সহিত কথা কহিতেছিলেন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় শিবনারায়ণ বলিলেন, “আমি মনুষ্য তাহা তুমি দেখিতে পাইতেছ। আমি মায়াপুরী হইতে আসিতেছি, সত্যপুরী আমার বাটী, মিথ্যা আমার নাম, আমার জাতি অদ্বৈত।” অধ্যক্ষ বলিলেন, “এ বেটা একি বলিতেছে? তুই কি? কোন শাস্ত্র পড়িয়াছিস্?” শিবনারায়ণ বলিলেন “শাস্ত্র পড়িবার কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি?” অধ্যক্ষ বলিলেন, “জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। তুই গৃহস্থ না সাধু?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “গৃহস্থ ও সাধু কাহাকে বলে, তাহাদের স্বরূপ কি, তাহারা কোথায় থাকে?—আমাকে বলিয়া দাও।” অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারীর প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, “তুই সাধু দেখিতে পাইতেছিস্ না?” শিবনারায়ণ বলিলেন, “সম্মুখে ত একটী জটাধারী মনুষ্য দেখিতেছি। উহার মধ্যে কি বস্তু রহিয়াছে যাহাকে সাধু বলিতেছ? যাহা এ সংসারে সকল মনুষ্যতে রহিয়াছে তাহাই উহাতে রহিয়াছে, তবে উহাকে কি জন্য সাধু বলিতেছ?” ব্রহ্মচারী রাগ করিয়া বলিলেন, “এ বেটা ক্ষেপার মত কি

বলিতেছে বুঝা যায় না। উহাকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট ধরিয়া লইয়া যাও। তিনি ইহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিবেন, এ কি রকমের লোক।"

অধ্যক্ষ শিবনারায়ণকে সঙ্গে করিয়া রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট লইয়া গেলেন। তখন তিনি শুইয়াছিলেন। শিবনারায়ণ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রামকৃষ্ণ নীরব থাকায় কিছুকাল পরে অধ্যক্ষ হতাদর করিয়া শিবনারায়ণকে বসিতে বলিলেন।

তখন রামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি সাধু না গৃহস্থ? কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছ? সাধু হইলে কোন্ সম্প্রদায়ের এবং গৃহস্থ হইলে কি জাতি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আপনি কি জানেন না আমি এবং আপনি কোন্ জাতি? কোন্ দিক হইতে আসিয়াছি? আমরা কোন্ সম্প্রদায়ের লোক এবং গৃহস্থ কি সাধু। স্বরূপ চক্ষে কি কখন গৃহস্থ এবং সাধু দেখিয়াছেন? ব্যবহার কার্য্যের রীতিতে অসংখ্য সম্প্রদায় কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু সাধু যিনি সত্য উদ্দেশী তাঁহার সম্প্রদায় এবং জাতি কি?" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "তাহা সত্য বটে। কিন্তু ব্যবহার কার্য্যে সকলই আছে এবং বলিতেও হইবে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যে ব্যক্তি কল্পিত বস্তুতে মগ্ন আছে তাহাকে অবশ্যই বলিতে হইবেক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা হইতে অতীত রহিয়াছেন, তিনি কেন উহার অনুসন্ধান করিবেন?" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "যদি কল্পনা অর্থাৎ মায়া নিবৃত্তি হইয়া থাকে তবেত এ কথার ব্যবস্থা।" শিবনারায়ণ কহিলেন, "আপনার কি একাল পর্য্যন্ত নিবৃত্তি হয় নাই? যিনি সত্যের উদ্দেশে সত্যপথে চলিতেছেন, তাঁহার পক্ষে সত্যই ভাসমান হইবে। আর যে ব্যক্তি কল্পনায় অর্থাৎ মায়ায় মগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কল্পনাই ভাসিবে।" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমার পক্ষে কি সত্য ভাসমান হইয়াছেন?" শিবনারায়ণ কহিলেন, "আমার প্রতি ভাসমান হইয়াছেন কিনা তাহা আমি কি বলিব এবং কোন্ স্বরূপ হইয়া কোন্ স্বরূপ ভাসমান হইয়াছেন স্বীকার করিব?" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "আপনি কি পরমহংস, সন্ন্যাসধর্ম্ম ধারণ করিয়াছেন?" শিবনারায়ণ কহিলেন, "পরমহংস

ও সন্ন্যাস ধর্ম্ম কাহাকে বলে এবং তাহার স্বরূপ কি?" রামকৃষ্ণ বলিলেন, "যিনি সত্যকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহাকে সন্ন্যাসী বলা হয়। সত্য বাক্য বলা সেই ধর্ম্মের স্বরূপ। এবং সত্য অসত্য ভাবের লয় হইয়া কেবল সত্যই যাহার অন্তরে সদা পরিপূর্ণ থাকেন, তাঁহাকে লোকে পরমহংস বলে।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "যদি আপনি ঐ ভাবের ভাবী হন, তবে আর এই সকল মায়া প্রপঞ্চ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? যাঁহার অন্তরে এ ভাব প্রকাশমান তিনি এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন কেন? কিন্তু যে ব্যক্তি কেবল শাস্ত্র শুনিয়া নিজের সম্বন্ধে ঐরূপ অবস্থার প্রকাশ কল্পনা করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি অবশ্যই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। কেন না তাঁহার অন্তরে ত এ অবস্থা নাই।" রামকৃষ্ণ পরমহংস সজোরে বলিলেন, "তুমি কি মনে করিতেছ আমি কেবলমাত্র শাস্ত্র শুনিয়া বসিয়া আছি আর সেই জন্য তোমাকে এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি? তুমি কি আমাকে জ্ঞান দিতেছ?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যেরূপ ভাবে আপনি কথা কহিতেছেন তাহাতে সকলই বুঝা যাইতেছে, যেমন দূর হইতে ধূম দেখিয়া অগ্নি বুঝিতে পারা যায়।"

কথাবার্ত্তা শুনিয়া অধ্যক্ষ আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "এ বেটা আমার পরমহংসকে জ্ঞান দিতে আসিয়াছে, বেটাকে ধরিয়া বলিদান দেরে!" রামকৃষ্ণ পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আহারের কিরূপ ব্যবস্থা? মৎস্য মাংস খাও, কি নিরামিষ খাও?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "নিরামিষ খাই, কিন্তু আপনার যাহা ভাল বিবেচনা হয় দিবেন।"

শিবনারায়ণের জন্য নিরামিষ আহারের ব্যবস্থা হইল। অধ্যক্ষ তাঁহাকে অল্পাহার না করিয়া শরীরের প্রয়োজনমত খাইতে দেখিয়া গালাগালি দিতে লাগিলেন। আহারান্তে শিবনারায়ণ কালীবাটীর বাহিরে একটী গৃহে যাইয়া শয়ন করিলেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণ পরমহংসের নিকট হইতে তাঁহাকে ডাকিতে লোক আসিল। তিনি তখন যাইতে চাহিলেন না। তাঁহারা নানা প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্নের লোভ দেখাইয়াও কৃতকার্য্য না হওয়ায় পরস্পর বলিতে লাগিল যে, "ধর রে ধর, বেটার পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া চল।

না হয় এইখানে বেটাকে চেলা কাঠের বাড়ী মেরে হাত পা ভেঙ্গে দে।" এইরূপ কথা কহিয়াই তাহারা চলিয়া গেল। কার্য্যতঃ শিবনারায়ণের প্রতি কোন অনিষ্ট করিল না।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:০:

কালীঘাট।

পরদিন সন্ধ্যাকালে শিবনারায়ণ কালীঘাটে কালীবাটীর নাটমন্দিরের এক পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। রাত্রি এক প্রহর গত হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয় জনৈক লোক তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়া বলিল, "তুই কেন এখানে বসিয়া আছিস্? বাহির হইয়া যা।" শিবনারায়ণ সেখানে রাত্রি যাপন করিবেন শুনিয়া সে ব্যক্তি বলিল যে, কালীমাতা ও কোম্পানীর হুকুম সেখানে কেহই রাত্রিকালে থাকিতে পায় না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে, কালীমাতার অলঙ্কার চুরি হওয়ায় ঐরূপ হুকুম জারি হইয়াছে।

শিবনারায়ণ বলিলেন, "কালীমাতার গহনা! সাধারণ স্ত্রীলোকের মত কালীমাতা কি গহনা পরেন এবং দুর্ব্বলতা স্ত্রীলোকের ন্যায় তিনিও কি আপন গহনা রক্ষা করিতে অপরাগ? তবে তিনি কি করিয়া জগৎ সংসারকে রক্ষা করিবেন?" সে ব্যক্তি বলিল, "তুই কি কালীমাকে চিনিস্?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা কি চেন? কালীমাকে চিনিলে তোমাদের এত দুর্দ্দশা কেন? তোমরা যাহাকে কালীমাতা বল, তাহাত দেখিতেছি মানুষের হাতের গড়া কাঠ, মাটি, পাথর ও ধাতুনির্ম্মিত প্রতিমা মাত্র। পাথর খুদিয়া তাঁহার মাথা ও তিনটী চক্ষু করিয়াছ। মাথায় একটী লোহার দণ্ড দিয়া চূণ সুরকির দ্বারা গাঁথা। বুকে ধাতুর পাত, পিছনে বাঁশের খণ্ড। ধাতুনির্ম্মিত চার হাতে সোণার গহনা ও মুখে সোণার জিহ্বা। ইহার মধ্যে কোন্‌টী কালীমাতা? যদি পাথর কালীমাতা হন, তাহা হইলে পর্ব্বতাদি ও গৃহস্থের শিল নোড়া, পাথর বাটী প্রভৃতিও কালীমাতা। যদি সোণা কালীমাতা হন, তাহা হইলে স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহৃত সোণার গহনা মাত্রেই কালীমাতা।

আর যদি লৌহাদি ধাতু ও কাঠ, চূণ, সুরকি প্রভৃতি মাটীর রূপান্তর কালীমাতা হন, তাহা হইলে এই সকল দ্রব্য যত্র তত্র রহিয়াছে। এখানে বিশেষ কি চিনিব? যদি বল উহার ভিতর কালীমা আছেন, তাহা হইলে তিনি সাকার না নিরাকার? নিরাকার হইলে বাহ্য চক্ষে দেখা যাইবেন না এবং সর্ব্বত্র বিরাজমান থাকিবেন। সাকার হইলে অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইবেন। তোমরা প্রকৃত কালীমাতাকে চিনিতে চেষ্টা কর। আর ভ্রমে ডুবিও না। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, প্রত্যক্ষ কালীমাতা দিবারাত্র বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাজমান আছেন।"

সে ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া রাগে গলাধাক্কা দিতে দিতে শিবনারায়ণকে কালীবাটীর বাহিরে লইয়া গেল। শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তোমাদের দোষ কি? যেমন, কাঠ পাথর পূজা কর, তেমনি কাঠ পাথরের ন্যায় বুদ্ধি হইয়াছে। কাঠ পাথরকে মন্দিরে রাখিয়া দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেছ আর চেতন পদার্থ প্রকৃত শিধকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিতেছ।"

একে শীতকাল তাহাতে অত্যন্ত বাদল। এই অবস্থায় ইচ্ছা করিয়া বাহিরে পড়িয়া থাকা কেবল আত্মাকে কষ্ট দেওয়া। শিবনারায়ণ অনেক বাটীতে রাত্রি যাপনার্থ স্থান ভিক্ষা করিলেন কিন্তু সকলেই তাঁহাকে "দূর হ' বেটা, "দূর হ' বেটা!" বলিয়া তাড়াইয়া দিল। অবশেষে তিনি আহ্যগঙ্গার বাঁধাঘাটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ভিজিলেন। পরদিন প্রাতে যাইবার সময় একজন বাবু সংবাদপত্র পড়িয়া তাঁহাকে বলিলেন, "হায়! সমুদায় হিন্দু রাজা মরিয়া গেলেন একি।" শিবনারায়ণ বলিলেন, সত্য শুদ্ধ গুরু আত্মা মাতা পিতা পূর্ণপরব্রহ্ম হইতে বিমুখ হইলেই এরূপ অকাল মৃত্যু ঘটে।"

কথা প্রসঙ্গে শিবনারায়ণ সেই বাবুকে বলিলেন, "শাস্ত্রে ও লৌকিক আচারে কালীমাতা, হনুমান, গণেশ প্রভৃতির মাথায় সিন্দুর দিবার ও সূর্য্য-নারায়ণে সকল দেব ও দেবীমাতার ধ্যান ধারণা করিবার বিধি আছে। তাহার কারণ এই যে, প্রাতে ও সায়ংকালে জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতা পিতা রক্তিম আভায় প্রকাশমান হন। সেই লাল আভাই কালীমাতা প্রভৃতির মাথার সিন্দুর। পূর্ণপরব্রহ্মের নাম কালীমাতা। যে বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা

সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ আকাশ হইতে পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছেন, তাহাই কালীমাতার জিহ্বা। তিনি জ্ঞান খড়্গ দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মায় অর্থাৎ আপন স্বরূপে অভেদে মুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে রাখেন। সমস্ত জীবের মস্তক নেত্রদ্বারে তেজোরূপ, কর্ণদ্বারে আকাশরূপ, নাসিকাদ্বারে প্রাণরূপ, মুখদ্বারে অগ্নিরূপ জ্যোতিঃ সূত্রে গাঁথা আছে। সেই একই জ্যোতিঃ দেহস্থ হাড়ের ভিতরে ভিতরে ধারারূপে বহমান হইয়া দেহের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। সমস্ত জীবের মস্তকই কালীমাতার মুণ্ডমালা। হস্তস্থ মুণ্ডের তাৎপর্য্য এই যে, সমস্তই তাঁহার আয়ত্তাধীন। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার এই কালীমাতার চারি হস্ত। জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাটব্রহ্মই সমস্ত দেব ও দেবীমাতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইহাঁ ছাড়া আর কেহ দেব, দেবী, মাতা নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই জন্য সূর্য্যনারায়ণে সমস্ত দেব ও দেবী মাতার নাম অবলম্বন করিয়া ধ্যান ধারণার বিধি আছে। ইহাঁকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিলেই ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সুখে নিষ্পন্ন হয়। ইহাঁ হইতে দেব ও দেবী মাতাকে পৃথক বলিয়া কল্পনা করিও না—করিলে আপন ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া নানা কষ্টভোগ করিতে হইবে।

যদি নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সকলেরই ইষ্টদেবতা না হইতেন, তাহা হইলে কেবলমাত্র সূর্য্যনারায়ণেই সকল দেবতার ধ্যান এবং একই বিরাট ব্রহ্মের অগ্নিমুখে সকল দেবতার উদ্দেশে আহুতি দিবার বিধি থাকিত না। বিরাট-ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া কল্পনা করিয়াছে। যথা—পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চন্দ্রমা ও জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ দেবতা, ইহা ভিন্ন দেবতা নাই। বিরাট ব্রহ্মের এই সাত অঙ্গরূপ দেবতা হইতে স্ত্রী-পুরুষ জীব মাত্রেই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হইয়াছে। ঐ নিমিত্ত অসংখ্য জীবকে লইয়া তেত্রিশ কোটি দেবতা ও কচ্ছপ, শূকর, মৎস্য, বিঠ্ঠল অর্থাৎ কুকুর কুমারী প্রভৃতিকে দেবদেবী জ্ঞানে আমরা পূজা করিয়া থাকি। কীট হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীব মাত্রেই দেবতা। স্ত্রী মাত্রই দেবীমাতা, পুরুষ মাত্রই সদাশিব—ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই।

বাবু বলিলেন, "আমরা ক্ষুদ্র মনুষ্য, কিরূপে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষভাবে চিনিতে পারিব? আমরা তাঁহার সাক্ষাৎকারের অধিকারী নহি। এই নিমিত্ত আমাদিগকে প্রতিমা পূজা করিতে হয়—ইহাতেই আমাদিগের কল্যাণ।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা ঠিক। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, পুত্র-কন্যা যদি প্রবাসগত মাতা পিতাকে চিনে না এমন হয় এবং শুধু তাহাদের ফটোগ্রাফ মাত্র পায়, তাহা হইলে সেই ফটোগ্রাফের সহিত মিলাইয়া যথার্থ মাতা পিতাকে খুজিয়া চিনিতে হয়। মাতা পিতার স্থানীয় দেব-দেবী অর্থাৎ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা। তাঁহার নানা ফটোগ্রাফ অর্থাৎ প্রতিমা গড়িয়াছ। কিন্তু বাস্তবের সহিত ফটোগ্রাফকে মিলাইয়া চরাচরের অনাদি মাতা পিতাকে চিনিতেছে না বলিয়া তোমাদিগের নানা দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। ফটোগ্রাফের দ্বারা যাহার ফটোগ্রাফ তাহাকে চিনিতে না পারিলে যেমন ফটোগ্রাফ বৃথা, সেইরূপ প্রতিমার দ্বারা যখন বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ মাতাপিতাকে চিনিতেছ না, তখন তোমাদের প্রতিমা পূজা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। অতএব তোমরা সমস্ত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ মাতা পিতাকে চিন। তিনি মঙ্গলময় তোমাদিগকে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।"

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-ঃ*ঃ-

সিংহুর।

শিবনারায়ণ কলিকাতা হইয়া তারকেশ্বরের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে সিংহুর নামক গ্রামে সন্ধ্যা হইল। ঐ গ্রামে মল্লিক বংশীয় এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থের বাস। তাঁহাদের বাটীতে অতিথি সেবার রীতি আছে। শিবনারায়ণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের বাটীর এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীবল্লভ মল্লিক শিবনারায়ণকে দেখিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তে সম্মুখে যোড়হাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং পরমাত্মার দর্শন হেতু অনিত্য জীবনের কৃতার্থতা জানাইয়া তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক বিনীত ভাবে বাটী প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন। শিবনারায়ণ তাঁহার

ভক্তিতে প্রীত হইয়া সম্মত হইলেন। তখনও তাঁহার আহার হয় নাই। শ্রীবল্লভ বাবু আহারাদি শেষ হইলে নির্জ্জন রাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জগতের হিতার্থে কয়েকটী প্রশ্ন করায় শিবনারায়ণ তাঁহার অন্তরে অকৃত্রিম জগতের মঙ্গল কামনা দেখিয়া তাঁহাকে ও পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "কি করিব, বাবা, যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহাতে বোধ হয় আরও কিছুদিন জগতের দুঃখ ভোগ আছে। যাহা হউক এক্ষণে আমি কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে চাহি না। পুনরায় দেখা হইলে যাহা হয় বলিব।"

অযোধ্যা।

শিবনারায়ণ বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বহুস্থানে বেড়াইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, যে স্থান রাজা রামচন্দ্রের জন্মস্থান বলিয়া বিখ্যাত, সেখানে মুসলমান বাদসাহ হিন্দু দেবতা রামচন্দ্র-মূর্ত্তি উঠাইয়া দিয়া মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং হিন্দু নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া পুনশ্চ রামচন্দ্রের মূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি যাইয়া মন্দিরের এক পার্শ্বে বসিবার কিছুক্ষণ পরে রামচন্দ্রের ভোগ হইয়া মন্দিরের দ্বার বন্ধ হইল। এমন সময় একজন সাধু আসিয়া যেমন ঐ মন্দিরের দ্বার খুলিলেন, অমনি সেখানকার শ্রীবৈষ্ণব বাবাজীগণ তাঁহাকে নানা প্রকার গালাগালি দিয়া লাঠি লইয়া সজোরে প্রহার করিতে লাগিল। সাধু এই দুঃসহ উপদ্রবে কাতর না হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

দেখিয়া শিবনারায়ণ দয়ার্দ্র অন্তরে বলিলেন, "তোমরা হিন্দু মাত্রেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছ। যাঁহার উদ্দেশে ভোগ দিতেছ তিনি স্বয়ং চেতন বনবাস হইতে আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন আর তোমরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া পার্থিব মূর্ত্তিকে পূজা করিতে শশব্যস্ত! তোমাদিগের প্রতি অন্তর্য্যামী পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের একি বিড়ম্বনা! যে হিন্দুগণ চেতন উপাসনার সদা অতি প্রবল তেজস্বী ছিলেন, তাঁহাদের সন্তানগণ এক্ষণে জড়োপাসনা করিয়া একেবারে জড় হইয়া পড়িয়াছে। আত্মহারা হইয়া সর্ব্বদা হাহাকার করিতেছে ও আত্ম পর না বুঝিয়া মারামারি বিবাদ কলহে দিনপাত করিতেছে। শান্তির লেশমাত্র নাই।"

একজন বাবাজী বলিলেন, "আপনি কে, আপনি কি রামচন্দ্র জীউর মহিমা জানেন না? তাঁহার দাস হনুমান সূর্য্যনারায়ণকে যখন গিলিতে বা কুক্ষিবদ্ধ করিতে সক্ষম, তখন যে তাঁহার কিরূপ মহিমা ভাবিয়া দেখুন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা ঠিক। যে হনুমান লঙ্কা দগ্ধ করিতে যাইয়া সূর্য্যনারায়ণের অংশ অগ্নির দ্বারা নিজের মুখ পোড়াইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছিল, সেই হনুমান পূর্ণপরব্রহ্ম সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের উক্তরূপ দুরবস্থা করিয়াছিল ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের কথা আর কি আছে? কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র রূপকে পরিপূর্ণ। রূপক ভেদ করিয়া যথার্থ ভাব গ্রহণ করা অতীব কঠিন। আমি সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিতেছি তোমরা ধীর ও গম্ভীরভাবে তাহার ভাব গ্রহণ কর।"

পরমাত্মার প্রিয় বিবেকী ব্যক্তির হনুমান নাম কল্পিত হইয়াছে। সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পরব্রহ্ম বার কলায় চরাচর স্ত্রী-পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান। দশ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিই সেই বার কলা। ইহাঁর দয়াতে সহজে ব্রহ্মলাভ হয়। এই বার কলাকে অভিন্নভাবে হৃদয়ে ধারণ করার নাম গ্রাস বা কুক্ষিবদ্ধ করা। যখন জীব ইন্দ্রিয়াদি বার কলাকে পরমাত্মার ও আপনার সহিত অভিন্নভাবে দেখেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় হনন করিয়া জিতেন্দ্রিয় বিবেকী হন, তখন তাঁহার নাম হনুমান। সেই হনুমান ভিন্ন কেহই সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে চিনিতে বা পূর্ণ ভাবে ধারণ করিতে পারে না।

হনুমান বিবেক-জ্ঞানের দ্বারা সতীসীতা অর্থাৎ জগজ্জননী কল্যাণময়ী মহাশক্তিকে অন্তরে বাহিরে দর্শন করিয়া রাম অর্থাৎ জীবরূপী পরমাত্মাকে সংবাদ দিলেন যে, "তুমি যে নির্গুণ ব্রহ্ম তোমা হইতে সতীসীতা কল্যাণময়ী মহাশক্তি পৃথক নহেন, তোমারই স্বরূপ মাত্র। অহঙ্কার রাবণ কর্তৃক অপহৃত বা আবৃতা হইয়া শোক রহিত সংসাররূপী অশোক বৃক্ষের মূলে অর্থাৎ অব্যয় অবিনাশী পরমাত্মাতে নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তুমি ওঁকার ধনুকে জ্ঞান শর সংযুক্ত করিয়া অহঙ্কার রাবণকে বধ কর, পরে ব্রহ্মরূপিণী সতী সীতাকে লাভ করিয়া উত্তরাখণ্ডে অর্থাৎ ঊর্দ্ধে মস্তকে বা সত্যেতে রাজ্য বা নিষ্ঠা স্থাপন কর। তুমিই পরমাত্মা তোমা ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।"

বিরাট পুরুষ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ জগতের মাতাপিতা গুরু আত্মা নিরাকার সাকার, কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচরকে লইয়া নিত্য স্বতঃপ্রকাশ। শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক ইহাঁর উপাসনায় প্রাপ্তবিবেক ব্যক্তি শাস্ত্রে রূপকস্থলে হনুমান বলিয়া বর্ণিত। ইহা না বুঝিয়া রাজা-প্রজা, সাধু-পণ্ডিত প্রভৃতি লোকেরা বানরকে ইষ্টদেবতা অঙ্গীকারে তাহার পূজার ফলে বানরের বৃত্তি বা প্রকৃতি পাইয়া পরস্পর হিংসা-দ্বেষবশতঃ কষ্ট ও অশান্তি ভোগ করিতেছ।

তোমরা প্রত্যক্ষ চেতন, তোমাদের বিচারশক্তি রহিয়াছে। বিনা বিচারে কোন কথা গ্রহণ বা ত্যাগ তোমাদের অকর্ত্তব্য। যদি কেহ বলে তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ, তাহা হইলে কি তোমরা জীবিত থাকিয়াও স্বীকার করিবে যে, মরিয়া ভূত হইয়াছ বিচার করিবে না যে এ কথা সত্য কি মিথ্যা? তোমাদের এ জ্ঞান নাই যে, চন্দ্রমাসূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বতঃপ্রকাশ। তাঁহার স্থূল শরীর বা ইন্দ্রিয়াদি নাই। ইনি তেজোময় প্রকাশ জ্ঞানময় জ্যোতিঃ; অন্তরে বাহিরে নিত্য বিরাজমান। তোমরা না বুঝিয়া বল যে, ইনি বহু দূরে রহিয়াছেন। একটী হস্ত পদ লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর কিরূপে ইহাঁকে গ্রহণ বা গ্রাস করিতে পারে?

তোমরা নিজেইত বল যে, রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ চেষ্টায় রাবণবধে অসমর্থ হইলে অগস্ত্য মুনির উপদেশ মত সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক অর্ঘ্য দিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে রাবণবধে কৃতকার্য্য হন। অথচ বলিতেছ যে, "রামচন্দ্রের দাস হনুমান বানর তাঁহাকে গ্রহণ বা গ্রাস করিয়াছিল। ইহাঁ হইতে বিমুখ হইয়াই তোমাদের এত দুর্দ্দশা।"

বাবাজী বলিলেন, "আপনার প্রসাদে আমাদের অনেক জ্ঞানলাভ হইল। এখন সদয় হইয়া রামচন্দ্র কর্ত্তৃক শক্তি পূজার যথার্থ ভাব বুঝাইয়া দিন।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "পরমাত্মাই জ্যোতিঃস্বরূপ মহাশক্তি। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ তিন ভাবে তাঁহার তিন দিন পূজার অন্তে রামচন্দ্র দশ ইন্দ্রিয়রূপী দশানন অহঙ্কার রাবণ বিজয় করিয়া সীতা উদ্ধার করিলেন বা মহাশক্তির সহিত অভেদে রহিলেন। ইহার নাম বিজয়া। সেই বিজয়াতে আত্মপর প্রভৃতি ভ্রান্তি লয় হয়, তখন ব্রহ্মাণ্ডময় আপনার আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ দেখিয়া সকলে সকলের সহিত আলিঙ্গনবদ্ধ হন।"

বিজয়ার শেষে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শন করিতে হয়। ইহার অর্থ এই যে, স্বতঃপ্রকাশ চন্দ্রমাঃ সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃর কণ্ঠে অসীম নীল আকাশ। এই শিব বিষ খাইয়া নীলকণ্ঠ। বিষরূপী জগতের ভালমন্দ, সুখ-দুঃখ, পাপপুণ্য বিষ অমৃত সমস্ত ভক্ষণ করিয়া আপনার সহিত এক করিয়া লইয়াছেন। ভাল সকলেই চাহে, মন্দকে কেহই চাহে না। কিন্তু সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ বা পরমাত্মা সমস্তই আপনার স্বরূপ জানিয়া গ্রহণ করেন। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরই নাম জিতেন্দ্রিয় হনুমান বা মহাবীর কল্পিত হইয়াছে।

বাবাজী বলিলেন, "আপনি পরম দয়ালু বলিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছে। রামচরিতের অন্যান্য কথার যথার্থ মর্ম্ম আমাদের নিকট বর্ণনা করুন।"

শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা গভীর ও শান্তচিত্তে আপনাপন মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয় তাহাই সকলের কর্ত্তব্য।"

রামচন্দ্র অর্থাৎ পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী পূর্ণভাবে বিরাজমান। পূর্ণব্রহ্মের সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী কল্যাণময়ী মহাশক্তি সতীসীতা জগজ্জননী। লক্ষ্মণ অর্থে বস্তুতে লক্ষ্য বা সত্যজ্ঞান। অজ্ঞান আত্ম-বিস্মৃতিতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পরমাত্মা বিমুখতা লক্ষ্মণের শক্তিশেল। ভরতের শরে ব্যথিত হইয়া হনুমান রাম নাম করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হন। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, জিতেন্দ্রিয় বিবেকী ব্যক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া আপনাতে অহং জ্ঞান করিলে তাঁহার অভিমান জন্মে। বোধ হয় যে, আমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী বীরপুরুষ দ্বিতীয় নাই। সেই অহংকার চূর্ণের জন্য পরমাত্মা মহাশক্তি কামনা বেগরূপী বাণে হনুমানকে বিদ্ধ করিলেন। তাহাতে হনুমান বলহীন জ্ঞানহীন হইয়া পড়েন। হনুমানের মুখে রাম নাম শুনিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে পরমাত্মার প্রিয়ভক্ত জানিয়া মহাশক্তি ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতা সংযত করেন। তখন বিবেকী হনুমান সজ্ঞো উঠিতে সক্ষম হন, অর্থাৎ আপনাকে ও পরমাত্মাকে অভেদে পূর্ণরূপ দর্শন করেন।

নিরাকার নির্গুণ পরব্রহ্ম আকাশ স্বরূপ কশ্যপ পিতা হইতে বিদ্যা বা

জ্ঞানরূপিণী অদিতি মাতার গর্ভে জগৎ প্রসবিতা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ স্বতঃপ্রকাশমান। তিনি তিনলোক প্রকাশিত করেন। লঙ্কা অর্থে মায়া বা অজ্ঞান; জ্ঞানই রাবণের মৃত্যুবান্ মহামোহ মায়া প্রভৃতি রাক্ষস সাধনারূপ যুদ্ধে হত হইলে জ্ঞানোদয়ে জীব ও ব্রহ্ম পৃথক বোধ হয় না, সকলই ব্রহ্মময় বোধ হয়, নিজের পৃথক অস্তিত্বের অভিমান থাকে না। একই পরমাত্মারূপী কশ্যপ হইতে অদিতি অর্থাৎ অভেদজ্ঞানের গর্ভে দেবতাগণ অর্থাৎ যাঁহারা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে জানেন, তাঁহারা জন্মেন। আর দিতি অর্থাৎ অবিদ্যা অজ্ঞান বা মায়ার গর্ভে পরমাত্মা-বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব উৎপন্ন হয়। এইরূপ সকল বিষয়ে রূপক ভেদ করিয়া সার ভাব গ্রহণ করিবে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের উপাসনা করিবে। তিনি সকল ভ্রান্তির লয় করিয়া জ্ঞানের দ্বারা পরম শান্তিতে রাখিবেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন প্রধান বাবাজী বলিলেন, "মহারাজ আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য। কিন্তু পরমাত্মার দয়া বিনা বিশ্বাস জন্মে না।"

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

——:*:——

কলিকাতা ও মোকামা।

শিবনারায়ণ সিংহুরে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীবল্লভ বাবু ও তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত পুত্র পেন্সনভোগী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺তারকনাথ মল্লিক মহাশয়ের যত্নে মাঠের ধারে একটী ক্ষুদ্র কুটিরে অবস্থিতি করিলেন। শ্রীবল্লভ বাবুর আগ্রহে জগতের হিতের জন্য "পরম কল্যাণ গীতা" নামক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হইল। নানা কারণবশতঃ গ্রন্থ রচনার কার্য্যে বিলম্ব হওয়ায় আড়াই বৎসর কাল শিবনারায়ণের সিংহুরে থাকিতে হয়।

কলিকাতার প্রধান আদালতের মোক্তার লালা মুরলীধর বাবু তারকেশ্বরে শিবনারায়ণের সম্বাদ পাইয়া সিংহুরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। সেখানে "পরম কল্যাণ গীতার" যে অংশ বাঙ্গালা ভাষায় লিখা হইয়াছিল, তাহা

শুনিয়া গ্রন্থখানি হিন্দিতে প্রচার করিবার জন্য মুরলীধর বাবুর বিশেষ আগ্রহ জন্মে। সিংহুরে উপযুক্ত হিন্দি অনুবাদক না থাকায় মুরলীধর বাবু নানা প্রকার অনুনয় বিনয় করিয়া শিবনারায়ণকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। কিন্তু সেখানেও হিন্দি লেখকের সুবিধা না হওয়ায় শিবনারায়ণকে নিজের দেশে লইয়া চলিলেন। পথে মোকামা ষ্টেশনে সেখানকার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু শীতলপ্রসাদ সিংহ মহাশয় ঘটনাক্রমে শিবনারায়ণের সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিজ ব্যয়ে হিন্দি গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া ছাপাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শিবনারায়ণ অল্প বয়স্ক জমীদার সন্তানের সংবিষয়ে এরূপ আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন।

হিন্দি গ্রন্থ ছাপাইবার জন্য শিবনারায়ণ কলিকাতায় আসিলে শ্রীযুক্ত বাবু শঙ্করনাথ পণ্ডিত যত্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার মনোহর পুকুরের বাগানে রাখিলেন। অল্পকাল মধ্যে "পরমকল্যাণ গীতা" হিন্দিতে প্রকাশিত হইল। পরে 'ইণ্ডিয়ান মিরার' নামক প্রাত্যহিক ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন ও সওদাগরি আফিসের বেনিয়ান শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল মুখোপাধ্যায় তাহার বঙ্গানুবাদ প্রচারিত করিলেন। এখন অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থিতি জগতের পক্ষে প্রয়োজনীয় বুঝিয়া শিবনারায়ণ এতাবৎ কলিকাতায় রহিয়াছেন। মধ্যে একবার আসাম প্রদেশে গিয়াছিলেন।

চতুঃত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

-:*:-

কামরূপ।

গোয়ালন্দ হইতে শিবনারায়ণ জাহাজে চড়িয়া গৌহাটীতে নামিলেন। বাঙ্গালার অবস্থিতিকালে তিনি অশিক্ষিত লোকের নিকট শুনিতেন যে, সে দেশের স্ত্রীগণ যাদু ও মন্ত্র বিদ্যা জানে। বিদেশী পুরুষকে পাইলে মন্ত্রবলে ভেড়া করিয়া রাখে এবং রাত্রের মধ্যে গাছ চালাইয়া নিজে বহুদূর যাইতে পারে ও অপরকেও পাঠাইতে পারে। শিবনারায়ণ এইরূপ অমূলক বিশ্বাসের

কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন যে, পূর্ব্বে রেল ও জাহাজের অভাবে কামরূপ কামাখ্যা বড়ই দুর্গম ছিল। অনেক যাত্রী রোগ ও পথক্লেশে মারা যাইত। হিংস্রক জন্তুর আক্রমণেও অনেকে প্রাণ হারাইত। কেহ কেহ সে দেশে বিবাহ করিয়া আর দেশে ফিরিত না দৈবাৎ কেহ ফিরিয়া আসিয়া লোকলজ্জা ভয়ে বা অন্য কারণে মিথ্যা অদ্ভুত গল্প করিত। সাধারণের শিক্ষার অভাবে মিথ্যা ধরা পড়িত না—সত্য হইয়া দাঁড়াইত। ইন্দ্রিয়ভোগে মুগ্ধ হওয়ার নামই ভেড়া হওয়া। নতুবা কেহ মনুষ্যকে প্রকৃত ভেড়া করিতে পারে না।

গৌহাটী সহরের অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের উপর কামাখ্যা ও তদূর্দ্ধে ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির। কামাখ্যা দেবীর কোন মূর্ত্তি বা বিগ্রহ নাই। মন্দিরের মধ্যে পাথর কাটিয়া একটি ত্রিকোণাকৃতি গহ্বর নির্ম্মাণ করিয়াছে। তাহা তৈল ও সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত ও একখণ্ড রক্তে ছোপান বস্ত্রে আবৃত। দর্শনার্থী যাত্রীকে পাণ্ডারা প্রদীপ জ্বালাইয়া দূর হইতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরকে যোনিপীঠ বলিয়া দর্শন করায়। ধনী যাত্রী অধিক অর্থ দিলে গহ্বর স্পর্শ করিতে পায় এবং পাণ্ডারা তাহাকে সেই ছোপান কাপড়ের একখণ্ড ছিড়িয়া দিয়া বলে যে, "ইহার দ্বারা তোমাদিগের মুক্তি ও সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধি হইবেক ইহা দেবী মাতার স্ত্রীধর্ম্মের বস্ত্র।" পরমাত্মাবিমুখ যাত্রীরা এই বস্ত্রখণ্ড পাইয়া কৃতার্থ জ্ঞানে পাণ্ডাদিগকে নানাপ্রকার দান করে।

ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে পাথরের স্ত্রী মূর্ত্তি। মন্দিরে একজন ব্রহ্মচারীর স্থান। কোন রাজা বা ধনী জমিদার যদি জীবন্ত ভুবনেশ্বরী দেবীকে পূজা করিতে চাহেন, তাহা হইলে সুসজ্জিতা বেশ্যাদেবী মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী মাতা বলিয়া ভক্তের নিকট রাত্রে আনীতা হয়েন ও ভক্তগণ ইচ্ছামত পূজা করিয়া বহু অর্থের দ্বারা পাণ্ডাদিগকে পরিতুষ্ট করেন।

সেখানকার কয়েকজন পাণ্ডার নিকট এই সমস্ত বিবরণ শুনিয়া শিবনারায়ণ মন্দির ও কল্পিত দেব স্থাপনার ইতিবৃত্ত জিজ্ঞাসায় শুনিলেন যে, যখন আসামে কুচবিহারের রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন সেই রাজারা এই দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া একটীতে পাথরের কল্পিত ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি ও অপরটীতে সোণার কামাখ্যা মূর্ত্তি স্থাপনা করেন। পরে এক সময় কামাখ্যা দেবীর পূজ্যাধ্যক্ষগণ সোণার মূর্ত্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া বিক্রয়

করেন এবং ঐ টাকায় কিছুকাল নানারূপ বিলাস উপভোগ করেন। মূর্ত্তির অভাবে ত্রিকোণ গহ্বর নির্ম্মিত হয়। শিবনারায়ণ শুনিয়া বলিলেন, "হে পাণ্ডাগণ, তোমরা কেন তুচ্ছ স্বার্থের জন্য এইরূপ মিথা তীর্থ ও দেবতা কল্পনা করিয়া নিজের ও পরের অমঙ্গলের হেতু হইয়াছ। মিথ্যা প্রলোভনে পড়িয়া কত লোক শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অনিষ্ট ভোগ করিতেছে এবং পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া পরমার্থ ভ্রষ্ট হইতেছে। বিরাট জ্যোতিঃ-স্বরূপ পরমাত্মা যিনি আছেন তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তাঁহাকে পাইতে বা দর্শন করিতে কোথাও যাইতে হয় না এবং কিছুই ব্যয় হয় না। কেবল মন অকপট হইলেই হয়। এরূপ অমঙ্গলকর কার্য্য ত্যাগ করিয়া অন্য কোন উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য যাহাতে তোমরা ও অপর সকলে আনন্দে কালযাপন করিতে পার।" তাহারা বলিল, "মহারাজ, এমন সুখে জীবন যাপনের অন্য উপায় কি আছে? অন্য উপায় অবলম্বন করিলে কাহারও না কাহারও নিকট যোড়হাত করিতে হয় কিন্তু এ ব্যবসায়ে রাজারাও আমাদের পদানত। আমরা পাণ্ডার কার্য্য করিয়া যে পরিমাণ উপার্জ্জন করি অন্য উপায়ে তাহা হইবার নহে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "রাজা ধনী জমিদার-গণের জ্ঞান থাকিলে জগতের এরূপ দুর্দ্দশা থাকিত না। "রাজা প্রজা তোমরা সকলে পরমানন্দে থাকিতে। কিন্তু সকলেই আপন অনাদি ইষ্টদেব হইতে বিমুখ হইয়া নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতেছ। তথাপি জ্ঞানবান ব্যক্তির এরূপ আচরণ পরিত্যাগ করা উচিত নতুবা পরমাত্মার নিকট বিশেষ অপরাধী হইতে হয়।"

বশিষ্ঠ আশ্রম।

গৌহাটীর অন্তদিকে বশিষ্ঠাশ্রম নামে কল্পিত তীর্থ। শিবনারায়ণ যাইয়া দেখিলেন তিন দিকে পাহাড়; মধ্যে পর্ব্বত হইতে সবেগে, সশব্দে মন্দিরের নিকট জলপ্রপাত। মন্দিরস্থ গহ্বরের মধ্যে পাথরের মূর্ত্তি বশিষ্ঠ ঋষি বলিয়া কল্পিত। গহ্বরের তিন দিকে আরও তিনটী মূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব নামে পরিচিত। বাহিরে কাঠের মূর্ত্তি; তাহারও কল্পিত নাম ব্রহ্মা। জলপ্রবাহের নাম গঙ্গা। যাত্রীরা পাণ্ডাদিগের উপদেশ মত সেই গঙ্গায় স্নান করে।

জলপ্রপাতের শব্দে নিকটস্থ লোকের চীৎকার পর্য্যন্তও শুনা যায় না। পাণ্ডারা বলে স্থানের এমনি মাহাত্ম্য যে, আসিলে লোকের বাক্‌রোধ হয়। অন্য দিকে ঝিল্লিজাতীয় এক প্রকার পোকা নানা স্বরে ডাকিয়া থাকে। পাণ্ডারা বলেন, ইহা ইন্দ্রসভার নর্ত্তকীদিগের সঙ্গীত। মন্দিরের গহ্বর অন্ধকারময়। ঐ গঙ্গার জল নালাপথে গহ্বরে পড়িয়া অদৃশ্য ভাবে মাটির ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহা ভিন্ন এখানে দেখিবার কিছুই নাই। যাত্রীরা প্রদীপের সাহায্যে ঐ সকল মূর্ত্তি দর্শনান্তে পাণ্ডাদিগের দক্ষিণা দিয়া বিদায় হয়।

মুক্তিনাথ।

শিবনারায়ণ কিছুদিন যাবৎ গৌহাটি ও শিলং নগরে বহুলোককে সদুপদেশ দিয়া শ্রীযুক্ত বাবু হরিবিলাস আগরওয়ালার সাদর আহ্বানে তেজপুরে অনেককে পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ফিরিবার সময় ডিব্রুগড় হইয়া শিবসাগর জিলায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে মুক্তিনাথ নামে কল্পিত তীর্থ। একজন পাণ্ডা তাঁহাকে যাত্রী ভাবিয়া তীর্থ দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা আমাকে যে মুক্তিনাথ দর্শনের জন্য জেদ করিতেছে তাহা কি বস্তু, তাহার কি রূপ ও তাহাকে দর্শন করিলে কি হয় আর না করিলেই বা কি হয়?" পাণ্ডা বলিল, "মুক্তিনাথ দর্শনে মুক্তি ও অন্য বহু ফল হয়। মুক্তিনাথ না দেখিলে কিরূপে মুক্তি হইবে?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরাত বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত মুক্তিনাথের দর্শন ও পূজা করিতেছ তোমাদিগের কি জ্ঞান মুক্তি হইয়াছে?" পাণ্ডা বলিল, "এখনও হয় নাই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যখন এতদিন দর্শন ও পূজা করিয়া তোমাদেরই মুক্তি হইল না, তখন যাত্রীদিগের একদিনে কি করিয়া মুক্তি হইবে? কেন তোমরা স্বার্থের জন্য আপনাকে ও অপরকে ভ্রমে ফেলিয়া জগতের অমঙ্গল করিতেছ? বিচার করিয়া দেখিতেছ না যে, কাহার নাম মুক্তিনাথ? যিনি সত্য শুদ্ধ চৈতন্য পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ তিনি একমাত্র অনাদি অনন্ত সর্ব্বব্যাপী মুক্তিস্বরূপে মুক্তিনাথ। কেবল ইনিই জীবকে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিতে সক্ষম।

এনিমিত্ত পরমাত্মারই নাম মুক্তিনাথ কল্পিত হইয়াছে। ইনি ছাড়া এ অকাশে মুক্তিনাথ নামে কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই।"

শুনিয়া সকলে আনন্দিত হইল। পাথরের মূর্ত্তি দর্শন করাইতে চাহিয়াছিল এজন্য পাণ্ডা আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিল। শিবনারায়ণ নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া তাঁহাকে সুখী করিলেন। তিনি পাণ্ডার নিকট শুনিলেন, কুচবিহারে শিবসিংহ নামে এক মহারাজা ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানের নাম শিবসাগর হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা এখানকার মন্দির প্রস্তুত করেন। মন্দিরের মধ্যে পাথরের বিশলিঙ্গ। তাহারই নাম মুক্তিনাথ রাখা হইয়াছে। যাত্রীরা পাণ্ডাদিগকে দক্ষিণান্তে ঐ পাথর দর্শন করে।

পৃথিবীতে যেখানে যত তীর্থ, মন্দির ও প্রতিমা আছে সমস্তই এইরূপ মানুষের কল্পিত। মানুষ আপন ইষ্টদেব হইতে বিমুখ হইয়া কল্পিত তীর্থে তীর্থে ঘুরিতেছে ও বৃথা কষ্টভোগ ও অর্থ নষ্ট করিতেছে। পাথরের মূর্ত্তিকে জগতের মাতা পিতা গুরু সৃষ্টিস্থিতি লয়কর্ত্তা মনে করিয়া আপনার ও জগতের কত অমঙ্গল ঘটাইতেছে তাহার সীমা নাই।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

গয়াধাম।

আসাম হইতে ফিরিবার পর ঘটনাক্রমে শিবনারায়ণ গয়ধামে উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আরও দুই তিনবার গয়া গিয়াছিলেন, এখন যেখানে ধাতব বিষ্ণুপদ কল্পিত হইয়াছে, সেখানে পূর্ব্বে ধাতুনির্ম্মিত কুণ্ড বা চরণ ছিল না। এই ধাতুনির্ম্মিত চরণকেই পাণ্ডাদিগের উপদেশ মত লোকেরা বিষ্ণুপদ বলিয়া পূজা করে। তাহার অনতিদূরে একটী পুরাতন বট গাছের নাম অক্ষয় বট বলিয়া লোকে প্রচলিত। একজন গয়ালী শিবনারায়ণকে পিতৃকার্য্যের জন্য জেদ্ করিতেছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "তোমাদিগের একি বিষম ভ্রম! তোমরা মনুষ্যচরণাকৃতি একখণ্ড ধাতুকে বিষ্ণু ভগবানের চরণ

বলিয়া পূজা করিতেছে ও অপরকে বহু ব্যয়সাধ্য পূজা করাইতেছ? ফলে তোমাদের তৃষ্ণাবৃদ্ধি ও তাহাদের কষ্টভোগ ঘটিতেছে মাত্র। উভয়ই আপনার যথার্থ ইষ্টদেবতা হইতে বিমুখ হইয়া অজ্ঞানবশতঃ নানা দুর্গতিতে পড়িতেছ। বেদ শাস্ত্রে স্পষ্ট বলা আছে, বিষ্ণু ভগবানের চরণ পৃথিবী। তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্রের পালন ও জীবদেহের হাড় মাংস গঠন হইতেছে। তোমরা এই সামান্য বট বৃক্ষকে অক্ষয় বলিয়া কল্পনা করিতেছ। কিন্তু ইহাকে অগ্নি-সংযুক্ত করিলে এখনই ভস্ম হইয়া যাইবে। আর সংসাররূপী যথার্থ অক্ষয় বট, জ্যোতিঃ যাহার মূল, তাহার প্রতি চাহিয়াও দেখিতেছ না। উদয় অস্তে শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃর সম্মুখে নমস্কার করিয়া পূর্ণভাবে উপাসনা করিলে প্রকৃত অক্ষয় বট দেখিতে পাইবে এবং আপনাকে বা পরমাত্মাকে চরাচর জগৎ লইয়া এক অখণ্ডাকারে চিনিয়া কৃতার্থ হইবে। জ্যোতিঃ জগতের বীজ। জগতে যাহা কিছু আছে, তাহা জ্যোতিঃতে আছে। চন্দ্রমা জ্যোতিঃতে ভক্ত সাধক সংসাররূপী সনাতন বটবৃক্ষ দেখেন। ইহা না বুঝিয়া লোকে নানা আকার ও কল্পিত পদার্থের পূজা করে। তাহা হইতে বিমুখ হওয়াতেই তোমাদের দুর্দ্দশা। এখনকার ন্যায় প্রয়াগে কেল্লার ভিতর পাণ্ডারা কল্পিত অক্ষয় বট দেখাইয়া নিজের উপার্জ্জনের পথ খুলিয়াছে। তোমরা এখনও সকলে মিলিয়া প্রীতিপূর্ব্বক সমস্ত প্রপঞ্চ উঠাইয়া দেও এবং যিনি আছেন তাঁহার শরণাগত হও। তিনি দয়াময় সদয় হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপন করিবেন।

গয়ালী বলিল, "গয়াধামের মাহাত্ম্য দেখুন। পিতৃপুরুষের উদ্ধার মানসে যাত্রীরা এখানে আসিয়া আমাদিগকে দক্ষিণা দিলে আমরা তাহাদের পিতৃ-পুরুষকে সুফল বা মুক্তি দিই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা একমাত্র জগতের মুক্তিদাতা। তোমরা কি প্রকারে মুক্তি দিবে?" গয়ালী বলিল, "আপনি ত দেখিয়াছেন, আমরা একটী মালা দিয়া যাত্রীর হাত বাঁধি ও অপর এক মালা দ্বারা শরীরে প্রহার করি। আমাদিগের মনোমত দক্ষিণা দিলে হাতের বন্ধন খুলিয়া দিয়া তাহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের মুক্তি দিই।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা ঠিক। কিন্তু বিচার করিয়া দেখ, যখন তোমরা নিজে তৃষ্ণার বন্ধনে রহিয়াছে, তখন অপরকে

কিরূপে বন্ধন মুক্ত করিবে? একটী আখ্যায়িকা বলিতেছি, মনোযোগ করিয়া শুনিলে যথার্থ ভাব বুঝিবে।

একজন ব্যবসায়ী গুরু কোন রাজাকে জ্ঞান মুক্তি দিতে স্বীকার করায় রাজা বহু দক্ষিণা দিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। কিন্তু বহু বৎসর তাঁহার উপদেশমত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়াও শান্তি পান না। গুরু সর্ব্বদা বলিতেন, মুক্তিলাভের অধিক বিলম্ব নাই এবং রাজার নিকট সর্ব্বদাই গোদান, স্বুবর্ণ দান প্রাপ্ত হইতেন। একদিন রাজা হতাশ হইয়া একজন যথার্থ জ্ঞানী মহাত্মার নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। মহাত্মা গুরু-শিষ্য উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষে বন্ধন করিয়া গুরুকে শিষ্যের বন্ধন মুক্ত করিতে কহিলেন। তাহাতে গুরু বলিলেন, "আপনি আমার বন্ধন খুলিয়া দিন। আমি উহাঁর বন্ধন খুলিয়া দিতেছি।" মহাত্মা বলিলেন, "যখন তুমি নিজে বন্ধনে থাকিয়া অপরের বন্ধন খুলিতে অপারগ তখন তৃষ্ণার বন্ধনে অষ্ট পৃষ্ঠে বদ্ধ থাকিয়া কিরূপে উহাঁকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলে?" সেইরূপ তোমরাও নির্দ্দয় হইয়া যাত্রী পীড়নে অর্থ সঞ্চয় করিতেছ আর মুখে বলিতেছ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে উদ্ধার করিবে। তোমাদিগকে ও তোমাদিগের দ্বারা প্রতারিত হইয়া যাহারা বিশ্বাস করে যে, টাকা পাইলে জীব জীবকে উদ্ধার করিতে পারে—উভয়কেই ধিক্! পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত জীবের উদ্ধারকর্ত্তা কেহ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তাঁহারই হাতে জাগ্রত স্বপ্ন স্বুষিপ্ত ও জ্ঞান অজ্ঞান বিজ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা ঘটাইবার শক্তি আছে—ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। তোমরা সকলে তাঁহার শরণাপন্ন হও, তিনি দয়া করিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন।"

মথুরা ও বৃন্দাবন।

শিবনারায়ণ দেখিলেন, মথুরা ও বৃন্দাবন অন্যান্য কল্পিত তীর্থের ন্যায় প্রপঞ্চে পরিপূর্ণ। বৃন্দাবনে ছোট বড় মন্দির ও মানুষের ইচ্ছায় কল্পিত কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি রহিয়াছে। সকল ব্যাপার দেখিয়া শিবনারায়ণ একজন সেখানকার পাণ্ডাকে বলিলেন, "পরমাত্মা কি উদ্দেশ্যে যে রাজ্য ধন, ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন রাজা প্রজা, কেহই তাহা বুঝে না এবং সেই জন্য তাহার সদ্ব্যবহার

করিতে অসমর্থ। বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ মন্দির প্রতিমা কূপ তড়াগাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, পাণ্ডারা তাহা অবলম্বন করিয়া প্রপঞ্চের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতেছেন এবং যাত্রীগণ কল্পিত ফলের লোভে দর্শনার্থ আসিয়া নানা কষ্টভোগ করিতেছেন। কাহারও এ বোধ নাই যে, তীর্থমন্দির প্রতিমাদি পরমাত্মার দ্বারা সৃষ্ট নহে। এবং এ সকল দর্শন করায় বা না করায় জীবের কোনও হানি লাভ নাই। ধন-রাজ্য ঐশ্বর্য্যাদি পরমাত্মা জীবকে উত্তমরূপে প্রতিপালন করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পরমাত্মার উদ্দেশ্যের বিপরীতে এই সকলের ব্যবহার করিলে অবশ্যই তাঁহার নিকট দোষী হইতে হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই।

উপসংহার।

কয়েক বৎসর যাবৎ শিবনারায়ণ কলিকাতায় বহু স্থানে সদুপদেশ বিতরণ করিতেছেন। তাঁহার উপদেশমূলক "সার নিত্যক্রিয়া", "অমৃত সাগর" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা, হিন্দি, ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া জগতের কিরূপ হিতসাধনে নিযুক্ত আছেন, তাহা সকলেই অনায়াসে জানিতে পারেন। এ গ্রন্থে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানকার কয়েকটী ঘটনা বিবৃত করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি হইবে।

গাঁদাগাছ।

মনোহর পুকুরের বাগানে একদিন শিবনারায়ণ একটী গাঁদা ফুলের গাছ আম গাছের ছায়া হইতে নাড়িয়া অন্য স্থানে পুঁতিতেছিলেন, এমন সময়ে কয়েক-জন ভদ্রলোক ও দুইজন ভেখধারী ব্রহ্মচারী তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া আসিলেন ও তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিলেন, "ইনি জিতেন্দ্রিয় সিদ্ধ মহাত্মা শুনিয়া আমরা দর্শনার্থ আসিয়াছি। কিন্তু কার্য্যেই সমস্ত ভাব বুঝা যাইতেছে। আসক্তি ও বাসনা না থাকিলে ইনি ফুলগাছ পুঁতিবেন কেন? যখন ইহাঁর নিজের আসক্তি লয় হয় নাই, তখন আমাদের কি উপকার করিবেন?"

শিবনারায়ণ যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদিগকে বসিতে বলিলেন। হাতের কাজ সারিয়া তাঁহাদিগকে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসায় তাঁহারা

বলিলেন, "আপনার দর্শনের জন্য আসিয়াছি। আপনাকে সকলে বড় মহাত্মা বলে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "বড় মহাত্মা কাহাকে বলে, তাহা কি বস্তু, তাহার স্বরূপ কিরূপ, নিরাকার না সাকার? নিরাকার ত ইন্দ্রিয়গোচর নহেন, স্থূল চক্ষে দর্শন হইবে না। সাকার দৃশ্যমান একমাত্র বিরাটব্রহ্ম চরাচর তোমাদিগের স্থূল সূক্ষ্ম শরীর লইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান। তাঁহার দর্শনার্থ কোথাও যাইতে হয় না। ইহাদের মধ্যে বড় মহাত্ম কে? যদি হাড় মাসের পুতুল বড় মহাত্মা হন, তবে জীবমাত্রেই বড় মহাত্মা। আর ঈশ্বরের অংশ জীব বড় মহাত্মা হইলেও সকল জীবই বড় মহাত্মা হইবেন। যদি ইহা অবস্থার নাম হয় তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ অবস্থা তিন প্রকার—অজ্ঞান, জ্ঞান ও স্বরূপ। জীবমাত্রেই অজ্ঞান অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। ইহার নাম বড় মহাত্মা হইলেও জীবমাত্রেই বড় মহাত্মা। যদি অজ্ঞান অবস্থার নাম বড় মহাত্মা বল, তাহা হইলে চরাচর সমস্ত লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান একমাত্র জ্ঞানময় পরমাত্মা ঈশ্বরই বড় মহাত্মা। স্বরূপ অবস্থাকে বড় মহাত্মা বলিলে বিচার করিয়া দেখ যে, স্বরূপে পূর্ণপরব্রহ্ম নিরাকার সাকার জীব ঈশ্বর প্রভৃতি সংজ্ঞা নাই। তিনি যাহা তাহাই আছেন, তাঁহাতে ছোট বড় নাই। সে ভাব বা সে অবস্থার জন্য কোথাও অন্বেষণ করিতে বা কোথাও যাইতে হয় না। তবে তোমরা বড় মহাত্মা বলিয়া কাহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছ? যদি বল যে, অজ্ঞানাবস্থাপন্ন হইয়া জ্ঞান অবস্থাপন্ন মহাত্মার দর্শনের জন্য আসিয়াছি তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, অজ্ঞানাবস্থাপন্ন জ্ঞানাবস্থাপন্নকে চিনিতে বা তাহার ভাব বুঝিতে পারে না। যেমন স্বপ্নবস্থাপন্ন জাগ্রত ব্যক্তির ও জাগ্রত ব্যক্তি সুষুপ্তের ভাব বুঝিতে পারে না। তোমরা আপনাকে কোন্ অবস্থাপন্ন ও আমাকেই বা কোন্ অবস্থাপন্ন বড় মহাত্মা ভাবিয়া দর্শনার্থ আসিয়াছ?"

তাহারা বলিল, "আমরা জানি না। আপনি বুঝাইয়া দিন মহাত্মা কি বস্তু।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "এখানে আসিয়া মনে যে ভ্রম ও গ্লানি জন্মিয়াছে, আগে তাহার মীমাংসা করিয়া শান্তিলাভ কর পরে অন্য কথা হইবে।" তাহারা বলিল, "এখানে আসিয়া আমাদের মনে কোন গ্লানি বা ভ্রম জন্মায় নাই।"

তাহাদিগকে সাহস দিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা কেন বৃথা লজ্জা করিতেছ? অকপটভাবে সকল কথা খুলিয়া বল। ওরূপ ভ্রম মনুষ্য মাত্রেরই প্রথমে হয়।" ফুলগাছ রোপণ দেখিয়া তাহাদের মনে যে গ্লানি হইয়াছিল, তাহারা তখন তাহা সবিস্তারে ব্যক্ত করিল।

শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা গম্ভীরভাবে বিচারপূর্ব্বক আমার বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিয়া শান্তিলাভ কর। প্রথমতঃ বল, ঈশ্বর সম্বন্ধে তোমাদের কিরূপ সংস্কার বা ধারণা।" তাহারা প্রশ্নের উত্তরে ক্রমে ক্রমে বলিল, ঈশ্বর এক, অদ্বিতীয়, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ নাই এবং তিনি ব্যতীত অপর কিছুই নাই।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যদি তাহাই হয় তবে বুঝিয়া দেখ, কেন ঈশ্বর এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে ছাড়া এমন কি উত্তম বা শ্রেষ্ঠ বস্তু আছে, যাহাতে আসক্ত বা বাসনাযুক্ত হইয়া তিনি এই সৃষ্টি রচনা করিয়া তাহার পালনের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিতেছেন? আমাকে সামান্য একটা গাঁদা গাছ পুঁতিতে দেখিয়া তোমরা ভ্রমে পড়িলে কিন্তু তোমরা পরমাত্মা ঈশ্বরের এই বিশ্ব সৃষ্টির বিষয় যদি মুহূর্ত্তের জন্যও চিন্তা কর তবে আরও ভ্রমে পড়িয়া অন্ধ হইবে। তোমরা আমাকে গাছ পুঁতিতে দেখিলে বটে কিন্তু ভাবিয়া দেখ বাস্তবিক আমি কিছুই করি নাই। প্রত্যক্ষ দেখ, হস্ত পদ প্রভৃতি যে অঙ্গ ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গাঁদা গাছ রোপিত হইল তাহাত আমি প্রস্তুত করি নাই এবং এই পৃথিবী, জল, গাঁদাফুলের বীজ ও গাছ আমা হইতে উৎপন্ন হয় নাই—যাহা তাহাই রহিয়াছে। এ সকলই পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া তিনি ও তাঁহার রূপই রহিয়াছে, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া কিছুই নাই। তবে ঈশ্বর ছাড়া আমি কি বস্তু দেখিয়া তাহাতে বাসনাবশতঃ গাঁদা গাছ পুঁতিলাম। যেমন স্বপ্নাবস্থায় নানা কর্ম্ম ও তাহার ফল বোধ হয় কিন্তু তাহা জাগ্রতে থাকে না। সেইরূপ তোমরা এখন অজ্ঞানে যে সকল বাসনা বোধ করিতেছ, জ্ঞানোদয়ে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিবে। স্বয়ং পরমাত্মা বাসনা শূন্য হইয়াও জগৎ পালনের জন্য অসীম পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। সেইরূপ জ্ঞানবান পুরুষসিংহের স্বার্থ বাসনা না থাকিলেও কঠোর পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক নানা কার্য্য করিয়া জগৎবাসীকে নির্লিপ্ত ভাবে কার্য্য

করিতে শিক্ষা দেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য জগতের হিতসাধন। আর তোমরা অজ্ঞান ও আলস্যবশতঃ কর্ম্মবন্ধনের ভয়ে গেরুমাটীতে কাপড় ছোপাইয়া ত্যাগী অভিমান করিতেছ। অথচ বাধ্য হইয়া যে ইন্দ্রিয়ের আহারাদি যে কার্য্য তাহা ইচ্ছাতেই হউক অনিচ্ছাতেই হউক ঘটিয়া যাইতেছে। তিনি দয়া করিলে তোমরা জিতেন্দ্রিয় হইতে পার। জিতেন্দ্রিয়তা তাঁহারই গুণ বা শক্তি। তোমরা কেন বৃথা সামাজিক আড়ম্বর ও প্রপঞ্চের দ্বারা আপনার ও অপরের কষ্টের হেতু হইতেছ? নিরহঙ্কার চিত্তে তাঁহার শরণাগত হও। তিনি দয়া করিলে সহজেই অজ্ঞান দূর হইয়া শান্তির উদয় হইবে। জ্ঞানবান পুরুষসিংহ জগতের সমস্ত কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়ের সকল ভোগ্য ভোগ করিয়াও নির্লিপ্ত ভাবে মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন। কর্ত্তা বা অকর্ত্তা কোনও অভিমান তাঁহাতে থাকে না, তিনি অনাদি যাহা তাহাই রহিয়াছেন। লোকে না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে নানাপ্রকার কল্পনা করিতেছে।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন লোক জ্ঞানবানের কার্য্যের ভাব বুঝিতে পারে না। যেমন নিজে আসক্তচিত্তে কার্য্য করে, জ্ঞানীও সেইরূপ করেন এই তাহাদের মনে হয়। নিজের কার্য্যের ভাব যেরূপ অপরেরও সেইরূপ—এ ধারণা মনুষ্যের পক্ষে স্বাভাবিক, এ বিষয়ে একটী আখ্যায়িকা বলিতেছি বুঝিয়া তাহার সারভাব গ্রহণ করিলে এ বিষয়ে তোমাদের সকল ভ্রম নিরস্ত হইবে।

পথের ধারে একজন সাধু ব্যক্তি বিশ্রাম করিতেছেন, দেখিয়া তিনজন পথিকের মধ্যে একজন বলিল, "এ ব্যক্তি রাত্রে চুরি করিয়া ক্লান্তিবশতঃ শুইয়া আছে।" দ্বিতীয় বলিল, "তুমি জান না। সমস্ত রাত্রি নেশা করিয়া শুইয়া আছে।" তৃতীয় কহিল, "তোমাদের উভয়েরই ভুল। সমস্ত রাত্র লম্পটতার ফলে এখন পড়িয়া আছে।" সাধু পরোপকারার্থ বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অল্পক্ষণ মাত্র স্থূল শরীরকে বিশ্রাম দিতেছিলেন। পথিকদিগের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমদের তিন জনের কথাই ঠিক।" তিনজনের তিন প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কিরূপে ঠিক হইতে পারে জিজ্ঞাসায় সাধু বলিলেন, "তোমরা নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে তিনজনেই আমার প্রকৃতি নির্ণয় করিলে। তোমাদের কোন দোষ নাই।"

একজন ব্রহ্মচারী বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল ত জ্ঞানের কথা।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা কি অজ্ঞানের কথা শুনিতে চাহ? তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তির নিকট উপদেশ লওয়া উচিত। জ্ঞানী পুরুষ জানেন যে, স্বরূপে সকলেই সমান হইলেও বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিদ্বান্ পুরুষের নিকট যাইতে হয়, চুরি শিখিতে হইলে চোরের উপদেশ চাই। রোগ হইলে ডাক্তারের প্রয়োজন এবং জ্ঞানমুক্তির জন্য পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জগতের মাতা-পিতা গুরুর নিকট নম্রভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূর্ব্বক প্রার্থনা ও উপাসনা এবং তাঁহার নাম একাক্ষর ওঁকার মন্ত্র জপ করিতে হয়।"

তখন তিনি বলিলেন, "আপনি কালীমাকে মানেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যিনি আছেন, তিনি মানিলেও আছেন, না মানিলেও আছেন। আর যিনি নাই, তাঁহাকে মানিলেও নাই, না মানিলেও নাই। যদি একজন বলে পৃথিবীকে মানি আর একজন বলে মানি না, তাহা হইলে পৃথিবী থাকিবে না, থাকিবে না? পৃথিবী যখন অনাদি রহিয়াছে ও অন্নাদি উৎপন্ন করিতেছে, তখন মানি বলিলেও মানিতে হইবে আর না মানি বলিলেও মানিতে হইবে। যিনি মানেন ও যিনি না মানেন উভয়েরই পৃথিবী হইতে উৎপন্ন অন্ন দ্বারা প্রতিপালন হইতেছেন। সেইরূপ যদি স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃ-স্বরূপ কালীমাতা থাকেন, তাহা হইলে মানি বলিলেও মানিতে হইবে আর না মানি বলিলেও মানিতে হইবে। যদি না মানেন, তাহা হইলে মুখে মানি বলিলেই বা কি আর না মানি বলিলেই বা কি? প্রত্যক্ষ দেখ, এ আকাশে সাকার নিরাকার পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে বিরাজমান। যদি ইঁহাকে কালীমাতা বল, তাহা হইলে ত ইঁহাকে মানি। আর যদি ইঁহা ছাড়া অপর কাহাকেও কালীমাতা বল তাহা হইলে তিনি কোথায় ও তাঁহার স্বরূপ কি?"

ব্রহ্মচারী ভাব বুঝিল না। নিরুত্তরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

বিনাভোজে জাতি লাভ।

একজন ভদ্রসন্তান মনোহর পুকুরের বাগানে অবস্থিতিকালে গুরুতর রোগাক্রান্ত হন। শিবনারায়ণের কথামত রামভজন তাঁহার সেবা করে।

রামভঞ্জন অতীব দরিদ্র। বহু কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করিত। রোগী আরোগ্য লাভ করিলে রামভঞ্জন সামান্য পারিতোষিক লইয়া বিদায় গ্রহণ করে। শুনিয়া তাহার ভাই ব্রেদারি বলিল, "রোগীর সেবা করায় তোমার জাতি গিয়াছে। আমাদিগকে উত্তম করিয়া ভোজ দাও, নতুবা জাতি পাইবে না।" ভোজ দেওয়া তাহার সাধ্যাতীত। সে কাঁদিয়া সকল কথা শিবনারায়ণকে নিবেদন করিল। তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার ভয় নাই, তোমার জাতি না যাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। ভোজ দিবার ব্যয় বাবুরা বহন করিবেন। তুমি জাতির কর্ত্তাদিগের সহিত এই নিয়ম করিয়া আইস যে, ভোজনান্তে তাহারা দেখাইয়া দিবে, তোমার জাতি কোথায় গিয়াছে এবং সেই জাতি তোমাকে ফিরাইয়া দিবে, আর না হয় ত ভোজের ব্যয় ফিরাইয়া দিবে।" রামভঞ্জন ঐরূপ নিয়ম স্থাপনার প্রস্তাব করায় তাহারা বলিল, "কে তোমাকে এরূপ করিতে পরামর্শ দিয়াছে?" পরে সকল কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিল। রামভঞ্জনের জাতি পাইবার জন্য আর ভোজ দিতে হইল না।

দাগুার শাস্ত্র বিচার।

দুই ব্যক্তি সুরাপান করিয়া গভীর রাত্রে শিবনারায়ণের শয়ন গৃহের নিকট চেঁচাইতে লাগিল, "ওহে পরমহংস, বাহিরে আইস। তোমার সহিত শাস্ত্র বিচার করিব।" শিবনারায়ণ তাহাদিগকে বেঞ্চের উপর বসিতে বলিয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে বিবস্ত্র দেখিয়া নিন্দা করায় তিনি বলিলেন, "তোমরা কি বস্ত্র পরিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলে এবং জন্মের পূর্ব্বে কি বস্ত্র পরিতে? জীব উলঙ্গ জন্মগ্রহণ করেন ও উলঙ্গই কারণে লীন হয়। সে যাহা হউক, তোমরা কি শাস্ত্র বিচার করিবে?" তাহারা অপর কিছু না বলিয়া বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল যে, "শাস্ত্র বিচার করিব, শাস্ত্র বিচার করিব।" শিবনারায়ণ নানাপ্রকারের সদুপদেশ দিয়া বলিলেন, "বাবা, তোমরা এখন বাটী যাও। এ অবস্থায় বাহিরে থাকা তোমাদের পক্ষে নিরাপদ নহে।" তাহারা না শুনিয়া পূর্ব্ববৎ চীৎকার করিতে লাগিল। শিবনারায়ণ একটী গরাণের খুঁটি হাতে করিয়া বলিলেন, "যেমন জ্ঞানদণ্ডের দ্বারা অজ্ঞান নিবারণ তেমনি কাষ্ঠদণ্ডের দ্বারা দুষ্টের দমন।" তাহারা বলিল, "লাঠি লইলে যে?" শিবনারায়ণ

বলিলেন, "বিনা লাঠি তোমাদের শাস্ত্রীয় প্রশ্নের কে উত্তর দিবে?" তাহারা বলিল, "তবে মারিবে নাকি?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "চলিয়া যাও, মারিব না।" তাহারা গেল না, কেবল চীৎকার করিতে লাগিল যে, "মারত দেখি, মারত দেখি?" শিবনারায়ণ লাঠি ঘুরাইয়া বলিলেন, "যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্য্য লইতে হইবে। তোমরা না যাও ত মারিয়া হাড় চূর্ণ করিব।" তাহারা তৎক্ষণাৎ "খুন করিল রে, খুন করিল রে" বলিতে বলিতে দৌড়াইয়া পলাইল।

সাধু মহাত্মা।

একটী শান্তমূর্ত্তি পণ্ডিত শিবনারায়ণকে প্রীতিপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "লোকে বলে, শ্রেষ্ঠ সাধু মহাত্মারা বনেই থাকেন, গ্রামে বা নগরে আসেন না। ইহা সত্য হইলে উপযুক্ত উপদেষ্টার অভাবে গৃহস্থদিগের পক্ষে জ্ঞান ও মুক্তি-লাভ দুর্ঘট।" শিবনারায়ণ বলিলেন, আপনি বিচার করিয়া দেখুন, যিনি যথার্থ মহাত্মা অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ বোধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে বন ও সহরের প্রভেদ কি? তাঁহার পক্ষে বন অপেক্ষা সহরে থাকাই স্বাভাবিক। কেন না, দুর্গম বনে থাকিলে তাঁহার দ্বারা জগতের কি উপকার হইবে? বরঞ্চ লোকালয়ে থাকিলে উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি জগতের নানাপ্রকারে মঙ্গল করিতে পারেন। স্বরূপ অবস্থায় স্বার্থাভিসন্ধি অসম্ভব। তখন কেবল জগতের হিতের জন্যই চেষ্টা। অতএব স্বরূপ ভাবাপন্ন মহাত্মা সকলকে আপনার ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়া সকলকেই আপনার ন্যায় পরমানন্দে রাখিতে চেষ্টা করিবেন, না, অনর্থক বনে লুকাইয়া দেহের ভার বহন করিবেন? যখন বিবেক ও সত্যানুরাগ প্রথম অঙ্কুরিত হয় অথচ বিষয়স্পৃহা চঞ্চল মন ইন্দ্রিয়কে বাহিরের দিকে টানে, তখন ভোগ্য পদার্থের প্রলোভন এড়াইবার জন্য বন প্রভৃতি নির্জ্জন, প্রলোভনশূন্য স্থানের প্রয়োজন। নতুবা বাহিরাসক্তিবশতঃ দুর্ব্বল মনের সদ্বস্তু হইতে বিচ্যুতি সম্ভব। কিন্তু যে সকল গৃহস্থ বা সাধু মহাত্মাদিগের মন সংযত ও অনাসক্ত এবং যাঁহারা নিরাকার সাকার অখণ্ডা-কারে পূর্ণরূপে কেবল আপনাকে বা পরমাত্মাকেই একমাত্র দেখিতেছেন, তাঁহাদের বনে কি প্রয়োজন? তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে থাকিতে পারেন—তাহাতে কোন বিধি নিষেধ নাই। মনুষ্যের দৃষ্টিতে যাবতীয় ভোগ্য

ভোগ করিলেও তাঁহারা আপনা হইতে পৃথক কিছুই ভোগ করেন না। তাঁহাদের অন্তরে ভোগাভোগ না থাকায় কিছুতেই আসক্তি বা চঞ্চলতা ঘটে না। তাঁহারা জানেন, যেমন স্বপ্নাবস্থায় সত্য বলিয়া প্রতীয়মান ভোগাভোগ সমস্তই জাগ্রতে মিথ্যা অর্থাৎ আপনা হইতে অভিন্নবোধ হয়, সেইরূপ আপনার অজ্ঞান অবস্থার ভোগাভোগ, জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থায় আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। জ্ঞানী সমস্তই আত্মা বা ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন। তিনি লোকালয়ে আসেন না ইহা কেবল জ্ঞানহীনের কল্পনা। ইহাঁরা লোকালয় পরিত্যাগ করিলে জগতের হিতার্থে কে শাস্ত্র রচনা করিবে এবং কেইবা জ্ঞানের পথ দেখাইয়া জীবের শান্তি বিধান করিবে?"

পণ্ডিত কহিলেন, "ইহা সত্য। কিন্তু আমি কোনও বন্ধুর বাটীতে একটী সিদ্ধপুরুষকে দর্শন করি। আমার বন্ধু বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে ভোজন করাইতে লইয়া যান। কিন্তু ভোজন গৃহে একখানি স্ত্রীলোকের ছবি থাকায় তিনি গৃহত্যাগের উদ্যোগ করেন। পরে ছবিখানি উল্টাইয়া রাখিলে আহারে স্বীকৃত হন। এরূপ মহাত্মা আর কখনও দেখি নাই। স্ত্রীলোকের ছবি পর্য্যন্ত দেখা তাঁহার নিষিদ্ধ।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। আপনি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন যে, সিদ্ধাবস্থায় স্ত্রীদর্শন নিষিদ্ধ। যাহারা অসংযত, ইন্দ্রিয়ের বেগ সহ্য করিতে অক্ষম, তাহারা গর্হিত আচরণের ভয়ে স্ত্রীদর্শনে বিমুখ। তুমি যে সিদ্ধপুরুষের কথা বলিলে, তাহার স্বরূপ বা বস্তুবোধ হয় নাই। অস্থি-মাংস, মল-মূত্রের পুত্তলির প্রতি তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি আপনাকে পুরুষ ও অঙ্কিত মূর্ত্তিকে স্ত্রী এবং স্ত্রীলোক তাহার ভোগ্যা বলিয়া মনে করিতেন। তাহার এ বোধ ছিল না যে, যে পদার্থের দ্বারা তাহার দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত দেহ গঠিত, সেই পদার্থের দ্বারাই স্ত্রীলোকেরও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত দেহ গঠিত। তিনি স্বয়ং শুদ্ধ চেতন পর-ব্রহ্মেরই স্বরূপ, স্ত্রী বা পুরুষ পরব্রহ্ম হইতে পৃথক নহে—ইহা তিনি জানিতেন না। স্বরূপ বোধ থাকিলে তিনি স্ত্রীমূর্ত্তিকে আপনা হইতে পৃথক জ্ঞানে উল্টাইতে বলিতেন না। ইহা ধ্রুব সত্য যে, যাহার বস্তুবোধ নাই, তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই, তাহার শান্তি নাই। যাহার বস্তুবোধ আছে, তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শান্তি আছে

যতক্ষণ স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর ও পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও ভোক্তাভোগ্যভাবসংযুক্ত বোধ হয় এবং সেজন্য ইন্দ্রিয়ের চঞ্চলতাবশতঃ আসক্তি থাকে। স্বরূপ ভাবের উদয় হইলে স্ত্রী সহস্র পুরুষ ও পুরুষ সহস্র স্ত্রীর সহিত একত্রে থাকিলেও কোন বিক্ষেপ ঘটে না। সমস্ত ব্রহ্মময় দর্শনে তখন পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি হয়।

বৌদ্ধ পণ্ডিতের বিচার।

একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের উপদেশ শুনিবার জন্য ভবানীপুরের কোন স্থানে এক সভা হয়। ঘটনাক্রমে শিবনারায়ণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উপদেশকারী পণ্ডিত বলিলেন, "মন স্থির করা অতি সহজ। বস্তু দুই প্রকার, নিরাকার ও সাকার। নিরাকারের ধারণা অসম্ভব। অতএব সে বিষয়ে প্রয়াস নিষ্প্রয়োজন। দৃশ্যমান সাকারের ধারণা সকলেরই হইতে পারে। কিন্তু সাকার মিথ্যা। মিথ্যার ধারণায় ফল নাই। অতএব কিছুই ধারণা করিতে হইবে না। শাস্ত্র বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন ও তপস্যা বিনা এইত মনস্থির হইয়া গেল।" শুনিয়া সকলে নীরবে বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সভাস্থ সকলেব অনুরোধে শিবনারায়ণ বলিলেন, "ইহাঁর উপদেশে যদি তোমাদের মন স্থির হইয়া থাকে, তবে আর আমার বলিবার কিছুই নাই।" কিন্তু কাহারও মনস্থির হয় নাই শুনিয়া পুনরায় বলিলেন, "তোমরা আপনাপন মান-অপমান জয়-পরাজয় সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচারপূর্ব্বক বস্তুর অনুসন্ধান কর। বস্তুবোধে জ্ঞান, জ্ঞানে শান্তি। নিরাকার সাকার ভিন্ন বস্তু নাই। কিন্তু বিচারকর্ত্তা স্বয়ং সাকার না নিরাকার। যদি বলেন নিরাকার, তাহা হইলে মনোবাণীর অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহাতে বিচার অবিচার আমি তুমি বোধ বা কোন ক্রিয়া নাই। যেমন সুষুপ্তিতে। কিন্তু বিচার ক্রিয়ার কর্ত্তা প্রত্যক্ষ সক্রিয় অতএব সাকার। যখন সাকার মিথ্যা, তখন বিচারকর্ত্তা নিজেই মিথ্যা। মিথ্যার বাক্য শুনা ও না শুনা একই কথা।" পণ্ডিত বলিলেন, "আমি বিচারকর্ত্তা প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ু বিচার করিতেছে।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তোমরা সকলে গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ কর। অগ্নি থাকিলে তাহার প্রকাশ গুণ থাকিবে।

অগ্নি নির্ব্বাণে প্রকাশাদি গুণও অগ্নির সঙ্গে কারণে স্থিত হইবে। সেইরূপ বিচারবান প্রাণবায়ু থাকিলে তাহার চেতন বিচারশক্তিও থাকিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখ সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রায় স্থূল শরীরে প্রাণবায়ু পূর্ব্ববৎ চলিতে থাকে অথচ চেতন বিচারশক্তি থাকে না। সুষুপ্তিতে কাহার অভাবে বোধ বা বিচার-শক্তি থাকে না? চেতন বিচারশক্তি প্রাণবায়ুর গুণ হইলে সুষুপ্তিতে প্রাণবায়ুর প্রবাহের সহিত সচেষ্ট থাকিত। এখন বুঝিয়া দেখ, জাগ্রতে যে চেতন হইয়া সকল কার্য্য করিতেছ তাহা কাহার গুণ।" পণ্ডিত বলিলেন, "যাহার স্বরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, যাহার পক্ষে সত্য পূর্ণরূপে ভাসমান তাঁহার নিকট আর কি বলিব?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "হে মনুষ্যগণ, নিরহঙ্কার চিত্তে পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের শরণাপন্ন হও। তিনি অন্তরে প্রেরণার দ্বারা সহজে সত্য দেখাইয়া দিবেন। পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ তেজোময় যতক্ষণ মস্তকে, নেত্রে ও কর্ণদ্বারে তেজোরূপে প্রকাশমান, ততক্ষণ মনুষ্য চেতন হইয়া সমস্ত কার্য্য করেন ও চেতন বিচারশক্তি থাকে। জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ বিরাট পুরুষ সেই তেজ সঙ্কুচিত করিয়া কারণে স্থিত হইলে সুষুপ্তির অবস্থা ঘটে, বোধাবোধ থাকে না। তখন স্থূল শরীর রক্ষার জন্য পরমাত্মা কেবল প্রাণশক্তি রাখেন। প্রাণশক্তি থাকিলে রক্ত চলাচল করে—স্থূল শরীর পচে না, যেমন সরিষার তৈলে আচার পচে না। তোমরা এই যথার্থ ভাব গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি কর।"

রাজার সহিত বার্ত্তা।

কোনও রাজা ভক্তিপূর্ব্বক শিবনারায়ণকে আপন প্রাসাদে লইয়া যান এবং যথোপযুক্ত সম্ভাষণান্তে বলেন, "মহারাজ, যদি ঈশ্বর থাকেন ত দেখাইয়া দিউন।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "দেখা চক্ষের কার্য্য। কিন্তু চর্ম্মচক্ষু, জ্ঞানচক্ষু, আধ্যাত্মিক চক্ষু এই যে তিন প্রকার চক্ষু কল্পিত হইয়াছে, তাহার একটীও মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে। আলোকের সাহায্য বিনা চর্ম্মচক্ষু থাকিতেও বাহ্য পদার্থ দেখা যায় না। এবং বাহ্য পদার্থের চেতন অংশ বা জ্যোতিঃ অন্তরের চেতনা বা জ্যোতিঃর সহিত মিলিত না হইলে জ্ঞানচক্ষের দৃষ্টি বা বোধ হয় না। যখন পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপের কৃপায় জীব ও পরমাত্মা অভেদে প্রকাশ-

মান হন, তখনই জীব অর্থাৎ তুমি কারণসূক্ষ্মস্থূল চরাচরকে লইয়া অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে পরমাত্মা বা আপনাকে দেখিতে পাইবে। ইহাই আধ্যাত্মিক চক্ষু। রাজা বলিলেন, তাহা ঠিক। কিন্তু যখন পরমাত্মা ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান স্বতঃ-প্রকাশ, তখন তিনি স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন দেন না কেন? সেই সময়ে রাজার দর্শনার্থ একজন পণ্ডিত প্রাসাদের দ্বারদেশে প্রহরীদিগের হাতে নিগ্রহ ভোগ করিতেছিল। শিবনারায়ণ তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "হে রাজা, তুমিত জান কিঞ্চিৎ অর্থলাভের আশায় এই পণ্ডিত প্রতিদিন তোমার দর্শনার্থী হইয়া তোমার দ্বারে উপস্থিত হন। প্রহরীরা তাঁহাকে তোমারই হুকুম মত তোমার নিকট আসিতে দেয় না এবং মধ্যে মধ্যে গলাধাক্কাও দিয়া থাকে। আর আমাকে তুমি যত্ন করিয়া কুটীর হইতে প্রাসাদে আনাইয়াছ। আমার ও উহার প্রতি ভিন্ন ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করিলে তোমার প্রশ্নের সদুত্তর পাইবে।" রাজা বলিলেন, "উহার অর্থ যাচ্ঞা ভিন্ন আমার নিকট অন্য কোন প্রয়োজন নাই। এরূপ অর্থপ্রার্থী লোকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। ওরূপ লোক আমার নিকট আসিলে বৃথা বিরক্ত করিবে এজন্য উহাদের আসিতে নিষেধ। আপনার কোন বাসনা নাই। আপনি মহাত্মা পুরুষ। কেবল লোকহিতের জন্য শরীর ধারণ করিতেছেন। আপনার আগমনে গৃহ পবিত্র হয়।" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তবেই হইতেছে যে, ঐ ব্যক্তি বাসনাযুক্ত বলিয়া উহাকে দূরে রাখিতেছ ও আমাকে নিষ্কাম মনে করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমার সহিত মিলিতেছ। এইরূপ যাহারা সকাম অর্থাৎ কোন না কোন প্রকার লোভ বা কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পরমাত্মা ঈশ্বরকে চাহে, তাহাদিগের নিকট তিনি অপ্রকাশ থাকেন। পরে সেই ব্যক্তি নিষ্কাম বা পরমাত্মার নিকট কোন কিছুই পাইবার আশাশূন্য হইলে স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্মা তাঁহার নিকট প্রকাশমান হন।" রাজা বলিলেন, "আপনার বাক্য সত্য। কিন্তু নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বুঝিতেছি, পরমাত্মার কৃপা বিনা মনের পবিত্রতা বা নিষ্কাম ভাবপ্রাপ্তি মনুষ্যের নিজের চেষ্টায় ঘটে না। মনুষ্যের কি সাধ্য যে নিজের ইচ্ছায় নিষ্কামী হইতে পারে?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "যথার্থ। কামনাপূর্ব্বক ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে যত্নশীল হইলেও জীব তাঁহার কৃপায় অচিরে নিষ্কামভাব

পাইতে পারে। কিন্তু সকামভাবে কার্য্য করা অনুচিত এই বুদ্ধিতে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকিলে কোনকালে মঙ্গল নাই।"

হিন্দু ও ইংরেজের ভেদ।

একজন হিন্দু আচারে নিষ্ঠাবান পণ্ডিত শিবনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি ইংরেজদিগকে ওঁকারমন্ত্র ও আহুতি দিতে দেন কেন?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহাতে কি হইয়াছে? ইংরেজ ত একটা কল্পিত নাম। বিচার করিয়া দেখ, যাহার নাম ইংরেজ সে বস্তুটা কি? চরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া যিনি স্বতঃপ্রকাশ, নিত্য বিরাজমান তাঁহা হইতেই অতিরিক্ত ইংরেজ কোথায় বা কি বস্তু? যে সপ্ত তত্ত্ব তোমাতে আছে, তাহা ইংরেজেও আছে। যাহা ইংরেজে নাই, তাহা তোমাতেও নাই। তবে কোন্ পদার্থের উপর দৃষ্টি করিয়া তোমাকে গ্রহণ ও ইংরেজকে ত্যাগ করিব?" পণ্ডিত বলিলেন, "বস্তু দৃষ্টিতে সব এক হইলেও গুণ ও ক্রিয়ার প্রভেদ আছে। ইংরেজেরা সর্ব্বদা জীব হিংসা করে, উহাদের অন্তরে দয়া বা কোমলতার লেশমাত্র নাই। শিবনারায়ণ বলিলেন, "পরমাত্মা যাহাতে যেরূপ গুণ ঘটাইতেছেন, তাহাতে সেইরূপ ঘটিতেছে। কাহারও দোষ নাই। সে যাহা হউক, আমি ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও সময়ে কয়েকটী ঘটনা চাক্ষুষ করিয়াছি, তাহার বিবরণ শ্রবণ কর। মান-অপমান, জয়-পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ-চিন্তাশূন্য হইয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে এই কথাগুলি আলোচনা করিলে তোমার ভ্রান্তি ঘুচিবে; প্রথমে বুঝিয়া দেখ, জীবমাত্রেই পরমাত্মার অংশ, স্বরূপ বা তাঁহার পুত্র কন্যা। এজন্য সকল জীবের প্রতি সমানভাবে দয়া করা উচিত। আপনার পুত্রের মঙ্গলের জন্য অপরের পুত্রের গলা কাটা জ্ঞানবানের অনুপযুক্ত। কিন্তু হিন্দুগণ আপন মঙ্গলের জন্য কালীমাতার নামে কত জীব বলি দিতেছে। তাহার রক্ত ও হাড় মাটীতে যায়, মাংস নিজেরা ভক্ষণ করেন, চামড়ায় ঢোল প্রভৃতি হয়। কালীমাতা তবে কি আহার করেন? প্রতিদিন আহারের জন্য কত মৎস্য প্রভৃতি জীব হত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই, তবে কিরূপে বলিবে যে, জীবহত্যার জন্য মুসলমান খৃষ্টানের দোষ ও হিন্দুর দোষ নাই? পরমাত্মার নিকট সকলেই সমান। তাঁহার নিকট জীবহত্যার জন্য একজন দোষী ও অপরজন নির্দ্দোষ হইবে না। দোষ গ্রহণ করিলে তিনি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকলকেই

সমান ভাবে দোষী করিবেন ও ক্ষমা করিলে সকলকেই সমান ভাবে ক্ষমা করিবেন।"

(১)

রাজপুতানায় বিশেষ জলকষ্ট। অনেক স্থানে কূপ পুষ্করিণী বহু ব্যয় করিয়াও নির্ম্মাণ করা অসম্ভব। এজন্য পুণ্যাকাঙ্ক্ষী হিন্দুরা পথের ধারে ধারে লোকের হিতার্থে উপযুক্ত আধারে জল রাখিয়া দেয়। সেই জল রক্ষার জন্য এক একজন বেতনভোগী ব্রাহ্মণ থাকেন।

জয়পুর রাজ্যে এক দারুণ গ্রীষ্মের দিবস বেলা দ্বিপ্রহরে বোঝা লইয়া এক গাধা যাইতেছিল। ক্লান্ত ও পিপাসিত গাধা পথের ধারে চৌবাচ্চায় জল দেখিয়া হৃষ্টমনে পান করিবার উদ্যোগ করিল। অবোধ গাধা জানিত না যে, ঐ জল জীবসাধারণের হিতার্থে রক্ষিত হয় নাই। গরুকে খাওয়াইয়া জল-দাতার পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য ঐ জল। গাধা জলে মুখ দিবামাত্র রক্ষক ব্রাহ্মণের লগুড়াঘাতে গতাসু হইয়া পথিমধ্যে পড়িয়া রহিল। ব্রাহ্মণ আস্ফালন করিয়া বলিল, "শালা গরুর জল গাধা খাইবে।"

সেই রক্ষকের নিকট আমি পিপাসা নিবারণার্থ জল চাহিলাম। রক্ষক বলিল, "তুই কি জাতি?" আমি বলিলাম, "আমি নীচ জাতি।" সে বলিল, "নীচ জাতিকে ঘটীতে জল পান করাইলে আমার ঘটী নষ্ট হইয়া যাইবে। ঘটী আন, জল ঢালিয়া দিতেছি।" আমি বলিলাম, "আমার নিকট জলপাত্র নাই।" সে বলিল, "তবে দূর হইয়া যা।" আমি বলিলাম, "মনুষ্যগণ পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া এমনি জড়বুদ্ধি যে, প্রত্যক্ষ চেতন জীব বা শিবকে জল দিতে কুণ্ঠিত কিন্তু শিবের নামে কাশী, সেতুবন্ধ, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে জল আনিয়া পাথরের উপর ঢালিতেছে। ইন্দ্রিয়াভাবে পাথরের যে জলে প্রয়োজন নাই—ইহা স্বপ্নেও ভাবিতেছে না।"

(২)

চৌরঙ্গীর রাস্তা হইয়া ভবানীপুরের দিকে একজন হিন্দু গোয়ালা একটী গরু লইয়া যাইতেছিল। পাছে গরু পলাইয়া যায়, এই ভয়ে গরুর গলা ও সম্মুখের পায়ে একটী দড়ী বাঁধা। এ অবস্থায় চলিতে গরুর যে কিরূপ যন্ত্রণা হইতেছিল, গোয়ালা তাহা বুঝে নাই। বিপরীত দিক হইতে একজন ইংরেজ

ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেছিলেন। তিনি গরুর দুঃখ দেখিয়া গোয়ালাকে দুই এক ঘা চাবুক প্রহারান্তে দড়ী খুলাইয়া দিলেন ও বলিলেন, "পুনরায় এরূপ করিলে তোমাকে মারিয়া দুরস্ত করিব। দড়ী ধরিয়া গরু লইয়া যাও।" চাবুক গুরুর শিক্ষায় গোয়ালা ক্ষমা চাহিয়া সেইরূপ করিল।

(৩)

একটা কুকুরের মাথায় ঘা হইয়া পোকা পড়িয়াছিল। ধর্ম্মতলার রাস্তায় সে মাথা হেলাইয়া যেদিকে যায় লোকে তাড়াইয়া দেয়। কুকুরের দুঃখ দেখিয়া কয়েকজন সমদৃষ্টি দয়াবান ইংরেজ তাহাকে ধরিয়া ঘা ধোয়াইয়া ঔষধ দিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানের উপস্থিত চাকরকে বলিয়া দিলেন, "ঘা আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে খাওয়াইবে ও যেরূপ দেখিতেছ এইরূপে ঘা ধোয়াইয়া ঔষধ দিবে। আরোগ্য হইলে ইহাকে ছাড়িয়া দিও।"

(৪)

একখানি কালীঘাটের ট্রামগাড়ীতে আরোহীদিগের মধ্যে দুইজন ইংরেজ ছিলেন। গাড়ী পূর্ণ, বসিবার আর স্থান ছিল না। গাড়ী থামাইয়া দুইজন মেম গাড়ীতে উঠিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কণ্ডাক্টার স্থান নাই বলিয়া তাঁহাদিগকে উঠিতে নিষেধ করিবার পূর্ব্বে ইংরেজদ্বয় উঠিয়া সম্মানপূর্ব্বক মেমদিগকে আপন আপন স্থানে বসাইয়া গাড়ীর পশ্চাতে যাইয়া দাঁড়াইলেন। সেই দুইজন সাহেব ও মেম নামিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে আর একটী মেম এবং একজন হিন্দুস্থানী ও একজন বাঙ্গালী স্ত্রীলোক গাড়ী চড়িতে আসেন। তখন গাড়ীতে তিন চারিজনের স্থান ছিল। তাঁহারা যেখানে চড়িতে যান, আরোহী ভদ্রলোকেরা সেই খানেই ছাতা বা হাত রাখিয়া দেন, যাহাতে তাঁহারা বসিতে না পারেন। মেম ও স্ত্রীলোক দুইটী ভদ্রভাবে নম্রতার সহিত স্থান চাহিলেন, তাঁহারা শুনিলেন না। মেম বুদ্ধিমতী ঠেলিয়া বসিয়া পড়িলেন ও অপর দুইটীকে বসিতে বলিলেন। তাঁহারা লজ্জায় বসিতে পারিলেন না। তখন ঐ সকল ভদ্রলোক আপনাদিগের মধ্যে দেশীয় ভাষায় মেমের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কুৎসিত কথা কহিতে লাগিলেন। মেম দেশীয় ভাষা বুঝিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা ভীরু, বলহীন, কাপুরুষ, অসভ্য জাতি বলিয়া আমাকে উপহাস করিতেছ। তোমাদিগের মাতা ও ভগিনীর প্রতি

এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে তোমরা খুসী হও, না, কষ্ট পাও ? অপরের মাতা ও ভগিনীর সম্মান রক্ষা করিলে ভগবান তোমাদের মাতা ও ভগিনীর সম্মান করিবেন।" তাঁহারা থামিলেন না। মেম "পুলিশ, পুলিশ," করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, ইহারা সকল প্রকারে বলহীন ও অসভ্য। পরমাত্মা কিরূপে ইহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ?

(৫)

এক জন যজ্ঞোপবীতধারী গাড়োয়ান আপন গরুর গাড়ীতে এত বোঝাই চাপাইয়াছিল যে, কিছুদূর যাইয়া একটী গরু একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িল। গাড়োয়ান সেই অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল গরুকে নানাপ্রকারে যন্ত্রণা দিয়াও চালাইতে পারিল না। গরুর কষ্ট দেখিয়া একজন ইংরেজ বলিলেন, "তুমি কেন অনর্থক গরুকে মারিতেছ ?" গাড়োয়ান বলিল, "না মারিলে গরু চলিবে না।" ইংরেজ দুর্ব্বল গরুটিকে খুলিয়া তাহার স্থলে গাড়োয়ানকে জুড়িলেন এবং চাবুকের আঘাতে উত্তেজিত করিয়া তাহাকে গাড়ী টানিতে বলিলেন। সে টানিতে পারিল না এবং কাতর ভাবে বন্ধন খুলিয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করিল। ইংরেজ তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি হিন্দু। মুখে বল গরু তোমার দেবতা। সেই দেবতার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছ, দেখ! তোমার কষ্ট হইলে বলিয়া ব্যক্ত করিতে পার। শুনিয়া অন্য লোকে তোমার কষ্টমোচনে সমর্থ হয়। কিন্তু গরু প্রভৃতি জীব বাক্‌শক্তির অভাবে দারুণ যন্ত্রণা পাইলেও প্রকাশ করিতে পারে না। এই জন্য মনুষ্যের কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বাবধি বিচার করিয়া তাহাদের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করে। ভগবান অন্য জীবকে মনুষ্যের অধীন করিয়াছেন। তাহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহারে ভগবানের নিকট দোষী হইতে হয়। যথা পরিমাণে তাহাদের দ্বারা করাইলে ভগবানের নিয়ম ভঙ্গ হয় না—তিনি প্রসন্ন থাকেন। নিজের সুখ দুঃখ বুঝিয়া জীব মাত্রেরই সুখ দুঃখ বুঝিতে হয়। এইটী শিক্ষা দিবার জন্য তোমার প্রতি আজ এইরূপ আচরণ করিলাম। তুমি বেশী ভাড়ার লোভে গরুর উপর অপরিমিত বোঝা চাপাইয়াছ এবং তাহা টানিতে না পারায় গরুকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলে। তোমাকে সেই বোঝা টানিতে বলায় তুমি পারিলে না। একে তোমার

গাড়ীটানার কষ্ট উপরন্তু চাবুকের আঘাতে আরও কষ্ট পাইলে। আপনার দৃষ্টান্ত না লইলে কেহ অপরের দুঃখ বুঝিতে পারে না।" সম্ভবতঃ সে গাড়োয়ান ভবিষ্যতে আর এরূপ ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত বলিলেন, "মহারাজ, তবে কি ইংরেজের চরিত্রে কোন দোষ নাই?" শিবনারায়ণ বলিলেন, "তাহা বলিতেছি না। দোষ গুণ সকলেরই আছে। যদি মনুষ্যগণ দোষের পরস্পরের প্রতি উদাসীন হইয়া পরস্পরের সদ্‌গুণ গ্রহণ ও সদনুষ্ঠানে পরস্পরকে উৎসাহিত করে, তাহা হইলে পরমাত্মা সকলের সমস্ত নীচগুণ অন্তর্হিত করিবেন এবং জগতের মঙ্গল স্থাপনপূর্ব্বক সকলকে পরমানন্দে আনন্দরূপে রাখিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আপনি কি অবতার?

এই প্রশ্ন করিয়া বাঘনাপাড়া গ্রামের কয়েকটী যুবক শিবনারায়ণকে এক পত্র লেখেন। নিম্নে সংগৃহীত পত্র তাহার উত্তর:—

"পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠা রাখিবে। বিচারপূর্ব্বক ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সমাধা করিবে, যাহাতে সকল বিষয়ে সপরিবারে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পার। অল্পে সন্তুষ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে, যাঁহাতে জগতের মঙ্গল হয়। জগতের মঙ্গলে আপন মঙ্গল ও আপন মঙ্গলে জগৎ মঙ্গলময় হয়। কারণ জগৎময় আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্য্যে তীক্ষ্ণভাবে নিযুক্ত থাকিবে। কোন কার্য্যে আলস্য করা উচিত নহে। যে কার্য্যে মনুষ্য আলস্য করে, তাহা উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না।

পরে, বাবা, তোমাদের পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তিত বা ভীত হইবে না। অন্তর্য্যামীতে নিষ্ঠা রাখিবে। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

তোমরা অবতারের বিষয় জানিতে চাহিয়াছ। বুঝিয়া দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা দৃশ্যেও নাই অদৃশ্যেও নাই। সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য কথনও

মিথ্যা হন না। সত্য স্বতঃপ্রকাশ, নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ বা দৃশ্য অদৃশ্য অর্থাৎ কারণ সূক্ষ্ম স্থূল চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এই পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানকে লক্ষ্য করিয়া দুই পর্য্যায়ের ভাব-বাচক শব্দের প্রয়োগ হয়। এক, নিরাকার, নির্গুণ মনোবাণীর অতীত বা জ্ঞানাতীত। অপর, সাকার সগুণ প্রকাশমান ইন্দ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছেন। যথা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ। বিরাট ব্রহ্মের, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা গ্রহ বা শক্তি অথবা দেবতা দেবী শাস্ত্রে নানা নামে কল্পিত হইয়াছে। এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, ঔলিয়া, পীর, পয়গাম্বর, যীশুখ্রীষ্ট, মহাম্মদ, ঋষিমুনি অবতারগণের উৎপত্তি পালন ও লয়। ইনি সাকার নিরাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান। ইনি সর্ব্বশক্তিমান। সর্ব্বযুগে অবতাররূপে ইনিই ব্রহ্মাণ্ডের ভার উদ্ধার করিয়া থাকেন। ইহাঁকে কেহ চিনে না ও মানে না। এই জন্যই জগতে দুঃখের অন্ত নাই। মনুষ্যগণ ইহাঁর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া শরণাপন্ন হইলে ও বিচারপূর্ব্বক ইহাঁর প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিলে ইনি মঙ্গলময় সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করিয়া দেন অর্থাৎ কোন এক ঘটে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের ভার উদ্ধার করিয়া দেন। ইহাঁর ইচ্ছা হইলে ইনি কীট পতঙ্গ এমন কি ক্ষুদ্র পিপীলিকার মধ্যে প্রেরণার দ্বারাও ভূভার খণ্ডন করিতে পারেন। আমার ইহাঁ হইতে এমন একটীও পৃথক শক্তি নাই যে, তাহার দ্বারা আমি সৃষ্টির তুচ্ছাদপি তুচ্ছ কোন কার্য্য করিতেও পারি। কার্য্য সম্পন্ন হইলে লোকে ইহাঁকে চিনিতে পারিবে।

অন্তিম।

তখনও বাতাসে শীতের প্রতিধ্বনি মিলায় নাই। দেখিতে দেখিতে দিবসের কায়া বাড়িতেছে। তরু লতার অস্ফুট কম্পিত হরিত কাকলী। কোকিলের বসন্ত আগমনী গান। কৃত প্রায়শ্চিত্ত, পঙ্কিল পাপমুক্ত স্রোতস্বতী। ত্যক্ত ভ্রুকুটি, প্রসন্নানন মেঘরাজি। নিদ্রা-শান্ত চক্ষু মেলিয়া পৃথিবী সৌর কিরণ দেখিতেছেন।

আজ মাঘের দ্বাবিংশ দিবস, মাঘীয় পূর্ণিমা, শকাব্দাঃ ১৮৩০। এখনও পূর্ণ চন্দ্রমা দিবা-ক্লান্তে পৃথিবীকে রজত ফলকের আচ্ছাদনে আশ্বস্ত করেন নাই। এখনও পশ্চিমগামী দিবাকর বিচিত্র বর্ণময়ী গোলক ধাঁধায় অপ্রবিষ্ট। একটী মানুষের মৃত্যু হইল। সে মানুষকে অল্প লোকেই চিনিত। যাহারা চিনিত, তাহাদের মধ্যে অল্পাংশই তাঁহাতে নিঃস্বার্থ সদ্ভাবসম্পন্ন। যাহারা তাঁহাকে ভালবাসিত, তাহারা তাঁহার ভালবাসার সীমা দেখে নাই। তাহাদের প্রতি তাঁহার ভালবাসা দেখিয়া তাহারা নিজের ভালবাসার প্রতি আস্থাশূন্য। অপর সকল তাঁহার ভালবাসার প্রতি বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছে। অপর সকলে সে মূর্ত্তিমান ভালবাসাকে ভালবাসে নাই। ভালবাসা বিরল, দেখিলেও চেনা যায় না।

মানুষের দৃষ্টিতে হীন অবস্থায় তাহার মৃত্যু। কিন্তু যে রত্নে তাঁহার অন্তর পূর্ণ তাহা সর্ব্বমূল্যের অতীত।

যেখানে ধর্ম্মকামী কালীঘাটযাত্রীগণ ট্রাম ত্যাগ করেন, সেখান হইতে পূর্ব্বমুখে এক রাস্তা গিয়াছে। রাস্তাটী বক্রাকৃতি রক্তাক্ত তরবারির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দুই পার্শ্বে অযত্ন-মলিন উদ্যান ভূমি, পত্র-শিরস্ক কুটীর, দুর্গন্ধ পানা পুকুর এবং চৌদিকের হীনতায় লজ্জা সঙ্কুচিত একতালা বাড়ী।

এই রাস্তার পৃষ্ঠে বাকারী ও আগাছার বেড়ায় ঘেরা একখণ্ড উঁচু জমী। সানবাঁধান পুকুর ঘাটের পাশে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরের উপর উদ্যান বৃক্ষের ছাবকা ছায়া। এই কুটীরে উপদেষ্টা শিবনারায়ণ শয়ান, দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় বলহীন, বিধূম পাবকের ন্যায় শুচি, শশীকরের ন্যায় শান্ত, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অটল। মনুষ্যসমাজে অপরিচিত, অনাদৃত আশ্রিতবর্গ কর্ত্তৃক প্রীতি-সেবিত—প্রভুর শেষ নিশ্বাস জগৎকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আকাশে চলিয়া গেল। সমুদ্র হইতে রবি বাষ্প চুষিয়া পৃথিবীর উপর বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন। সৎপুরুষের আত্মা স্রষ্টার নিকট ফিরিয়া গিয়া প্রেম, জ্ঞান, শান্তি-রূপে বর্ষিত হন।

যাহাদিগকে তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে জন্ম দিয়াছিলেন, তাহাদের স্কন্ধে বাহিত হইয়া নাম রূপাত্মক নশ্বর মনুষ্যদেহ সজীব সলিল পার্শ্বে স্নাপনান্তর ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিতে সমর্পিত হইল। অগ্নি শুচিস্পর্শ, মহান্ প্রেমের

ন্যায় পাবক। একটী নরদেহ যে জীবন হারাইল, তাহা সেই দেহের প্রিয় যাহাদের আত্মা তাঁহারা লাভ করিলেন।

আর্দ্রনেত্রে শান্ত হৃদয় জীবন-মরণে প্রেমময় জ্ঞানের দৃষ্টান্তে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব, সেবকগণ জ্বলন্ত চিতাগ্নি পশ্চাৎ করিয়া, অজ্ঞান অপ্রেম তমসাচ্ছন্ন লোক-সমাজে ফিরিয়া আসিলেন।

যে আলোক তিনি জ্বালিয়াছেন, তাহা যেন সর্ব্বকালে পরম্পরাক্রমে অস্তমিত প্রভায় সংবর্দ্ধিত হয়।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সমাপ্ত